সুবর্ণবণিক্।

অর্থাৎ, এই জাতির পুরাবৃত্ত, বৈশ্যত্ব, নির্য্যাতন, সংস্কারব্যবস্থা
ও ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ক গ্রন্থ।

(দেয়-মল্লিকাখ্য)

শ্রীকুঞ্জলাল ভূতি কর্ত্তৃক

বিরচিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা

২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট্, ভারতমিহির যন্ত্রে
সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা
মুদ্রিত।

১৩০৯

গ্রন্থোৎসর্গ।

পুরুষোত্তমধামপথপ্রতিষ্ঠাতা

রাজোচিত গুণোপাধি ভূষিত পুণ্যপক্ষ প্রভব

অক্ষয়যশঃকীর্ত্তিযুত অশেষগুণরাশিক

সুবর্ণবণিককুলগৌরব

পুণ্যযশাঃ

স্বর্গীয়

মহারাজ সুখময় রায় বাহাদুরের

উপযুক্ত বংশধর

বদান্যবর

শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার রাধাপ্রসাদ রায় মহোদয়ের

স্বজাতিবাৎসল্য ও বিদ্যোৎসাহিতা

গুণের নিদর্শন স্বরূপ

এই গ্রন্থখানি

সাদরে

তদীয় শ্রীকরকমলে

সমর্পিত

হইল।

সূচীপত্র।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শোধন।
২	১৪	স্মৃতিরত্ন	স্মৃতিরত্ন
৫	২১	পরস্পরয়া	পরস্পরায়
৬	২০	অস্ফুট	অস্ফুট
৬৩	১৫	পাশুপালন	পশুপালন
১৩১	৪	প্রায়শ্চিত্তের	প্রায়শ্চিত্তের
১৪৭	২১	না	ন
১৫৫	১৮	থাকে	থাকে
১৬০	১১	অমরকোস	অমরকোষ
১৭০	১০	মহোপধ্যায়	মহোপাধ্যায়
”	”	শিরোহণি	শিরোমণি
”	”	মহাশয়ে	মহাশয়ের
১৮৮	১৩	বিষয়	বিষয়
২১৭	২১	৮ম	৩য়
২১৮	১১	ভূতপূর্ব্ব	ভুতপূর্ব্ব
”	২০	চিহ্ন	চিহ্ন
২২১	১৩	সোতস্বতী	স্রোতস্বতী
২২৪	১৬	নীলাম্বর	নীলাম্বর

ভূমিকা

এই পুস্তকখানি সুবর্ণবণিক্ জাতির ইতিহাস ও প্রকৃত তথ্য প্রকাশের জন্য রচিত হইল। ইহার ঐতিহাসিক বিবরণটি চিরা-গত ও প্রচলিত কতিপয় কিংবদন্তী, কুলাচার্য্য-কারিকার কতিপয় শ্লোক, কর্জ্জনাবাসী আচার্য্য গোবর্দ্ধন মিশ্রের কুল-পুস্তক ও অন্য কতিপয় কুলজী গ্রন্থাবলম্বনে শ্রীযুত কন্দর্পমোহন বিদ্যারত্ন মহা-শয়ের রচিত 'বণিক্-কুল-পুস্তক', ৬ নিমাইচাঁদ শীল ও শ্রীযুত বৈষ্ণবচরণ মল্লিক মহাশয়দ্বয়ের সঙ্কলিত 'সুবর্ণবণিক্' পুস্তকদ্বয়, শ্রীযুত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ের 'সম্বন্ধনির্ণয়' ও 'তৎপরি-শিষ্ট', ও কতিপয় 'বল্লাল চরিত' পুস্তক অবলম্বন করিয়া সঙ্কলিত হইয়াছে। এতদন্তর্গত বিবিধ কাল নির্ণয় সম্বন্ধে 'Marshman's History of Bengal', শ্রীযুত পার্ব্বতীশঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয় প্রণীত 'আদিশূর ও বল্লালসেন' প্রভৃতি পুস্তকেরও অনেকটা সাহায্য লওআ হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত 'বল্লাল চরিত' সম্বন্ধে চারি প্রকার পুস্তকের পরিচয় পাওআ গিয়াছে; ১ম, একখানি আনন্দ-ভট্ট রচিত গ্রন্থের কিয়দংশের অবিকল অনুবাদ উক্ত নিমাইচাঁদ শীলের 'সুবর্ণবণিক্' পুস্তকে লিখিত আছে। ২য়, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সম্প্রতি আনন্দভট্ট রচিত গ্রন্থের দুই খানি হস্তলিপি পুঁথি পাইয়া, এবং সেই দুইখানিকে বিশিষ্ট

কারণবশতঃ প্রামাণিক বোধ করিয়া, তদীয় একটি সংস্করণ মুদ্রিত করেন। ৩য়, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কৃতবিদ্য পুত্রদ্বয় শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন ও শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য বল্লালসেনের শিক্ষক গোপালভট্ট বিরচিত 'বল্লাল চরিত' পুস্তকের একখানি পুঁথি পাইয়া তাহার একটি সংস্করণ মুদ্রিত করেন। কিন্তু ইহার সর্ব্বশেষে রচনাকাল নির্দ্দেশক শ্লোকটির বৈষম্য দেখিয়া উক্ত শাস্ত্রি মহাশয় ইহাকে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিতে স্বীকার করেন না। যাহা হউক, সে বিষয়ে পাঠকবর্গের স্ব স্ব রুচিই প্রমাণ। ৪থ, এই গোপালভট্ট প্রণীত বল্লালচরিতের আনন্দভট্ট রচিত একখানি পরিশিষ্ট। পরন্তু, এই আনন্দভট্ট নামধেয় প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ পুস্তকের রচয়িতা একই ব্যক্তি বা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি, তাহা সহৃদয় বিদ্বজ্জনেরই বিবেচ্য। এই পুস্তকে সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্ব প্রতিপাদন বিষয়ে মন্বাদি স্মৃতি ও অন্যান্য শাস্ত্র এবং ভরতচন্দ্র শিরোমণি, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি বহুতর বিখ্যাত শাস্ত্রদর্শী অধ্যাপক মহাশয়দিগের শাস্ত্রব্যাখ্যা ও ব্যবস্থাপত্রই প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। পুস্তকখানি এক্ষণে সাধারণে পাঠ করিলেই সমুদয় শ্রম সফল হইবে।

আর্য্য বা হিন্দু সমাজ।

কোন দেশে বা কোন কালে মনুষ্যজাতির সুসভ্য সমাজ প্রকৃতরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহাতে চারিটি প্রকার ধাতু থাকা নিতান্ত আবশ্যক হয়; যথা ব্রহ্মধাতু, ক্ষত্রধাতু, বৈশ্যধাতু ও শূদ্রধাতু। যে ধাতু শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিক্য প্রভৃতি সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট, ও যাহা সমাজ মধ্যে জ্ঞানালোক বিস্তার, আত্মোন্নতি বিধান, ধর্ম্মোপদেশ, ন্যায়-পরায়ণতা প্রভৃতি দ্বারা সমাজের আধ্যাত্মিক প্রাণ সঞ্চার করে, তাহারই নাম ব্রহ্মধাতু। যে ধাতু শৌর্য্য, বীর্য্য, তেজঃ, ধৈর্য্য, যুদ্ধনৈপুণ্য, নির্ভীকতা, প্রভাব, ঐশ্বর্য্যসূচক দান প্রভৃতি রজোগুণ বিশিষ্ট হইয়া সমাজকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করে, এবং নানা প্রকার নিয়মে ও উপায়ে ইহার আভ্যন্তরীণ শান্তি ও মর্য্যাদা সংস্থাপন করে, তাহারই নাম ক্ষত্রধাতু। যে ধাতু কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালনাদি দ্বারা সমাজের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সংসাধন করে, তাহাকেই বৈশ্যধাতু কহে। এবং যে ধাতু শিল্পিকাদি দ্বারা পূর্ব্বোক্ত তিন ধাতুর সহকারিতা করিয়া তাহাদের পুষ্টি সাধন করে, তাহাই শূদ্রধাতু। সুতরাং প্রকৃত সভ্য সমাজ মাত্রেই এই চারিটি ধাতুর নিতান্ত প্রয়োজন; ইহার কোন একটির অভাব হইলে, সমাজ কখনই প্রকৃতরূপ পূর্ণাঙ্গ হইয়া স্থির প্রতিষ্ঠ হইতে পারে না।

সমাজের যে সকল ব্যক্তি ব্রহ্মধাতু সম্পন্ন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ পদ বাচ্য; যাঁহারা ক্ষত্রধাতু সম্পন্ন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়; বৈশ্যধাতু সম্পন্ন ব্যক্তিরা বৈশ্য, ও শূদ্র ধাতু সম্পন্ন জনগণ শূদ্র। আবার, ব্রহ্মধাতু সম্পন্ন ব্যক্তিগণের প্রকৃতি সত্ত্বগুণ-প্রধান ও নির্ম্মল, এই জন্য ব্রহ্মধাতুর বর্ণ শ্বেত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ক্ষত্র ধাতু সম্পন্ন ব্যক্তিগণের রজোগুণ-বহুলা প্রকৃতি সর্ব্বদা যুদ্ধোদ্যম জন্য তাঁহাদের মুখমণ্ডলকে আরক্তিম শোভায় বিভূষিত করে, এই জন্যই ক্ষত্র ধাতুর বর্ণ রক্ত। বৈশ্য ধাতু সম্পন্ন ব্যক্তিগণেরও প্রকৃতি রজোগুণ-প্রধান, এবং কৃষি বাণিজ্যাদি দ্বারা প্রভূত অর্থ সঞ্চয় ও সমাজের নানাপ্রকার সুখ সমৃদ্ধি বর্দ্ধন জন্য তাঁহাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল কান্তি বিশিষ্ট হয়, এই জন্যই বৈশ্যধাতুর বর্ণ তড়িদ্বৎ পীত। এবং শূদ্র ধাতুতে এই সকল গুণ প্রচ্ছন্ন থাকায়, তাহা অন্য তিন ধাতুর সহকারিতা বা সেবা করে, এই জন্য শূদ্রধাতু তমোগুণ বিশিষ্ট, সুতরাং তাহার বর্ণ কৃষ্ণ। আর্য্য-শাস্ত্রকারগণ এই জন্যই ব্রহ্মাদি ধাতু চতুষ্টয়ের এই প্রকার শ্বেত, রক্ত, পীত, ও কৃষ্ণবর্ণ কল্পনা করিয়া, তাঁহাদের সমাজের ব্যক্তিগণকে গুণকর্ম্মানুসারে বৈজ্ঞানিক রীতিতে বিভাগ করতঃ, কবিত্ব রীতিতে তাঁহাদের আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই জন্যই আর্য্য বা হিন্দু সমাজ প্রতিষ্ঠা কাল হইতেই বর্ণ চতুষ্টয়ে বিভক্ত।

• দর্শন শাস্ত্রানুসারে একটি সৃষ্টির অন্তর্গত সমষ্টি বুদ্ধির ও সমষ্টি জীব-চৈতন্যের নাম মহত্তত্ত্ব। সৃষ্টির প্রারম্ভে সমুদয় জগৎ এই

মহত্তত্ত্বে বীজ ভাবে সূক্ষ্মাবস্থায় থাকে, এইজন্য সেই মহত্তত্ত্বের অপর নাম হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা। সুতরাং সেই সৃষ্টির অন্তর্গত সমুদয় বা সমষ্টি জীব সেই ব্রহ্মারই অন্তর্ভূত, অতএব তাঁহারই সৃষ্ট বা প্রসূত। জীব-শ্রেষ্ঠ মনুষ্যও সমষ্টিভাবে সেই ব্রহ্মা, এবং তখন তাঁহার অপর নাম বিরাট পুরুষ। পূর্ব্বোক্ত ধাতু চতুষ্টয়ও সেই বিরাট পুরুষের দেহান্তর্গত। সুতরাং ব্রহ্মধাতু তাঁহার উত্তমাঙ্গ স্বরূপ, ক্ষত্র ধাতু তাঁহার বাহুস্বরূপ, সমাজের প্রতিষ্ঠাধার বৈশ্যধাতু তাঁহার উরু স্বরূপ, এবং শূদ্রধাতুই তাঁহার নিকৃষ্টাঙ্গ পাদ স্বরূপ। অর্থবাদ-বহুল পুরাণশাস্ত্রে এই জন্যই লিখিত আছে, যে ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মার মুখ বা মস্তক হইতে, ক্ষত্রিয়গণ তাঁহার বাহু হইতে, বৈশ্যগণ উরু হইতে, এবং শূদ্রগণ পাদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

কোন বিষয় একটি বংশে পুরুষানুক্রমে অনুশীলিত হইলে, সে বিষয়টি ক্রমশঃ পরিণত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, এবং সেই বংশের অধস্তন পুরুষগণ তদ্বিষয় সাধনে সমধিক নৈপুণ্য ও ক্ষিপ্রতা লাভ করে। এই স্বাভাবিক নিয়ম জন্যই হিন্দু সমাজের বর্ণ শ্রেণী বংশ-পরম্পরাগত হইয়া আসিতেছে। সমাজ যতদিন প্রকৃত ভাবে থাকে, ততদিন তাহার অঙ্গভূত প্রতিবর্ণের ধাতুগুলিও অক্ষুণ্ণ ও অবিকল রূপে অবস্থিতি করে; এবং সমাজের বৈকল্য উপস্থিত হইলে, ধাতুগুলিও অবসন্ন হয়। ধাতুগুলিকে অক্ষুণ্ণ ও পরিপুষ্ট রাখিবার জন্য যখন বর্ণশ্রেণীকে সজাতীয় বংশ-পরম্পরায় নিবদ্ধ

করা উচিত বোধ হইল, তখন সবর্ণ বিবাহই প্রকৃত প্রথা বলিয়া হিন্দু সমাজে প্রথমতঃ প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে যখন সমাজ কৈশোরাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন বয়োধর্ম্মের আবেগ বশতঃ বিবাহ-প্রথা সুতরাং বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে, এবং তদবধি অনু-লোম ও বিলোম পদ্ধতিতে নানাপ্রকার অসবর্ণ বিবাহ বা সংযোগ হইতে থাকিল। হিন্দু সমাজে এইজন্যই উক্ত অবস্থায় নানা প্রকার অসবর্ণ বিবাহ জন্য বিবিধ বর্ণ-সঙ্কর বা মিশ্রবর্ণ উৎপন্ন হইতে লাগিল। যৌবনকাল অতীত হইলে যেমন তৎসঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ সকল নিবৃত্ত হয়, এবং দুরদর্শিতা ও প্রবীণতা আসিয়া সকল প্রকার চাঞ্চল্য নিবারণ করে, সেইরূপ হিন্দু সমাজের প্রবীণ অবস্থায় সমাজের বিপ্লবকারিণী অসবর্ণ বিবাহ প্রথা রহিত হইয়া আসিল। প্রবীণ হইলে পুনরায় বাল্য ব্যবহার আদৃত হয়, অথচ যৌবন কালের সংস্কারগুলি থাকিয়া যায়। হিন্দু সমাজেও এই অবস্থায় পূর্ব্ববৎ সবর্ণ বা সজাতি বিবাহ রীতি পুনঃ প্রচলিত হইল, কেবল মিশ্রবর্ণ জাতিগুলি রহিয়া গেল।

যেমন একটি বৃহৎ সমাজের অঙ্গভূত বর্ণ চতুষ্টয়ে চারি প্রকার ধাতু বর্ত্তমান থাকে, তেমনই ব্যষ্টি মনুষ্যের নিজ নিজ পরিবার বা গৃহরূপ ক্ষুদ্র সমাজেও সেই চারি ধাতু প্রকাশিত হয়। তিনি যে বর্ণ-সম্ভূত, সেই বর্ণের ধাতু তাহাতে মুখ্যরূপে থাকিলেও অন্যান্য ধাতু সকল অস্ফুট বা ঈষৎ পরিস্ফুট ভাবে বর্ত্তমান থাকে; নতুবা তিনি নিজের গৃহ-কার্য্য কখনই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে

পারেন না। প্রকৃতির বিপর্য্যয় বশতঃ কখন কখন এই সকল ধাতুর তারতম্যও বিলক্ষণ রূপে ঘটিয়া থাকে। এবং সেই জন্যই দেখা যায় যে, পরশুরাম দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ব্রহ্মধাতুতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রধাতু-প্রধান হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র আর্ষ্টিসেন প্রভৃতি ক্ষত্রধাতুজাত হইয়াও ব্রহ্মধাতু সম্পন্ন হইয়াছিলেন। নাভাগ প্রভৃতি বৈশ্যগণ ব্রহ্মধাতু-প্রধান, এবং বশিষ্ঠতনয়গণ শূদ্র ধাতু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সমাজের বিপ্লব দশায় এ প্রকার দৃষ্টান্ত ভূরি প্রমাণে দেখা যায়। হিন্দুসমাজ বহুদিনাবধি স্বাধীনতা-ভ্রষ্ট হইয়া যবন ও ম্লেচ্ছরাজের শাসনে দলিত হইয়া এক্ষণে সেই শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। সমষ্টি ভাবে কোন বর্ণই আর স্ব স্ব ধাতু রক্ষা করিয়া চলিতেছে না।

উপস্থিত বিষয়ে বক্তব্য এই যে, সুবর্ণবণিক্ জাতি প্রকৃত পক্ষে বৈশ্যবর্ণ; রাজপীড়নে ও হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান বিপ্লবাবস্থায় তাঁহারা শূদ্র মধ্যে গণ্য ও শূদ্রভাবে চলিত হইতেছেন। তাঁহাদিগের বৈশ্যত্ব প্রতিপাদন করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করা যাইতেছে।

সুবর্ণবণিকের

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। তখন পাল বংশীয় নৃপতিগণ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশেও এই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু অচিরে সনাতন আর্য্য ধর্ম্মাবলম্বী রাজা আদিশূর বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করিয়া, এখানে পুনরায় ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রচলিত করেন। এই সময়ে কান্য-কুব্জ ব্যতীত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সর্ব্বত্রই বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তার হইতে ছিল। তখন অযোধ্যার নিকটবর্ত্তী রামগড় নামক স্থানে কতকগুলি হিন্দু-ধর্ম্ম-নিষ্ঠ বৈশ্য বাস করিতেন। সুবর্ণ ও মণি-মাণিক্যের বাণিজ্যই তাঁহাদিগের ব্যবসায় ছিল। তন্মধ্যে প্রভূত ধনশালী কুশল আঢ্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র সনক আঢ্য সকলের প্রধান ছিলেন। যখন তাঁহার পিতৃব্য গণপতি আঢ্য পৈতৃক ধর্ম্ম পরি-ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মে আস্থাবান্ হইলেন, তখন সনক আঢ্য স্বধর্ম্ম রক্ষাহেতু জন্মভূমি হইতে চিরবিদায় লইয়া নিজের পরিবার, ধন সম্পত্তি, পুরোহিত ব্রাহ্মণ* ও স্বধর্ম্মানুরাগী ষোল ঘর প্রধান ও ত্রিশ ঘর অপ্রধান আত্মীয় কুটুম্ব লইয়া আনুমানিক ৮৪৭ শকে

---

* সারস্বত বংশীয় জ্ঞানচন্দ্র মিশ্র।

উক্ত বঙ্গাধিপতি আদিশূরের বিক্রমপুরস্থ রাজধানীতে আগমন করত, তাঁহার আদেশক্রমে মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদদ্বয়মধ্যবর্ত্তী স্থানে বাস ও বাণিজ্য করিতে লাগিলেন। কালক্রমে এই স্থান সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিলে, আদিশূর নৃপতি এই বণিক্‌গণকে "সুবর্ণবণিক্" ও তাঁহাদিগের বাসস্থানকে "সুবর্ণগ্রাম" আখ্যা প্রদান করিলেন। এইরূপে "সুবর্ণবণিক্" আখ্যা প্রাপ্ত বৈশ্যগণ প্রায় দেড়শত বৎসর স্বধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক সুবর্ণগ্রামে বাস করত বহুবিস্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সনক আঢ্যের সহিত যে ১৬ ঘর প্রধান বণিক্ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের আখ্যা এই ;—দে*, দত্ত, চন্দ্র, আঢ্য, শীল, সিংহ, ধর, বড়াল, পাল, নাথ, মল্লিক†, নন্দী, বর্দ্ধন, দাস, লাহা ও সেন। এবং যে ত্রিশ ঘর অপ্রধান বণিক্ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের আখ্যা ও সংখ্যা এইরূপ ;—দে ৫ ঘর, দত্ত ৪ ঘর, চন্দ্র ৩ ঘর, আঢ্য ৪ ঘর, শীল ৩ ঘর, অবশিষ্ট ১১টি আখ্যক বণিক্‌গণ এক এক ঘর। এই সময়ে অনেকগুলি বণিক্ স্বর্ণালঙ্কার বিক্রয় জন্য তাঁহাদিগের পূর্ব্বতন দেশের ভাষানুসারে "পহিনী" (বা পাইন) এবং অর্থাদি সরবরাহ জন্য "পোতাদার" (বা পোদ্দার) খ্যাতিও লাভ করিয়াছিলেন।

---

* ইহা 'দেব' শব্দের অপভ্রংশ মাত্র।

† ইহা ইদানীন্তন মুসলমান রাজ প্রদত্ত 'মল্লিক' উপাধি হইতে ভিন্ন।

অনন্তর বঙ্গাধিপতি বিশ্বক সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লাল সেন ৯৮৮ শকে বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক ৪০ বৎসর কাল প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেন। তিনি দাম্ভিকপ্রকৃতি ছিলেন ও আপনাকে জারজ জানিয়া, ব্রহ্মপুত্র নদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পুত্র বলিয়া আপনাকে প্রখ্যাত করিতেন এবং নিজের বর্ণসঙ্করত্ব ও অম্বষ্ঠজাতিত্ব জন্য চিত্তক্ষোভ বশতঃ সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ব বর্ণের উপর কর্তৃত্ব করিতে স্পর্দ্ধা করিতেন ও ক্ষত্রিয় রাজাদিগের ন্যায় যুদ্ধ বিগ্রহেও রত হইতেন। তিনি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, প্রভৃতি সকল জাতির সামাজিক কৌলিন্য প্রথা প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্যোগ করিলে, তাঁহার গুরু পুরোহিত ও অনেক বেদজ্ঞ বা বৈদিক ব্রাহ্মণ সে বিষয়ে অনভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ ও নিম্নশ্রেণীভুক্ত করেন। সুবর্ণবণিক্‌গণও তাঁহার কৌলিন্য বিভাগে সম্মত হন নাই, এবং তাঁহার পরিত্যক্ত বৈদিক ব্রাহ্মণগণকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। বল্লাল সেন এজন্য বৈদিক ব্রাহ্মণ ও সুবর্ণবণিক্‌দিগের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি মণিপুর-রাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন, এবং তজ্জন্য সনক আঢ্যের বংশধর বল্লভানন্দের নিকট হইতে প্রভূত স্বর্ণ মুদ্রা ঋণ গ্রহণ করেন এবং যথা সময়ে তাহা পরিশোধ করিতে না পারিয়াও পুনরায় ৫০ লক্ষ মুদ্রা ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাহাতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাঁহার সহিত বিরোধ করিয়াছিলেন। তিনি একটি ডোম বা চর্ম্মার কন্যার সহিত মিলিত

হইয়া রাজ্য মধ্যে নিন্দিত হয়েন। এবং তজ্জন্য কতকগুলি সুবর্ণ-বণিক্ যুবক তাঁহাকে উপহাস ও ধিক্কৃত করিবার জন্য একটি নাটকাভিনয় করে। তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র লক্ষ্মন সেন তাঁহাকে এই অপকর্ম্ম হইতে বিরত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু বিফলযত্ন হইয়া লজ্জায় ও ঘৃণায় আপনাকে পতিত জ্ঞান করিয়া, স্বজনবর্গের সহিত স্বীয় স্বীয় যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করত গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী নগরীতে বাস করেন। এইরূপে চতুর্দ্দিকে নিজের অপবাদ বিস্তার হইল দেখিয়া, বল্লাল সেন একটি কল্পিত প্রায়শ্চিত্ত করিবার মানসে একটি যজ্ঞের আয়োজন করত, চতুর্বর্ণের নিমন্ত্রণ করেন। সভাস্থলে সুবর্ণবণিক্‌গণ বৈশ্যোচিত সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভোজ্যদিবস তাঁহাদিগের জন্য স্বতন্ত্র পংক্তির ব্যবস্থা করা হয় নাই, এজন্য বিবিধ শূদ্রের সংস্পর্শাশঙ্কায় তাঁহারা অগত্যা অভুক্তাবস্থাতেই ভোজ্যশালা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

বল্লাল সেন এই সকল কারণে সুবর্ণবণিক্‌গণের উপর জাত-ক্রোধ হইয়া তাঁহাদিগকে নিগ্রহ করিবার জন্য অতিরিক্ত শুল্ক-দানাদি নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। তিনি এই যজ্ঞে উপস্থিত ব্রাহ্মণগণকে এক এক তোলক পরিমিত স্বর্ণ-নির্ম্মিত গাভী দান করিয়াছিলেন। এবং সম্বিদ্রা ও কুপ নামক দুইটি অর্থলোভী ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণের দ্বারা ছল পূর্ব্বক বণিক্‌গণকে অপরাধী করিবার মন্ত্রণা করিয়া, একটি শূন্যগর্ত্ত স্বর্ণ ধেনুর অভ্যন্তরে অলক্তক রস পুরিয়া সম্বিদ্রাকে তাহা কোন

বণিকের নিকট বিক্রয় করিতে বলেন। সেই ব্রাহ্মণাপসদ শ্রীবিন্দ পহিনী নামক জনৈক বণিকের নিকট তাহা বিক্রয়ার্থ গমন করিয়া তাঁহাকে ইহা পরীক্ষা করিতে কহিল। সরল-চিত্ত বণিক্ পরীক্ষার্থ স্বর্ণ ধেনুর ছিদ্র উদ্ঘাটন করিলে, যখন তাহা হইতে রক্তবর্ণ অলক্তক রস নির্গত হইল, তখন সেই ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ চীৎকার পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হায় হায়, কি হইল! মহারাজ বল্লাল সেন সাক্ষাৎ দেব-পুত্র, তদ্দত্ত মন্ত্রপূত স্বর্ণ ধেনুগুলি যথার্থই জীবিত, আর এই সুবর্ণবণিক্টা স্বচ্ছন্দে তাহাকে বধ করিল। ক্রুপ নামক দ্বিতীয় ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ রাজ-প্ররোচনায় নৃপঞ্জয় পোতাদার নামক বণিকের নিকট তৎপ্রাপ্ত স্বর্ণ ধেনুটি সে দিনের জন্য গচ্ছিত রাখে, কিন্তু পরদিন তাঁহার নিকট হইতে তাহা পুনর্গ্রহণ না করিয়া, একজন কল্পিত চোর সাজাইয়া তৎকর্ত্তৃক অপহৃত সেই স্বর্ণধেনুটি নৃপঞ্জয়ের নিকট বিক্রীত হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করে, রাজপুরুষগণও তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন পূর্ব্বক তাঁহাকে ও শ্রীবিন্দকে বন্দীকৃত করিয়া রাজ-সভায় আনয়ন করে। অনন্তর বল্লাল সেন একজনকে গোহত্যা-কারী ও অপর জনকে স্বর্ণস্তেয়ী বলিয়া সমুদায় সুবর্ণবণিক্ জাতিকে পতিত বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহাদিগের বৈশ্যত্ব লোপ জন্য বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন এবং বল্লভানন্দের শাস্তি জন্য তদ্দত্ত ঋণকে ব্যর্থ ও অপলাপিত করেন। রাজার প্রিয়পাত্র হইবার জন্য অনেকেই

তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিতে অভ্যাস করিলেন। এবং তদবধি পরাশরপদ্ধতি প্রভৃতি কতকগুলি আধুনিক ও নির্তীক শাস্ত্র গ্রন্থে সুবর্ণবণিকগণের বিরুদ্ধে স্থানে স্থানে অসংলগ্ন শ্লোক সকল রচিত ও প্রক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

স্বেচ্ছাচারী বল্লাল সেন কর্ত্তৃক সুবর্ণবণিকগণ এইরূপে অযথা নিগৃহীত হইয়া, তাঁহাদিগের বাসস্থান সুবর্ণগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন। বল্লভানন্দ-প্রমুখ অনেকগুলি বণিক্ উড়িষ্যা অঞ্চলের কটক, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থানে গমন করিলেন। অনেকে ঘাটাল, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে এবং অনেকে গঙ্গা নদীর অপর পারে রাঢ় দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করত বাস করিতে লাগিলেন। তখন ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের কটকী, দক্ষিণী, রাঢ়ী, উত্তররাঢ়ী প্রভৃতি নামধেয় সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। সুতরাং প্রতি সমাজের বিবাহের আদান প্রদান, নিমন্ত্রণ ও পংক্তিভোজন সেই সেই সমাজমধ্যেই আবদ্ধ হইতে লাগিল।

বল্লাল-নিগ্রহে নিপীড়িত হইয়া কতকগুলি বণিক্ স্ব স্ব অনুচরবর্গ, দাস, দাসী, পুরোহিত প্রভৃতির সহিত আনুমানিক ১০১৭ শকে সুবর্ণগ্রাম পরিতাগ করত বর্দ্ধমানের সন্নিকট খড়্গেশ্বরী নদী তীরস্থ কর্জ্জনা নাম্নী নগরীতে আসিয়া বাস করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ১৬ জন প্রধান ব্যক্তির নাম এই ;—

১।	জয়পতি চন্দ্র।	৯।	হরিহর নন্দী।
২।	সোমভদ্র দে।	১০।	হিরণ্য বর্দ্ধন।
৩।	শূলপাণি দত্ত।	১১।	দিবাকর দাস।
৪।	শ্রীধর আঢ্য।	১২।	মহানন্দ লাহা।
৫।	মেধু শীল।	১৩।	পুরন্দর সেন।
৬।	রাজারাম সিংহ।	১৪।	কমলাকান্ত বড়াল।
৭।	শ্রীপতি ধর।	১৫।	বাণেশ্বর মল্লিক।
৮।	গুণাকর পাল।	১৬।	গণেশ্বর নাথ।

দুই তিন শত বৎসরের মধ্যেই বাণিজ্য বর্দ্ধন জন্য কর্জ্জনা নগরীতে ইঁহাদিগের একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। অনন্তর ১৪১৪শকে জয়পতি চন্দ্রের বংশোদ্ভব দর্পনারায়ণ চন্দ্রের পুত্র অজর বা অমর চন্দ্র একটি যজ্ঞানুষ্ঠান করত উজানী বিহরণ সপ্তগ্রাম ও কর্জ্জনার সন্নিহিত নানা গ্রাম ও নগরী হইতে সুবর্ণবণিক্‌গণকে নিমন্ত্রণ করেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি তদানীন্তন গৌড়াধিপতি নবাব সৈয়দ হোসেন সাহের কোষাধ্যক্ষ হইয়া প্রভূত ধন ও 'আজার খাঁ মল্লিক' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কুলাচার্য্য গোবর্দ্ধন মিশ্র এই সভায় উপস্থিত বণিক্‌গণের তালিকা ও শ্রেণী বিভাগ করেন। তালিকায় তাঁহাদিগের সংখ্যা ৭৯২ঘর হইয়াছিল। এবং সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে আজার খাঁ এই কর্জ্জনা সমাজের গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন।

আজার খাঁর বাটীতে প্রতিবৎসর অতি সমারোহের সহিত সরস্বতী পূজা হইত এবং তদুপলক্ষে সমাজস্থ বণিক্‌বর্গ আহূত ও

সংকৃত হইতেন। এক বৎসর সরস্বতী পূজাকালীন আজার খাঁ রাজ কার্য্যোপলক্ষে বাটীতে থাকিতে পারেন নাই, এবং তাঁহার গর্ব্বিত পুত্র লক্ষ্মণ চন্দ্রও সেই সময় নিমন্ত্রিত বণিক্‌গণের সম্বর্দ্ধনা না করিয়া মৃগয়ায় গমন করেন। তৎকালে তাঁহার বাটীতে সোমভদ্র দের বংশোদ্ভব পতিরাজ দে ও শূলপাণি দত্তের বংশোদ্ভব নীলাম্বর দত্ত নামক আজার খাঁর দুইটি ভাগিনেয় ছিলেন, তাঁহারাই উপস্থিত বণিক্‌গণের অভ্যর্থনা ও সম্মাননা পূর্ব্বক মাতুলের প্রতিপত্তি রক্ষা করিয়াছিলেন। এবং তজ্জন্য বণিক্‌বর্গও তাঁহাদিগের দুই জনের প্রতি সন্তুষ্ট ও লক্ষ্মণ চন্দ্রের প্রতি বিরক্ত হয়েন। অনন্তর আজার খাঁ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া এই সকল বার্ত্তা শ্রবণ করত পুনরায় বণিক্‌গণকে আহ্বান পূর্ব্বক নিজের গোষ্ঠীপতিত্ব সম্মান ঐ দুই ভাগিনেয়কে প্রদান করেন এবং আপনাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া স্বয়ং 'মৌলিক' শ্রেণী ভুক্ত হয়েন।

পতিরাজ দে ও নীলাম্বর দত্ত এইরূপে কর্জ্জনা-সমাজ ভুক্ত বণিক্‌গণের গোষ্ঠীপতি হইলেন। পতিরাজের আর দুইটি সহোদর ছিলেন ; জ্যেষ্ঠ নরহরি দে 'মণ্ডল' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, চুঁচুড়া প্রভৃতির আধুনিক মণ্ডল বংশের তিনিই আদি পুরুষ। কনিষ্ঠ মনোহর দে পঞ্চপাড়ায় বাস করিতেন। তাঁহারই একটি বংশধর স্বীয় পুণ্যবলে ভগবতী সিংহবাহিনী দেবীর ধাতুময়ী মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়েন, তদ্বংশধরগণ এখনও সেই দেবীর সেবা করিয়া আসিতেছেন। নীলাম্বর দত্তের বংশে পরম বৈষ্ণব উদ্ধারণ দত্ত জন্ম

গ্রহণ করেন, তিনি ভগবান্ নিত্যানন্দ প্রভুর অন্যতম পারিষদ ছিলেন।

রাজ-পীড়ন ও অন্যান্য কারণে কর্জ্জনা সমাজস্থ বণিক্‌গণ কিছু দিন পরে কর্জ্জনা নগরী পরিত্যাগ করত, সন্নিকটস্থ ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে যাইয়া বসতি করিতে থাকেন। উক্ত গোষ্ঠীপতি পতিরাজ দের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুকুন্দ দে ক্রুড়মনে, ও কনিষ্ঠ পুত্র পরমানন্দ দে সপ্তগ্রামে বাস করিলেন। অপর গোষ্ঠীপতি নীলাম্বর দত্তের বংশধরগণ মধ্যে উদ্ধারণ ও অমরচাঁদ সপ্তগ্রামে ও দুর্গাচরণ প্রভৃতি অনেকে ক্রুড়মনে গমন করিলেন।

১৪৪০ শকে উক্ত মুকুন্দ দের পত্নীর পরলোক প্রাপ্তি হয়, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুনন্দন অতি সমারোহ পূর্ব্বক মাতৃশ্রাদ্ধ সমাধান করেন এবং ভাট দ্বারা ইতস্ততঃ বিকীর্ণ ভূতপূর্ব্ব কর্জ্জনা সমাজ সংশ্লিষ্ট বণিক্‌গণকে সাধ্য মতে নিমন্ত্রণ করেন। শ্রাদ্ধ সভায় কর্জ্জনা ক্রুড়মন, পলাশী প্রভৃতি সাতাইশটি গ্রামের ৪০২ ঘর মাত্র বণিক্‌গণ উপস্থিত হয়েন। ইঁহারাই পুনরায় সমাজ-বদ্ধ হইয়া পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদানাদি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের এই নব প্রতিষ্ঠিত সমাজটি "দক্ষিণরাঢ়ী" নামে প্রসিদ্ধ হইল।

১৬৯১ শকাব্দ বা সন ১১৭৬ শালে বঙ্গদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়, ইহাই ছিয়াত্তরে মন্বন্তর বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই দুর্ভিক্ষ জন্য উক্ত সপ্তবিংশতি গ্রামের মধ্যে গঙ্গাপুর, খণ্ডগ্রাম প্রভৃতি নয়খানি গ্রাম বণিক[illegible] হয়। সুতরাং সন ১১৯৫ শালের ১১ই ফাল্গুন

চুঁচুড়ার ধনাঢ্য মথুরামোহন পালের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে অবশিষ্ট অষ্টাদশ ও ভাণ্ডারহাটী নামক অপর একটি গ্রাম মাত্রে কুটুম্বিতা হইয়াছিল। এক্ষণে দক্ষিণরাঢ়ী সমাজ প্রধানতঃ চুঁচুড়াতেই অধিষ্ঠিত হইয়া আছে।

দক্ষিণরাঢ়ী সমাজ প্রতিষ্ঠার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতেই সরস্বতী নদী তীরস্থ সপ্তগ্রাম নামক স্থানটি বাণিজ্যের সুবিধাজনক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, সুতরাং কর্জ্জনা সমাজ ভুক্ত অনেকগুলি বণিক্ তথায় বাস করিতেন। দক্ষিণরাঢ়ী সমাজ প্রতিষ্ঠার কিয়দ্বর্ষ পরে সপ্তগ্রামে গোষ্ঠীপতি নীলাম্বর দত্তের বংশোদ্ভব অমরচাঁদের পরলোক প্রাপ্তি হয়। তাঁহার পুত্র আনন্দ চন্দ্র স্বগ্রামের ও পূর্ব্বোক্ত বাহান্ন গ্রামের সমাজভুক্ত বণিক্‌বর্গকে নিমন্ত্রণ করেন। নিমন্ত্রিত বণিক্‌গণ সপ্তগ্রামকে প্রধান বাণিজ্য বন্দর জানিয়া অনেকে স্বীয় স্বীয় বাণিজ্য দ্রব্য স্বর্ণ রৌপ্যাদি লইয়া তথায় আগমন করিয়াছিলেন। ভোজনের দিবস তাঁহারা নিজ নিজ ব্যবসায় সমাপন করিয়া, আনন্দ দত্তের সভায় যাইতে সম্ভাবিত বেলা অতিক্রম করিয়াছিলেন। ক্রিয়াকর্ত্তার বাটীর অনেকে এই জন্য ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়া, তাঁহাদিগের আগমন প্রতীক্ষা না করিয়াই ভোজন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা আগমন করিলে, তাঁহাদিগকে রূঢ় ভাষায় ব্যঙ্গোক্তি করেন। নিমন্ত্রিতেরা তজ্জন্য অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া সভা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। আনন্দ ভীত ও নিরুপায় হইয়া, অপর গোষ্ঠীপতি পরমানন্দ দের পৌত্র শ্রীকান্ত দের

শরণাপন্ন হইলেন। শ্রীকান্ত দে সপ্তগ্রামের সন্নিকট অযোধ্যা গ্রাম নিবাসী তদানীন্তন সম্ভ্রান্ত রতিলাল ধরের সহিত একত্রে মিলিত হইয়া, তদুভয়ের অনুগত ও স্তুতি বিনতি প্রভৃতি উপায়ে বশীকৃত অনেকগুলি বণিক্‌কে প্রত্যাবৃত্ত করাইলেন। ইঁহারা সকলে কর্জ্জনা, অযোধ্যা, গোবিন্দপুর, কুড়মন, পলাশী, বড়শূল, বল্‌না, নবগ্রাম, মানকর, পাত্রসাহি, মানভূম, বিষ্ণুপুর, রামনগর, খটনগর, কুলটী, শিঙ্গারকোণ, বাদলা, রশুলপুর, বৈদ্যডাঙ্গা, পুরুলিয়া, শিখরভূমি, ভেদিয়া, বুক্করা ও কানো এই চব্বিশটি গ্রাম নিবাসী ছিলেন। এই সকল বণিক্ মিলিত হইয়া, আনুমানিক ১৪৬০ শকে সপ্তগ্রামী নামক নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এবং সেই সভায় স্থিরীকৃত হইল যে, আনন্দ দত্তের ত্রুটি নিবন্ধন ও শ্রীকান্ত দে ও রতিলাল ধরের যত্ন ও আগ্রহেই এই সমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সুতরাং তদবধি দত্ত বংশের গোষ্ঠীপতিত্ব লোপ, অন্যতর গোষ্ঠীপতি শ্রীকান্ত দের ভূতপূর্ব্ব গোষ্ঠীপতি আজান খাঁর প্রাপ্ত 'মল্লিক' উপাধি সংপ্রাপ্তি, ও রতিলাল ধরের 'প্রামাণিক' মর্য্যাদা প্রাপ্তি হইল।

কালক্রমে সরস্বতী নদী স্রোতোহীন হইয়া ক্রমশঃ বুঁজিয়া আসিতে লাগিল, সুতরাং বাণিজ্য বিষয়ে সপ্তগ্রামে আর তেমন সুবিধা হইত না। তত্রত্য বণিক্‌গণ তজ্জন্য ক্রমে ক্রমে গঙ্গা নদীর উভয় তীরস্থ অম্বিকা, কালনা, বাঁশবাটী, হুগলীবালী, হুগলী, চুঁচুড়া ফরাসডাঙ্গা, শ্রীরামপুর, নৈহাটী, হালিসহর, কুমারহাটি প্রভৃতি

স্থানে আগমন করিতে লাগিলেন। অনেকে পাণ্ডুআ, মহানাদ, জিরাট, বলাগড়, দ্বারবাসিনী প্রভৃতি স্থানেও গমন করিলেন। সপ্তগ্রাম ক্রমে শ্রীভ্রষ্ট হইল।

কর্জ্জনার উল্লিখিত গুণাকর পালের কতকগুলি বংশধর মহানাদে বাস করিতেন। গোষ্ঠীপতি শ্রীকান্ত দে মল্লিকের বংশোদ্ভব কেহ রাজদ্বারে কার্য্য করিতেন। কোন সময়ে রাজ কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার অধিক অর্থের আবশ্যক হইলে, তিনি স্বীয় সম্মান বন্ধক রাখিয়া মহানাদবাসী কোন পালের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করেন। তদবধি তদ্বংশীয়েরা গোষ্ঠীপতির সম্মান, 'প্রামাণিক' শ্রেণীত্ব ও "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

খৃষ্টীয় ১৬৯০ অব্দ হইতে ইংরাজ বণিকগণ কলিকাতায় তাঁহাদিগের বাণিজ্য স্থান প্রতিষ্ঠা করেন, তদবধি দিনদিন কলিকাতার উন্নতি হইতে থাকে। বাণিজ্য সূত্রে অনেক সুবর্ণবণিক্ ও তন্তুবার পূর্ব্বোক্ত স্থান সকল হইতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিদধিক দুইশত বৎসর মধ্যে এই স্থান এক্ষণে ভারতবর্ষের প্রধান রাজধানী হইয়াছে, এবং সপ্তগ্রামী বণিক্ সমাজও এক্ষণে এই স্থানে বহুল রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুদীর্ঘ কাল একত্রে বসতি জন্য কলিকাতা সহরে দক্ষিণা সমাজভুক্ত কতকগুলি বণিক্বংশ আদান প্রদানাদি দ্বারা সপ্তগ্রামী সমাজের অঙ্গভূত হইয়া গিয়াছে, এবং এক্ষণেও তাহা কতকরূপে চলিতেছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আমিক্ষা বা ছানাকে সকলে অপবিত্র

জ্ঞান করেন, সুতরাং তথায় সন্দেশ প্রস্তুত হয় না, এবং দেব সেবাতেও উহার প্রয়োগ হয় না, কিন্তু ক্ষীর বা ক্ষীরের মিষ্টান্ন ঐ সকল দেশে বহুল প্রচলিত। সুবর্ণবণিক্‌গণ বঙ্গে আগমন করত বহুদিন ধরিয়া তাঁহাদিগের সেই দ্বিজজনোচিত রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা এতদ্‌দেশীয় ক্ষীর ও ফেণী বাতাসাই মিষ্টান্ন বিষয়ে ব্যবহার করিতেন এবং উহা সামাজিকতার শ্রেণী বিভাগে ব্যবহৃত হইত। সেই ব্যবহার অদ্যাপি সপ্তগ্রামী শ্রেণীতে বিদ্যমান আছে। বল্লাল সেন কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া সুবর্ণবণিক্‌গণ তাঁহাদিগের বৈশ্যজনোচিত যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ ও মাসাশৌচাদি শূদ্রভাব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেও অদ্যাপি তাঁহাদিগের আভ্যন্তরিক ও সামাজিক বিবিধ কার্য্যে বৈশ্যোচিত আচার ব্যবহার দেখিতে পাওআ যায়। যথা—

১। পশ্চিমাঞ্চলের বৈশ্যগণের ন্যায় ইঁহারা শ্রীরামনবমী দিবসে রোকড় বা তেজারতি ব্যবসায়ের নূতন খাতা আরম্ভ করেন।

২। পাণিগ্রহণ কালে বরকে বৈশ্যোচিত খিড়কিদার উষ্ণীষ পরিধান করিতে হয়, এবং স্ত্রী-আচারে দ্বিজ-জনোচিত শিলারোহণ ও (শ্রেণী বিশেষে) ধ্রুবতারা দর্শন করিতে হয়। কন্যা সম্প্রদান সময়ে উভয় পক্ষের গোত্র ও প্রবরের উল্লেখ করিতে হয়।

৩। ইঁহাদিগের পুরস্ত্রীগণ পটে গোবিন্দের পূজা করেন, এবং বিষ্ণু পূজাদিতে তাঁহারা স্বহস্তে লুচি ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া

দেন। ইঁহারা শুদ্ধাচারিণী ও ভক্তিমতী বলিয়া চির প্রসিদ্ধা। আচার ব্যবহারে সুবর্ণবণিকগণ অতীব শৌচ-পরায়ণ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন।

৪। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে অধুনা স্ববর্ণোচিত বা স্বজাতীয়োচিত ব্যবসায়াদি কর্ম্মের ভূরিশঃ বিপ্লবাবস্থা ঘটিলেও সুবর্ণবণিকের অধিকাংশ লোক এখনও সুবর্ণ-বাণিজ্য, কুসীদ-গ্রহণ, রত্নপরীক্ষা প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন এবং ইহাকেই তাঁহারা জাতীয় ব্যবসায় বলিয়া স্বীকার করেন ও অনেকেই স্বর্ণ পরীক্ষায় সিদ্ধহস্ত। ইঁহারা তজ্জন্যই ইংরাজগণের নিকট Banker ও Banian বলিয়া পরিচিত। "বেণে" বা "বেণিয়া" শব্দটিও বণিক্ শব্দের অপভ্রংশ মাত্র এবং এই "বণিক্" শব্দও "বৈশ্য" শব্দেরই নামান্তর। ইঁহাদের কাহাকেও নীচ দাস্য বৃত্তি করিতে দেখা যায় না।

৫। উদ্ধারণ দত্তের সময় ইঁহারা প্রভু নিত্যানন্দের বিশেষ ভক্ত ও প্রিয়পাত্র হয়েন। এবং তদবধি ইঁহারা সকলেই বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া গোস্বামি-শিষ্য হইয়া থাকেন। হরিনাম জপ ইঁহাদিগের প্রধান ও নিত্যানুষ্ঠেয় কার্য্য, এবং সেই সুধাপানে বিভোর হইয়া ইঁহারা বৈশ্যাভিমানকে তুচ্ছ করিয়া আসিতেছেন। ইঁহাদের কেহ কেহ গুরূপদিষ্ট হইয়া গায়ত্রী মন্ত্রও জপ করিয়া থাকেন।

৬। বৈষ্ণবাচার প্রভাবে ইঁহাদিগের বাটীর রন্ধনশালায় মাংস

বা পলাণ্ডু প্রবেশ করিতে পারে না। আধুনিক বিপ্লবাবস্থায় ব্যক্তিগত যথেচ্ছাচার থাকিলেও, সামাজিক পংক্তিভোজনে ইহা একেবারে নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা ইহা স্পর্শ পর্য্যন্ত করেন না।

৭। ইঁহাদিগের সগোত্রে ও মাতৃ-সপিণ্ডে বিবাহ নিষেধ। তবে এক্ষণে কেহ কেহ অগত্যা এ বিষয় লঙ্ঘন করিতেছেন।

সুতরাং সুবর্ণবণিক্‌গণ যথেচ্ছাচারী বল্লাল সেনের অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া প্রায় আট শত বর্ষকাল কেবল বৈশ্যাচারের বহিরঙ্গভূত যজ্ঞসূত্র ধারণ ও পঞ্চদশ দিন অশৌচ গ্রহণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন মাত্র, কিন্তু জাতীয় বৃত্তি, সামাজিকতা, নিত্য আহ্নিক সেবা প্রভৃতি বৈশ্যাচারের অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠান সকল এখনও তাঁহারা পালন করিয়া আসিতেছেন। অতএব তাঁহাদিগের এইটি মাত্র বিবেচ্য যে, তাঁহারা যেমন নিত্য হরিনাম মহামন্ত্র ও তাঁহাদিগের গুরূপদিষ্ট স্ব স্ব ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া থাকেন, তাহার সহিত তেমনই তাঁহাদিগের বৈশ্য সাধারণের গায়ত্রীমন্ত্রও জপ করা কর্ত্তব্য। বৈশ্য গায়ত্রীর অপর নাম গোপালগায়ত্রী। ইহা তাঁহাদিগের জপ্য ইষ্টমন্ত্রের বা হরিনাম মহামন্ত্রের কেবল যে অবিরোধী, তাহা নহে, পরন্তু ইহা ঐ সকল মন্ত্রের পুষ্টি সাধক এবং বৈশ্যাচারের প্রধান অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠান। একটি সমাজের সমগ্র বণিক্‌মণ্ডলীর ঐকমত্য ভিন্ন পুনরায় যজ্ঞসূত্র ধারণ বা পঞ্চদশাহাশৌচ গ্রহণ সম্ভবপর

হয় না এবং তাহাও উপযুক্ত কাল ও অবস্থা সাপেক্ষ। "কিন্তু দ্বিজ জনোচিত গায়ত্রী মন্ত্র জপের ঈদৃশ কোন রূপ বাধাই দৃষ্টিগোচর হয় না। বণিক্‌গণের অবগতির জন্য সেই বৈশ্যগায়ত্রী মন্ত্র ও তাহার অর্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল ; যথা—

ওঁ

কৃষ্ণায় বিদ্মহে,

দামোদরায় ধীমহি,

তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ, ওঁ।

অর্থাৎ— যাঁহার প্রেমে সমুদয় জীব তাঁহাতে আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণকে জানিবার জন্যই জ্ঞানানুশীলন, ও যাঁহার উদরাভ্যন্তরে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড সূত্রবদ্ধবদ্ গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে, সেই দামোদরকে উপলব্ধ করিবার জন্যই ধ্যান ধারণা, এবং এতদ্ বিষয়ে সর্ব্বব্যাপী অন্তরাত্মা বিষ্ণুই আমাদিগকে প্রবৃত্তি প্রদান করিতেছেন।

এজন্য সুবর্ণবণিক্ মাত্রেই প্রত্যহ স্ব স্ব বর্ণগত গায়ত্রী জপ, ইষ্টমন্ত্র জপ ও হরিনাম জপ করত স্বচ্ছন্দে স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন, এবং তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ধর্ম্মতঃ বা অনুষ্ঠানতঃ ব্রাত্য বা পতিত হইতে হইবে না। ভারতবর্ষের অন্যত্রবাসী বৈশ্যগণ প্রত্যহ এই গায়ত্রী মন্ত্র জপ ও সন্ধ্যা বন্দনাদি করিয়া থাকেন। ক্রমে উৎকৃষ্ট অধিকারিগণ আহ্নিক সেবাকালে শাস্ত্রোক্ত সমগ্র

বৈশ্য সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিতে পারেন। এবং তাহাও প্রয়োজন মতে অচিরে প্রকাশিত হইবে। *

কর্জ্জনা সমাজে কুলাচার্য্য গোবর্দ্ধন মিশ্র ১৪১৪ শকে যে পদ্ধতিতে কৌলীন্য-বিভাগ ও মর্য্যাদা সংস্থাপন করিয়াছিলেন, উক্ত সমাজ ভঙ্গের পর "দক্ষিণরাঢ়ী" ও তাহা হইতে ক্রমে "সপ্তগ্রামী" সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে, উক্ত কৌলীন্য-বিভাগ ও মর্য্যাদাদির পদ্ধতি কালক্রমে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইলেও, মূলে তাহা প্রায় সমানই রহিয়াছে। এক্ষণে সপ্তগ্রামী সমাজের কৌলীন্য-বিভাগে প্রধানতঃ এই পাঁচটি মাত্র শ্রেণী দেখা যায়।

১ম। গোষ্ঠীপতি—ইঁহারা মর্য্যাদায় ৪ ক্ষীর (বা তন্মূল্য ৪ পয়সা) ২৪ ফেণী ও ১০টি সুপারি প্রাপ্ত হয়েন। কলিকাতায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের নিমন্ত্রণে সকলেরই সুপারি-সংখ্যা দ্বিগুণ, সুতরাং ইহা স্ত্রীপুরুষ নিমন্ত্রণের এক প্রকার পরিচায়ক স্বরূপ; কিন্তু হুগলীর রীতি এই যে, স্ত্রীলোকের নিমন্ত্রণ হউক, বা না হউক, সুপারির সংখ্যা সর্ব্বদাই দ্বিগুণ। বিবাহ বা শ্রাদ্ধকালীন নিমন্ত্রণেই উক্ত প্রকার ক্ষীর ও ফেণী দ্বারা সম্ভাষ, ও সুপারি দ্বারা নিমন্ত্রণ করিবারই রীতি আছে, পূজা বা অন্যান্য বিষয়ের নিমন্ত্রণে এই সকলের প্রয়োজন হয় না, এবং তাহাতে বিবাহাদির নিমন্ত্রণের ন্যায় বাটীর কর্ত্তৃপক্ষীয়কেও নিমন্ত্রণ করণ জন্য স্বয়ং

---

* পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

গমন করিতে হয় না, বংশের একটি বালক দ্বারা নিমন্ত্রণই যথেষ্ট হয়। সভাস্থলে গোষ্ঠীপতির সর্ব্বাগ্রে মাল্য-চন্দন গ্রহণের অধিকার আছে। বিবাহ বা শ্রাদ্ধকালীন নিমন্ত্রণ করিতে হইলে, গোষ্ঠীপতিকে ক্ষীর ও ফেণী বিতরণ দ্বারা কাহাকেও সন্তোষ করিতে হয় না, এবং কন্যাদান কালে বরপাত্রকে পাদ্যদান জন্য গাড়ু বা আসন জন্য পীঁড়া দান করিতে হয় না। বিবাহের মাঙ্গল্য বস্ত্র বিতরণ কালে অপর শ্রেণীকে ইহাদিগের গৃহে কুলা প্রেরণ করিতে হয়।

২য়। রায়-প্রামাণিক—ইঁহারা সভাস্থলে মাল্য চন্দনের অগ্রাধিকার ভিন্ন গোষ্ঠীপতির অন্য সকল মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

৩য়। প্রামাণিক—ইঁহাদিগের মর্য্যাদা ৪ ক্ষীর, ২৪ ফেণী ও ৮ সুপারি।

৪র্থ। মৌলিক—ইঁহাদিগের মর্য্যাদা ২ ক্ষীর, ১৬ ফেণী ও ৪ সুপারি। ইদানীন্তন কোন কোন বংশ ৮টি সুপারি গ্রহণ করেন, ইহা স্থির প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহাদিগকে মুখ্য-মৌলিক বলিতে হয়।

৫ম। গৌণ-মৌলিক—ইঁহাদিগের মর্য্যাদা ১ ক্ষীর ১২ ফেণী ও ৪ সুপারি।

বিবাহাদি মাঙ্গল্য কার্য্যের নিমন্ত্রণে তৈল হরিদ্রাদি মাঙ্গল্য দ্রব্য এবং বস্ত্র ও তৈজস-পাত্রাদি সামাজিক বিতরণের ব্যবহার আছে। কিন্তু জ্ঞাতিবর্গকে সন্তোষাদি বিতরণের প্রথা নাই, এবং

সগোত্রকে সুপারি পর্য্যন্ত দেওআ নিষেধ। সকল প্রকার নিমন্ত্রণেই একজন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইতে হয়, এই ব্রাহ্মণকে সম্ভাষী ব্রাহ্মণ কহে।

কলিকাতা নিবাসী অধিকাংশ বণিক্‌গণই সাতটি দলে বিভক্ত। ভূতপূর্ব্ব কোন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি কতকগুলি ব্রাহ্মণ ও কতকগুলি বণিক্ লইয়া এক একটি দল করিয়া গিয়াছেন, ইঁহাদিগের নাম 'দলপতি'। দলস্থ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে জন কয়েক বিদ্বান্ ও কর্ম্মকাণ্ড-কুশল, ও দুই এক জন সম্ভাষণ বা নিমন্ত্রণ কার্য্যে পটু থাকেন। বণিক্‌গণের ক্রিয়া কার্য্য তত্তৎ দলপতির অভিভাবকতা ও অন্ততঃ তত্তৎ দলস্থ ব্রাহ্মণগণের সেবা হইয়া থাকে, এবং নিমন্ত্রণ কার্য্যও সেই সেই দলের সম্ভাষী ব্রাহ্মণগণ যোগে নিষ্পাদিত হয়। অধুনা কলিকাতায় নিম্নলিখিত যে সাতটি দল বর্ত্তমান আছে। তত্তৎ দলের আদিম দলপতির নাম এই, যথা—

১। স্বর্গীয় মহারাজ সুখময় রায় ও ৺ গৌরচরণ মল্লিক।

২। ৺নীলমণি মল্লিক ও ৺ বীরনৃসিংহ মল্লিক।

৩। ৺রামগোপাল মল্লিক।

৪। ৺রামতনু মল্লিক।

৫। ৺রামমোহন মল্লিক (ও ভূতপূর্ব্ব ৺রূপচাঁদ রায়)।

৬। ৺স্বরূপচন্দ্র মল্লিক।

৭। ৺মতিলাল মল্লিক।

কলিকাতা নিবাসী সপ্তগ্রামী বণিক্‌গণের ভিন্ন ভিন্ন বংশ।

বংশ	গোত্র	কৌলীন্য	পূর্ব্ব নিবাস
*দেয়-মল্লিক	গৌতম	গোষ্ঠীপতি	হুগলী।
দেয় মল্লিক	ঐ	মৌলিক	ত্রিবেণী, হুগলী, চুঁচুড়া।
দেয়	ঐ	ঐ	হুগলী, চুঁচুড়া।
দেয়	ঐ	গৌণ মৌলিক	হুগলী, চুঁচুড়া, ফরাসডাঙ্গা, হালিসহর।
দেয়	কাশ্যপ	মৌলিক	হুগলীবালী, হালিসহর।
দেয়	ঐ	গৌণ মৌলিক	ফরাসডাঙ্গা।
দেয়	কপিলর্ষি	ঐ	গোবিন্দপুর।
দেয়	শাণ্ডিল্য	ঐ	হুগলী, ফরাসডাঙ্গা, হালিসহর।
দেয়	ভরদ্বাজ	ঐ	ফরাসডাঙ্গা।
দেয়	আলম্যান	ঐ	হালিসহর।
দত্ত	শাণ্ডিল্য	প্রামাণিক	হুগলীবালী।
দত্ত	ঐ	মৌলিক	চুঁচুড়া, মহানাদ।
দত্ত	ঐ	গৌণ মৌলিক	হুগলী, চুঁচুড়া, ফরাসডাঙ্গা, হুগলীবালী, শ্রীরামপুর, হালিসহর।
দত্ত	কাশ্যপ	ঐ	চুঁচুড়া, হালিসহর, গোঁদলপাড়া, পাণ্ডুআ।
দত্ত	মৌদ্‌গল্য	ঐ	শ্রীরামপুর।
দত্ত	কৌশল্য	ঐ	সপ্তগ্রাম।
চন্দ্র	মৌদ্‌গল্য	প্রামাণিক	ফরাসডাঙ্গা, হালিসহর।
চন্দ্র-মল্লিক	ঐ	মৌলিক	চুঁচুড়া, হালিসহর।
চন্দ্র	ঐ	ঐ	চুঁচুড়া, ফরাসডাঙ্গা।
আঢ্য	মৌদ্‌গল্য	মৌলিক	হালিসহর।
আঢ্য	ঐ	গৌণ মৌলিক	হালিসহর, ফরাসডাঙ্গা, গৌড়।
শীল-মল্লিক	গৌতম	প্রামাণিক	চুঁচুড়া।
শীল	ঐ	ঐ	হুগলী, চুঁচুড়া, ফরাসডাঙ্গা।
শীল	ঐ	মৌলিক	হুগলী, চুঁচুড়া, সপ্তগ্রাম।
শীল	ঐ	গৌণ মৌলিক	হুগলী, চুঁচুড়া, সপ্তগ্রাম।

* প্রচলিত "দে" শব্দটি "দেয়" শব্দের সংক্ষিপ্তাকার মাত্র।

বংশ	গোত্র	কৌলীন্য	পূর্ব্ব নিবাস
শীল	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	হুগলীবালী।
ধর	শাণ্ডিল্য	প্রামাণিক	হালিসহর।
ধর	ঐ	মৌলিক	হালিসহর, দ্বারবাসিনী।
ধর	ঐ	গৌণ মৌলিক	হুগলী, দ্বারবাসিনী।
বঁড়াল	মৌদ্‌গল্য	গৌণ মৌলিক	ফরাসডাঙ্গা।
পাল-রায়	সাবর্ণ	প্রামাণিক	মহানাদ।
পাল	ঐ	গৌণ মৌলিক	হুগলী,হুগলীবালী,ফরাসডাঙ্গা,হালিসহর
পাইন	কাশ্যপ	গৌণ মৌলিক	হুগলীবালী।
নন্দী	ঐ	মৌলিক	হালিসহর।
নন্দী		গৌণ মৌলিক	হালিসহর, ফরাসডাঙ্গা অম্বিকা, কাল্‌না
বৰ্দ্ধন	ঐ	ঐ	হুগলী।
সেন	সুকৃর্ত্তি	প্রামাণিক	হুগলী, হুগলীবালী।
সেন	ঐ	মৌলিক	হুগলী, হুগলীবালী, চুঁচুড়া, ফরাসডাঙ্গা, হালিসহর, গোবিন্দপুর।
সেন	ঐ	গৌণ মৌলিক	হুগলী, ফরাসডাঙ্গা, হালিসহর, অম্বিকা।

কলিকাতানিবাসী সপ্তগ্রামী-সম্ভুক্ত দক্ষিণ শ্রেণী বণিক্‌গণের ভিন্ন ভিন্ন বংশ।

বংশ	গোত্র	কৌলীন্য	পূর্ব্ব নিবাস	
দত্ত	কাশ্যপ	গৌণ মৌলিক	দক্ষিণ বা উৎকলপ্রদেশ।	
আঢ্য	মৌদ্‌গল্য	ঐ	ঐ	ঐ
ধর	শাণ্ডিল্য	ঐ	ঐ	ঐ
দাস	কাশ্যপ	ঐ	ঐ	ঐ
দাস	মৌদ্‌গল্য	ঐ	ঐ	ঐ
লাহা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

লেখক অপর সমাজের বণিক্‌গণের এতদ্‌বৃত্তান্ত বিষয়ে অনভিজ্ঞ।

সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্ব।

পূর্ব্বোক্ত সনক আঢ্য যে প্রায় সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ত্রিশ ঘর সুবর্ণ-ব্যবসায়ী আত্মীয় সমেত বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সনক সম্বন্ধে কুলাচার্য্য কারিকাদি পুস্তকে এইরূপ লিখিত আছে;—

"জাতা স্ত্রয়ো যে কুশলস্য পুত্রা
বাণিজ্যকারী সনক স্তু হেম্নঃ।
আসীন্মণে স্তেষু সনাতনো বৈ
গন্ধাদি-সত্ত্বস্য সনৎকুমারঃ॥"

অর্থাৎ—কুশলের তিন পুত্রের মধ্যে সনক কনক-ব্যবসায়ী, সনাতন মণি ব্যবসায়ী এবং সনৎকুমার গন্ধদ্রব্য-ব্যবসায়ী ছিলেন।

কনক-ব্যবসায় জন্য সনক স্বদেশে (অযোধ্যান্তর্গত রামগড় নামক স্থানে) কনকক্ষেত্রী বলিয়া অভিহিত হইতেন, তাঁহার ভার্য্যার নাম বরাটিকা ছিল, এবং তিনি বৈশ্যকুল সম্ভূত ছিলেন; যথা—

"সনকঃ কনকক্ষেত্রী, তস্য ভার্য্যা বরাটিকা"

"যা পদ্মগন্ধাঙ্গ-সুবর্ণ-বর্ণা
বরাটিকা হ্যস্তে, সনকশ্চ য স্তৌ।
জায়াপতী বৈশ্যকুলে হি জাতৌ,
শ্রী-মাধবৌ বৃষ্ণিকুলে যথা হ্যস্তাম্॥"

অর্থাৎ—সনক কনকক্ষেত্রী আখ্যাযুক্ত ছিলেন, এবং বরাটিকা নাম্নী তাঁহার ভার্য্যা ছিল। সেই যে সনক, ও তাঁহার যে পদ্মগন্ধা ও স্বর্ণবর্ণা পত্নী বরাটিকা, তাঁহারা বৃষ্ণিকুলে রাধা-মাধবের ন্যায়, বৈশ্যকুলে দম্পতীরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"কনকক্ষেত্রী" আখ্যা সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাখ্যা পাওআ যায়; যথা—

"পূর্ব্বস্মিন্ কালে এতেষাং সুবর্ণ-বণিজা মাদি-পুরুষো বরেণ্যঃ, সর্ব্বগুণাকরঃ সনক-নামা কনকক্ষেত্রী এক আসীৎ। কনকস্য ক্ষেত্রং বিদ্যতে যস্য, স তথা। যথা কৃষকস্য ক্ষেত্র কর্ষণাদিনা "ক্ষেত্রী" সংজ্ঞা, তথা হিরণ্যরূপ-ক্ষেত্র-ব্যবহারেণ কনকক্ষেত্রীতি সংজ্ঞা।"

অর্থাৎ পূর্ব্বকালে এই সকল সুবর্ণ-বণিকের আদিপুরুষ বরণীয় ও সর্ব্বগুণাকর সনক নামক একজন কনকক্ষেত্রী ছিলেন। কনকের ক্ষেত্র ছিল বলিয়া তাঁহার কনকক্ষেত্রী আখ্যা হইয়াছিল। যেমন ক্ষেত্রকর্ষণাদি জন্য কৃষককে ক্ষেত্রী বলা যায়, সেইরূপ হিরণ্য বা কনকরূপ ক্ষেত্র ব্যবহার জন্য তাঁহারও কনকক্ষেত্রী নাম হইয়াছিল।

সনক আঢ্য স্বগণ সহিত বঙ্গাধিপতি আদিশূরের রাজ্যে বসতি করিলে তাঁহাদিগের বাণিজ্য প্রভাবে ত্বরায় সে স্থান সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়া উঠে। এবং নৃপতি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ চিকীর্ষু হইলে, সনকেরই পরামর্শে তিনি কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চজন বেদজ্ঞ সাগ্নিক

যজ্ঞনিপুণ ও বাক্‌সিদ্ধ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া, স্বরাজ্যে সদ্‌ব্রাহ্মণ ও তৎসঙ্গে কায়স্থের অধিষ্ঠান করান। এই সকল কারণে সন্তুষ্ট হইয়া আদিশূর সনকের সম্মান বৃদ্ধি জন্য তাঁহাকে যে তাম্রফলক উপহার প্রদান করেন, তাহাতে এই শ্লোকটি খোদিত থাকে, যথা—

"স্বর্ণ-বাণিজ্যকারিত্বা দত্রস্থিত-বিশাং ময়া।
সুবর্ণবণিগিত্যাখ্যা দত্তা সম্মান বৃদ্ধয়ে॥"

অর্থাৎ—এই স্থানবাসী বৈশ্যগণের স্বর্ণ বাণিজ্য করণ জন্য তাঁহাদিগের সম্মানবৃদ্ধি হেতু আমি তাঁহাদিগকে "সুবর্ণবণিক্" আখ্যা প্রদান করিলাম। সেই অবধি তাঁহাদিগের বাসস্থানেরও নাম "সুবর্ণগ্রাম" হইল।

অনন্তর সার্দ্ধশতাধিক বর্ষ পরে বল্লালসেনের রাজত্বকালে সুবর্ণবণিক্‌গণের সহিত তাঁহার বিরোধ জন্মিবার যে কয়েকটি কারণ উল্লিখিত হইয়াছে, তজ্জন্য তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া সভামধ্যে যে কঠোর প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, গোপাল ভট্ট বিরচিত বল্লাল চরিত গ্রন্থে তাহা এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে ; যথা—

"যদি দুঃশীলান্ হিরণ্যবণিজো হধম-জাতীযানাং মধ্যে ন গণয়িষ্যামি, বল্লভানন্দস্য দুরাত্মনঃ সমুচিত-দণ্ডবিধানং ন করিষ্যামি, * * তদা গো ব্রাহ্মণ-যোষিদাদি ঘাতেন যানি পাতকানি ভবিতব্যানি, তানি মে ভবিষ্যন্তীতি। অন্ধরাজস্য শত-পুত্র-বিনাশায ভীমসেনো যাদৃশীং প্রতিজ্ঞা মকরোৎ, এতেষাং সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা মে তাদৃশী জ্ঞাতব্যা।"

অর্থাৎ, আমি যদি দুষ্ট-স্বভাব সুবর্ণবণিক্‌গণকে নীচ জাতীয় মধ্যে গণনা না করি এবং দুরাত্মা বল্লভানন্দকে সমুচিত দণ্ড বিধান না করি, তাহা হইলে গো ব্রাহ্মণ নার্য্যাদি হত্যায় যে যে পাতক হয়, আমার তাহাই হইবে। ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র বিনাশে ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা যদ্রূপ, এই সুবর্ণবণিক্ সম্বন্ধে আমারও প্রতিজ্ঞা তদ্রূপ দৃঢ় জানিবে।

আনন্দ ভট্ট কৃত বল্লাল চরিতেও তাহা এইরূপ লিখিত আছে ; যথা—

"যদি দাম্ভিকান্ সুবর্ণান্ বণিজঃ শূদ্রত্বে ন পাতয়িষ্যামি, বল্লভচন্দ্র-সৌদাগিরস্য দুরাত্মনো দণ্ডং ন বিধাস্যামি তদা গো-ব্রাহ্মণ-ঘাতেন যানি পাতকানি ভবিতব্যানি, তানি মে ভবিষ্যন্তীতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং বিনাশায় ভীমসেনেন যাদৃশঃ শপথঃ কৃত, এতেষাং পাতনায় শপথো মে তাদৃশো জ্ঞাতব্যঃ।" অর্থাৎ, যদি দাম্ভিক সুবর্ণ বণিক্‌গণকে শূদ্র বলিয়া পতিত না করি, এবং যদি দুরাত্মা বল্লভচন্দ্র সৌদাগরের দণ্ড বিধান না করি, তাহা হইলে গো ব্রাহ্মণ হত্যায় যে সকল পাতক হয়, তাহাই আমার হইবে। ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের বিনাশ জন্য ভীমসেনের শপথ যাদৃশ ছিল, ইহাদিগকে পতিত করিবার জন্য আমারও শপথ তাদৃশ দৃঢ় জানিবে।

সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে, যে সুবর্ণ বণিক্ জাতি এপর্য্যন্ত নীচ বা শূদ্র জাতি বলিয়া পরিগণিত হয় নাই, এবং বল্লালসেনের উত্তমর্ণ ধনাঢ্য বল্লভানন্দ পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে ঋণদানে অস্বীকৃত হইলে,

বল্লভানন্দের প্রতি বল্লালসেনের ক্রোধ ও ঈর্ষা সমধিক হইয়াছিল।" কাঞ্চিত আছে, যে রাজা তাঁহার পূর্ব্ব-গৃহীত দুই বারের ঋণ পরিশোধ করেন নাই, দণ্ডচ্ছলে তাহার অপলাপ করিয়াছিলেন, এবং সেই সূত্রে রাজ ভাণ্ডারে গচ্ছিত বণিক্‌গণের বিবাদহেতুক অনেক, ধনসম্পত্তি তিনি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধে বল্লাল-চরিত গ্রন্থে দেখা যায়, যে তিনি

"* * * * * জহার বণিজাং বলাৎ।
ব্যবহারে ধৃতং বস্তু কেষাঞ্চিৎ ক্রোশতামপি॥"

আনন্দভট্ট কৃত "বল্লাল চরিত" মুদ্রিত হয় নাই, এসিয়াটিক্ সোসাইটি ও সংস্কৃত কলেজে যে দুইখানি হস্তলিপি গ্রন্থ ছিল, তাহা এক্ষণে আর তথায় নাই। তাহারই কোন খানি অবলম্বন করিয়া পরলোকগত নিমাইচাঁদ শীল মহাশয় "সুবর্ণবণিক্" নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন, এবং তাহার ১৫৪ হইতে ১৫৮ পৃষ্ঠায় উক্ত গ্রন্থের কিয়দংশ অবিকল অনুবাদ করিয়াছেন। তথায় উল্লিখিত আছে যে, বল্লালসেন তাঁহার এই দুরভিসন্ধি সংসাধন জন্য ছল পূর্ব্বক সম্বিত্রা ও রূপ নামক দুইটি ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণাপসদ দ্বারা শ্রীবিন্দপহিনী নামক একটি বণিক্‌কে স্বর্ণগোহত্যা, ও নৃপশঙ্কর পোতাদার নামক অন্য একটি বণিক্‌কে স্বর্ণস্তেয় অপরাধে অভিযুক্ত করাইয়া সাক্রোশে সমগ্র সুবর্ণবণিকের প্রতি এই দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করেন, যথা—

"অদ্যাবধি ক্রিয়াহীনানাং বণিজাং যজ্ঞোপবীত-ধারণং ব্যর্থম্।

এতেষাং ক্রিযাভাবাৎ শূদ্রত্বং জাতম্। অতোঽদ্য পর্য্যন্তং এতে বণিজঃ শূদ্রাঃ, এতেষাং শূদ্রবৎ ক্রিযাদিকং ভবিষ্যতি। বিশেষতস্তু স্বর্ণ-বণিজঃ সর্ব্বে গোস্তেনা গোহত্যাকারিণশ্চ, তদেতে অদ্য-পর্য্যন্তং পতিতাঃ, শিষ্টৈরগ্রাহ্যাঃ। এতৈঃ সহ যে ভোজন-বিহরণৈকাসনাক্রমণ-যজন-পংক্তিভোজনাদিকং করিষ্যন্তি, তেঽপি পতিতা ভবিষ্যন্তি। অত তদ্যাজকানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ অদ্য-প্রভৃতি পাতিত্যম্।"

অর্থাৎ, অদ্য হইতে ক্রিয়াহীন বণিক্‌গণের যজ্ঞোপবীত ধারণ করা বৃথা, ক্রিয়াহীনতা প্রযুক্ত ইহাদিগের শূদ্রত্ব ঘটিল। অতএব অদ্যাবধি এই বণিক্‌গণ শূদ্র হইল। এবং ইহাদিগের ক্রিয়াকর্ম্ম শূদ্রের ন্যায় হইবে। বিশেষতঃ, সুবর্ণবণিক্ সকলে গোচোর ও গোহত্যাকারী, সুতরাং অদ্যাবধি ইহারা পতিত ও শিষ্ট জনের অগ্রাহ্য হইল। যাহারা ইহাদিগের সহিত একত্র ভোজন, বিহার, একাসনে উপবেশন, যজন, পংক্তি ভোজনাদি করিবে, তাহারাও পতিত হইবে। অতএব ইঁহাদের যাজক ব্রাহ্মণগণের অদ্যাবধি পাতিত্য হইল।

অধুনা অনেক যত্নে আনন্দভট্টের রচিত বল্লাল-চরিতের দুইখণ্ড হস্তলিপি সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে একখানি প্রায় ২০০ বর্ষ পূর্ব্বে ও অপর খানি ১০০ বর্ষাধিক কালে লিখিত। এই দুইখানি গ্রন্থে ও গোপালভট্ট প্রণীত মুদ্রাঙ্কিত বল্লাল-চরিতে বল্লালসেনের দণ্ডাজ্ঞা পূর্ব্বোক্ত ভাবেই লিখিত আছে। সম্প্রতি আনন্দভট্ট রচিত বল্লাল-

চরিতও মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে উল্লেখ আছে, যে বল্লাল সেন পূর্ব্বগৃহীত ঋণ পরিশোধ না করিয়া পুনরায় ঋণ প্রার্থনা করিলে, বল্লভানন্দ ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়া রাজার চরিত্র ও ব্যবহারকে নিন্দা করেন, এবং প্রসঙ্গ ক্রমে তাঁহার জাতিরও উল্লেখ করেন, যে

"ক্ষৌত্রিযং ভগবদ্ভক্ত মথবা মুষলং ধনুঃ।
ন কোঽপি পুরুষঃ কর্ত্তুং কদাচিদ্ভবতি প্রভুঃ॥"

অর্থাৎ, কেহই ক্ষৌত্রিয় বা বৈদ্যকে ভগবদ্ভক্ত করিতে, অথবা মুষল দণ্ডকে ধনুক করিতে পারে না। ক্ষৌত্রিয় শব্দ বৈদ্যার্থক, যথা মেদিনী অভিধানে লক্ষণার্থে দেখা যায়, যে—

"ক্ষৌত্রিযং ক্ষেত্রজ-তৃণে পরদেহ-চিকিৎসযোঃ।
পরদাররতাঽসাধ্যরোগযোঃ ক্ষৌত্রিযঃ পুমান্॥"

ইহাতেও এই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে সুবর্ণবণিক্গণ এ পর্য্যন্ত শূদ্রাপেক্ষা উচ্চবর্ণ ও যজ্ঞোপবীতধারী বৈশ্য ছিলেন। এবং দুইটি বিশেষ ব্যক্তিকে ছল পূর্ব্বক অপরাধী করিয়া সমুদয় সুবর্ণ-বণিক্ জাতিকে নির্যাতন করা হইল। ইহা কতটা যুক্তি-সঙ্গত বা শাস্ত্র-সঙ্গত বা ধর্ম্ম-সঙ্গত তাহা সহৃদয় ব্যক্তিরই বিবেচ্য।

কুলাচার্য্য গোপালভট্ট বল্লালসেনের সমসাময়িক ও শিক্ষক ছিলেন। "বল্লালচরিত" নামক গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি প্রথমে লিখিয়াছেন, যে

"* * * * ভূপ-বল্লাল-দেশতঃ।

সর্ব্বেষাং কুল-সংবাদ-গোত্র-বংশ ক্রমান্বিতম্।
বল্লাল-চরিতাখ্যং তদ্‌রাজচরিত মুচ্যতে ॥”

অর্থাৎ, নৃপতি বল্লালসেনের আদেশ মতে সর্ব্ব বর্ণের কুলবৃত্তান্ত গোত্র এবং বংশ-বিস্তার বিশিষ্ট “বল্লালচরিত” নামক সেই রাজার জীবন বৃত্তান্ত বলা যাইতেছে।

এবং শেষে লিখিয়াছেন, যে

“গোপালভট্ট নাম্না তদ্রাজস্য শিক্ষকেণ চ।
অস্য রাজ্ঞঃ প্রসাদার্থং সুযত্নেনার্পিতং ময়া ॥”

অর্থাৎ, গোপালভট্ট নামা আমি উক্ত রাজার শিক্ষক, তাঁহার সন্তোষের জন্য যত্ন পূর্ব্বক এই গ্রন্থ তাঁহাকে অর্পণ করিলাম।

বল্লালের প্রসন্নতা লাভ করাই গোপালভট্টের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সুতরাং সুবর্ণবণিক্ সম্বন্ধে তিনি স্বরচিত সেই পুস্তকের স্থানে স্থানে এই এই লিখিয়াছেন, যথা

“সুবর্ণ-বণিজো রাজ্যে দুঃশীলা ধন-গর্ব্বিতাঃ।
কুর্ব্বন্তি স্ম দ্বিজাতীনাং রাজ্ঞশ্চ মান-লাঘবম্ ॥
ততঃ সংক্রুদ্ধো মতিমান্ দুর্ব্বৃত্ত-দমনোত্তমঃ।
বভুব যত্নবাংস্তেষাং শাসনায় নৃপোত্তমঃ ॥
সুবর্ণ-বণিজাং স্বামী বল্লভানন্দ-নামকঃ।
আসীদ্ দুষ্টো ধনশ্রেষ্ঠো রাজদ্রোহী চ গর্ব্বিতঃ ॥
তৎসকাশং ততো দূতো রাজ্ঞা তেন চ প্রেষিতঃ।
শাসন-পত্র-দানেন বশীকরণ মিচ্ছতা ॥

অর্থাৎ, বল্লালসেনের রাজ্যে দুষ্ট-স্বভাব সুবর্ণবণিকেরা ধনহেতু অহঙ্কৃত হইয়া ব্রাহ্মণগণের ও রাজার মানহানি করিতে লাগিল। তাহাতে দুষ্টদমন-নিপুণ বুদ্ধিমান্ নৃপবর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগের শাসনের জন্য যত্নবান্ হইলেন। বল্লভানন্দ নামে সুবর্ণবণিক্‌দিগের এক দুষ্ট-স্বভাব অধিনায়ক অত্যন্ত ধনী হওআতে গর্ব্বিত হইয়া রাজবিদ্রোহী হইয়াছিল। তাহাতে বল্লাল রাজা শাসন পত্র দ্বারা তাহাকে বশীভূত করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহার নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

"ধেনুং স্বর্ণময়ীং যজ্ঞে দদৌ বিপ্রায় ভূপতিঃ।
সা চ স্বর্ণময়ী ধেনু শ্ছেদনে পতিতা স্ততঃ।
ছিন্না বহিষ্কৃতা রাজ্ঞা স্বর্ণানাং বণিজঃ কচিৎ॥"

অর্থাৎ, বল্লাল ভূপতি যজ্ঞে এক ব্রাহ্মণকে স্বর্ণময়ী ধেনুদান করিয়াছিলেন; পরে কোন স্থানবাসী সুবর্ণবণিক্‌গণ, সেই যে স্বর্ণময়ী ধেনু, তাহাকে ছেদন করাতে পতিত হইয়া, রাজকর্ত্তৃক ছিন্ন ভিন্ন ও বহিষ্কৃত হইয়াছিল।

আনন্দভট্টরচিত বল্লালচরিতে এই সার্দ্ধ শ্লোকটি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ভাবে দেখা যায়, যথা—

"ধেনুং স্বর্ণময়ীং যজ্ঞে বিপ্রেভ্যঃ প্রদদৌ নৃপঃ।
ধেনো স্তস্যাঃ স্বর্ণময্যা শ্ছেদনে পতিতো হ্ভবৎ॥
ততো নির্ব্বাসিতো রাজ্ঞা কশ্চন স্বর্ণকারকঃ।"

অর্থাৎ, নরপতি যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে একটি স্বর্ণময়ী ধেনু দান

করিয়াছিলেন, সেই স্বর্ণময়ী ধেনুকে ছেদন করিয়া কোন স্বর্ণকার পতিত হয় এবং রাজা তাহাকে নির্ব্বাসিত করেন।

"অনাচারাৎ বৈশ্যা যে বণিজঃ শূদ্রবৎ কলৌ।

অর্থাৎ, যে বণিকেরা (পূর্ব্বে) বৈশ্য ছিল, আচার ভ্রষ্ট হওআতে এক্ষণে এই কলিকালে তাহারা শূদ্রের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে।

বল্লালচরিত রচয়িতা গোপালভট্টের বংশজাত তদীয় উত্তর পুরুষ উক্ত আনন্দভট্ট বল্লালসেনের মৃত্যুর ৪১২ বর্ষ পরে ঐ পুস্তকের পরিশিষ্ট রচনা করেন, এবং তৎসম্বন্ধে তিনি প্রথমেই লিখিয়াছেন, যে,

"অসম্পূর্ণঞ্চ বল্লাল চরিতং যত্তু বর্ণিতম্।
গোপালভট্টেন রাজ-দণ্ডাশঙ্কিত-চেতসা॥
সেন-বংশধরো রাজা বল্লালো নাম বিশ্রুতঃ।
সংক্ষেপেণ তদিদানীং চরিতং রচিতং ময়া॥"

অর্থাৎ, গোপালভট্ট রাজদণ্ড ভয়ে ভীতচিত্ত হইয়া যে অসম্পূর্ণ বল্লালচরিত বর্ণন করিয়াছেন, এক্ষণে আমি সেই বিখ্যাত সেন বংশীয় বল্লাল রাজার চরিত সংক্ষেপে রচনা করিতেছি।

সুতরাং গোপালভট্টের রচনায় বল্লালের প্রকৃত চরিত্রের বিশুদ্ধ পরিচয় পাওআ কিছু দুর্ঘট, এবং সুবর্ণবণিক্ সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও, তাঁহারই মতে, সুবর্ণবণিকের উপর জাত-ক্রোধ রাজার প্রীতি প্রদানার্থ মাত্র ও তাঁহার সন্তোষ ভাজন হইবার জন্য। কিন্তু বল্লালসেনের মৃত্যুর পর আনন্দভট্টের সে

প্রকার রাজভীতি বা রাজপ্রসাদনাকাঙ্ক্ষার কোন কারণ ছিল না। সুতরাং তিনি তাঁহার পূর্ব্ব পিতৃপুরুষ অপেক্ষা অনেকটা স্বাধীন ও পরিশুদ্ধ ভাবে লিখিয়াছিলেন। উক্ত পরিশিষ্টে বল্লালের স্বভাব ও চরিত্র সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, যে

"নিশ্চিতং জারজঃ সো হপি দুষ্কর্ম্মা মন্দধী শ্চ বৈ।
চণ্ডাল-ডম-কন্যাদৌ রতো হসৌ সাধু-পীড়কঃ।
পরশ্রী-কাতরো দ্রোহী পর-রাজ্য-ধনেষু চ॥"

অর্থাৎ, তিনি নিশ্চয়ই জারজ, দুষ্কর্ম্মান্বিত, মন্দবুদ্ধি, চণ্ডাল ডোম প্রভৃতি (নীচ জাতীয়) কন্যাতে আসক্ত, সাধু ব্যক্তিদিগের পীড়াদায়ক, পরশ্রীকাতর, এবং পররাজ্য ও পরধন অপহারক ছিলেন।

স্বরচিত বল্লালচরিতে তিনি লিখিয়াছেন ;—

"প্রভুশ্চ যৌবনস্থোহপি তস্মিন্নাসীদ্বিবেকতা।
নাহহারি ব্রাহ্মণী কন্যা কদাচিদপি ভূভুজা॥
কামাচারোহপি দৃপ্তোহপি স প্রিয়ঙ্কর কিঙ্করঃ।
কদাচিচ্চ পরস্ত্রীণাং জারত্বং নাহকরোন্নৃপঃ॥
অসেবি চাণ্ডাল-কন্যা রাজ্ঞা দ্বাদশ-বার্ষিকী।
নটী-কন্যা চ সিদ্ধার্থং পাষণ্ড-মতবর্ত্তিনা॥
যাবন্নাসীদ্ ভট্টপাদৈ রুপদিষ্টো মহীপতিঃ।
তাবৎ স কৃতবান্ কর্ম্ম তত্তৎ সজ্জন-গর্হিতম্॥"

অর্থাৎ, তিনি যৌবনকালে প্রভুত্ব বশতঃ বিবেকশূন্য ছিলেন,

কিন্তু কখন ব্রাহ্মণীহরণ করেন নাই। তিনি যথেচ্ছাচারী ও গর্ব্বিত স্বভাব ছিলেন, কিন্তু স্বীয় পরিজন ও কিঙ্করগণকে পরি-তুষ্ট রাখিতেন, তাহাদিগের স্ত্রীগণের প্রতি তাঁহার কটাক্ষ ছিল না। তিনি পাষণ্ড মতবর্ত্তী হইয়া কেবল দ্বাদশ-বার্ষিকী চণ্ডালিনী নটী প্রভৃতি নীচ জাতীয় কন্যায় রত থাকিতেন। যত দিন সিংহ-গিরি নামক ভট্টপাদের নিকট উপদিষ্ট না হইয়াছিলেন, ততদিন তিনি এইরূপ সজ্জন বিগর্হিত কার্য্য করিতেন। আবার আর এক স্থানে উল্লেখ আছে "চর্ম্মার কোরি তনয়া"। অর্থাৎ, একটি চামার কোরি কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন।

মণিপুরের যুদ্ধ ও সুবর্ণবণিকের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি উক্ত পরিশিষ্টে লিখিয়াছেন,

"তত শ্চকার বিদ্রোহং মণিপুর-পতিং প্রতি।
মানহীনো বভ্রুবাহস্ত স্তাড়িত শ্চ গণৈঃ সহ।
অতস্ত সমরং ঘোরং চকার হি পুনঃ পুনঃ॥
যুদ্ধ-ব্যয-নিমিত্তং তদ্‌ভূপতিঃ সেন-বংশজঃ।
বল্লভানন্দ আঢ্যাচ্চ জগ্রাহ বিপুলং ঋণম্॥
পুনঃ পুন র্ঋণং তস্মাদ্ যযাচে মন্দধী রসৌ।
তস্য প্রতারণাং জ্ঞাত্বা ন দদৌ স বণিক্ পুনঃ॥
ইদং হি কারণং যস্মাদ্ বণিগ্‌জাতিং প্রতি প্রভুঃ।
ক্রুদ্ধো ভূত্বা স বল্লাল শ্চকার জাতি-পাতনম্॥

অর্থাৎ, পরে তিনি মণিপুরের রাজার সহিত বিদ্রোহ করিয়া-

ছিলেন; তাহাতে সদলে তাড়িত হইয়া অপমানিত হয়েন। এইজন্য (তাঁহার সহিত) পুনঃ পুনঃ ভয়ানক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই সকল যুদ্ধে ব্যয়ের জন্য সেই সেন-বংশীয় বল্লাল রাজা (সুবর্ণ বণিক্ কুলজাত) বল্লভানন্দ আঢ্যের নিকট হইতে প্রভূত ঋণ গ্রহণ করেন। সেই মন্দবুদ্ধি রাজা বল্লভানন্দের নিকট হইতে পুনঃ পুনঃ ঋণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই বণিক্ তাঁহার প্রতারণা বুঝিতে পারিয়া পুনরায় ঋণ দান করেন নাই। এই কারণ বশতঃই সেই বল্লাল রাজা (সুবর্ণ-) বণিক্ জাতির প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের জাতিপাত করিয়াছিলেন।

এতদ্বিষয় তদ্রচিত বল্লালচরিতের উত্তর খণ্ডের দ্বিতীয় ও ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে সবিশেষ বর্ণিত আছে। যাহা হউক এতাবদ্ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে বল্লাল সেনের সেই দণ্ডাজ্ঞা-কাল পর্য্যন্ত সুবর্ণবণিক্গণ বৈশ্য বলিয়াই এতদ্দেশে প্রখ্যাত ছিলেন, এবং তাঁহারা অবাধে স্বীয় বর্ণগত দ্বিজ-জনোচিত যজ্ঞসূত্র ধারণ পঞ্চদশাহাশৌচ গ্রহণ প্রভৃতি বহিরঙ্গ, এবং বেদাধ্যয়ন সন্ধ্যা-বন্দনা, গায়ত্রীজপ, বাণিজ্য, কুসীদাদান প্রভৃতি বৈশ্যোচিত অন্তরঙ্গ ব্যবহার ও কার্য্য সকল করিতেন। কিন্তু উক্ত দণ্ডাজ্ঞার পর হইতেই তাঁহারা যজ্ঞসূত্র ধারণ, পঞ্চদশাহাশৌচ গ্রহণ প্রভৃতি বহিরঙ্গ আচার ব্যবহার হইতে বলপূর্ব্বক বঞ্চিত হইয়া, বাহ্যে এই প্রায় আট শত বর্ষ কাল শূদ্রভাবাপন্ন হইয়াছেন। এতন্নিবন্ধন অনেকেরই এই সংস্কার হইয়াছে, যে বঙ্গদেশে আর

বৈশ্যবর্ণ কেহ নাই। অন্য বহুতর জাতি থাকিলেও এক্ষণে এখানে হিন্দু-সমাজ বৈশ্যশূন্য!

এতৎ সম্বন্ধে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব স্মৃতি-শাস্ত্রাধ্যাপক ও বহুবিধ স্মার্ত্ত-পুস্তক প্রকাশক পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় মনু সংহিতার সপ্তম অধ্যায়ের ১২৭, ১৩০ ও ১৩১ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই প্রকার বলিয়াছেন।

"বাণিজ্য দ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয়ের মূল্য, তাহা কতদূর হইতে আনীত, পাথেয় ব্যয় এবং তাহা চৌরাদি হইতে রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত যে ব্যয়, এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়া এবং তজ্জন্য যুক্ত ব্যয় ধরিয়া, তদতিরিক্তে যাহা লব্ধ নিশ্চয় হইবে, তদনুসারে বাণিজ্য দ্রব্যাদির উপর বণিক্‌দিগের নিকট হইতে রাজা কর লইবেন। ১২৭ শ্লোক-সাকাঙ্ক্ষ ১৩০ শ্লোকে 'পশু-হিরণ্য' শব্দ প্রয়োগ দৃষ্টে বোধ হইতেছে, যে এতদ্দেশে বণিক্ পদে সুবর্ণবণিক্, পশ্চিম প্রদেশে আগ্র-বণিক্, এবং ১৩১ শ্লোকে 'গন্ধ-ঔষধি' প্রভৃতি শব্দ দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যে বঙ্গদেশে গন্ধবণিক্‌ও বণিক্ শব্দ প্রতীত। অন্যথা, 'এতদ্দেশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র এই তিন বর্ণ আছে, বণিক্ বর্ণের অর্থাৎ বৈশ্যবর্ণের অত্যন্তাভাব' ইহা বলা অতি অসম্ভব হয়।"

এতদ্দেশের সুবর্ণবণিক্ গণের বৈশ্যত্ব সম্বন্ধে উক্ত মহামহোপাধ্যায় মনু-সংহিতার আরও তিনটি শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই এই

বিবৃতি করিয়াছেন ; যথা—অষ্টম অধ্যায়ের ৮৮ শ্লোকে—"যদি ব্রাহ্মণ সাক্ষী হয়, তবে তাহাকে 'তুমি বল' এই মাত্র উচ্চারণ করিয়া (রাজা) সাক্ষ্য জিজ্ঞাসা করিবেন ; আর ক্ষত্রিয়কে 'সত্য বল' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া সাক্ষ্য প্রশ্ন করিবেন ; 'গো ব্রীহ্যাদি বীজ ও সুবর্ণের চৌর্য্যেতে যে পাপ স্পর্শে, যদি মিথ্যা কহ, তবে তোমার সেই পাপ হইবে' সুবর্ণবণিক্ প্রভৃতি বৈশ্যগণকে এইরূপে সাক্ষ্য প্রশ্ন করিবেন। * * * * * * * * ।"

উক্ত অধ্যায়ের ৪১০ শ্লোকে—"সুবর্ণবণিক্ প্রভৃতি বৈশ্য-দিগকে বাণিজ্য ও ধনাদির বৃদ্ধি এবং কৃষি গবাদিপশু-রক্ষণ কার্য্য করাইবেন। দাস্য কার্য্য শূদ্রকে করাইবেন। তাৎপর্য্য, ইহারা না করিলে রাজা দণ্ড করিবেন।"

এবং দশম অধ্যায়ের ১১৫ শ্লোকে—"দায়—পিত্রাদি-ক্রমায়াত ধনলাভ, নিধ্যাদি অথবা মিত্রের নিকট হইতে লব্ধ ধন ও ক্রয়লব্ধ, এই তিন প্রকার ধন চারি বর্ণেরই ধর্ম্ম্য; জয় এবং দণ্ড-লব্ধ ধন কেবল ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্ম্য ; ধান্যাদি, বৃদ্ধি এবং কৃষি ও বাণিজ্য-লব্ধ ধন সুবর্ণাদি বণিক্‌জাতির পক্ষে শ্রেষ্ঠ ; ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম্য সৎ-প্রতিগ্রহ। * * *"

উল্লিখিত হইয়াছে, যে সুবর্ণবণিক্‌গণের প্রতি বল্লাল সেন নৃপতির কঠোর দণ্ডাজ্ঞার পর রাজ-প্রসন্নতা লাভার্থ অনেকেই গোপালভট্টের অনুসরণে ইহাদিগকে ঘৃণা ও নিন্দা করিতে অভ্যাস করিল, এবং তজ্জন্য অনেক কাল্পনিক ও অবাচ্য প্রব-

চনেরও সৃষ্টি হইতে লাগিল। এই সময় হইতে অনেকগুলি আধুনিক ও নিষ্টীক শাস্ত্রগ্রন্থেও সুবর্ণবণিকের প্রতি অবজ্ঞা ও গ্লানিসূচক, অথচ অনেকস্থলে পূর্ব্বাপর অসম্বদ্ধ বক্ষ্যমাণ কতকগুলি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সে সকল শ্লোক সম্বন্ধেও উক্ত মহামহোপাধ্যায় মহাশয় মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের ১২০ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই এই কহিয়াছেন ; যথা,

"* * বৈশ্যবর্ণের নিকট হইতে সামান্যতঃ ধান্যাদি শস্যের দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করিবেন। আপৎকালে অষ্টম ভাগ এবং অত্যন্তাপৎকালে চতুর্থ ভাগ গ্রহণ করিবেন। সুবর্ণাদি কার্ষাপণ পর্য্যন্তের সামান্যতঃ পঞ্চাশৎ ভাগ এবং আপৎকালে বিংশতি ভাগের একভাগ গ্রহণ করিবেন। * * * * * * *

এতদ্দ্বারা উপলব্ধি হইতেছে, যে সুবর্ণাদি কার্ষাপণ পর্য্যন্তের ব্যবসায় বৈশ্যবর্ণের জাতীয় ব্যবসায় ; এবং সুবর্ণবণিক্ প্রভৃতি জাতিরা বৈশ্যজাতি। বিশেষতঃ, বৈশ্যের উপাধি 'আঢ্য' সুবর্ণবণিক্ মধ্যেই দৃষ্ট হয়, অন্য জাতির 'আঢ্য' উপাধি নাই। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত এবং বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে সুবর্ণ ও গন্ধবণিক্‌কে শূদ্রজাতির মধ্যে পরিগণিত দেখা যায় ; ইহাতে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হয়। কিন্তু উভয় পুরাণান্তর্গত ঐ সকল বচনের পরস্পর বিভিন্নতা ও অনৈক্য, তথা অনুলোম বিলোম জাতির সম্বন্ধে অবিচার দৃষ্ট হয় ; একের মধ্যে কায়স্থ নিন্দিত, অপরে অম্বষ্ঠ শূদ্র মধ্যে গণিত। পরন্তু উক্ত বচন সমূহের রচনাও আধুনিক বোধ হয়। ইহাতে

তা'া মহর্ষি ব্যাসদেবের প্রণীত বলিয়া কদাপি বিশ্বাসযোগ্য নহে। অতএব অনুভূত হইতেছে, যে এ প্রকার ভ্রম কুসংস্কার বা বিদ্বেষ-মূলক বচন কৃত্রিম। তাহার সাক্ষী মুদ্রাঙ্কিত ব্যাস-সংহিতায়

বণিক্-কিরাত-কায়স্থ-মালাকার কুটুম্বিনঃ॥

প্রভৃতি শ্লোক। এই সকল কল্পিত বচন-প্রতিকূলে এবং মন্বর্থ-অনুকূলে অমরসিংহের অভিধান এবং সমূলক শাস্ত্র, তথা প্রাচীন ব্যবহারাদি দৃষ্ট হইতেছে। এমন কি, বৈশ্য-প্রকাশক নানা শব্দ মধ্যে "বণিক্" এই শব্দ (রামায়ণাদি) প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যাইতেছে। এতদ্দেশে সুবর্ণ (ও) গন্ধবণিক্ জাতির যে দুইটি উপাধি, তাহা কেবল তত্তৎদ্রব্য ব্যবসায় সম্বন্ধে উপলব্ধি হইয়াছে। বঙ্গে আরোপিত কোন জাতিমালায় যে পঞ্চবণিক্ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে কারুকাদি শিল্পিক জাতির মধ্যে "বণিক্" নিবেশিত দেখা যায়, ইহাতে বণিক্‌কে শূদ্র ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু ঋষি-প্রণীত কোন গ্রন্থে শিল্পিক জাতিকে বণিক্ কহেন নাই, এবং বৈশ্যেতর অন্য কোন জাতি বণিক্ বলিয়া উক্ত হয় নাই।"

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মথুরানাথ তর্করত্ন মহাশয়, যিনি বিবিধ পুরাণ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিবিধ টীকা ও স্বীয় অনুবাদ সহ এক একটি সুন্দর সংস্করণ মুদ্রিত করিয়াছেন, এবং যিনি কুল্লুকভট্টের টীকা সহ মনুসংহিতার একটি স্বতন্ত্র সংস্করণে পূর্ব্বোক্ত মহামহোপাধ্যায় ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়েরই অনুবাদ ও ব্যাখ্যার অনুসরণ করিয়াছেন, তিনি স্বীয় সংস্করণে সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্ব সম্বন্ধে

শিরোমণি মহাশয়ের মতের সহিত অক্ষরে অক্ষরে একমত হইয়াছেন। পরন্তু পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক বিশেষরূপে সংশোধিত মনুসংহিতার আর একটি সংস্করণ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রস্তুত হয়, তাহাতেও এই বিদ্যারত্ন মহাশয় পূর্ব্বোক্ত মহামহোপাধ্যায় ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়েরই অনুবাদ ও মত সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করিয়াছেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যে বঙ্গদেশাগত সুবর্ণব্যবসায়ী বৈশ্যগণ তত্রত্য নৃপতি আদিশূর কর্ত্তৃকই "সুবর্ণবণিক্" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার বহু পূর্ব্বেই ঋষি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ শাস্ত্র সকল রচিত হইয়াছিল। সুতরাং সে সকল গ্রন্থে বা ভারতবর্ষের অন্যত্র "সুবর্ণবণিক্" শব্দের অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে; এবং বাস্তবিকও সে সকলে কুত্রাপি এই শব্দ দেখিতে বা শুনিতে পাওআ যায় না। অতএব ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণাদিতে যে দুই একটি শ্লোকে অবজ্ঞা বা গ্লানি ব্যঞ্জিত সুবর্ণবণিক্ শব্দ দেখিতে পাওআ যায়, ইহাতেই ঐ সকল শ্লোকের আধুনিকত্ব প্রক্ষিপ্তত্ব বা আরোপিতত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। সেই সেই শ্লোকগুলি অতঃপর প্রদর্শিত হইতেছে, যথা—পরাশর পদ্ধতিতে—

"গান্ধিকঃ শাঙ্খিক শ্চৈব কাংস্যকো মণিকারকঃ।
সুবর্ণ-জীবিক শ্চৈব পঞ্চৈতে বণিজঃ স্মৃতাঃ॥
অম্বষ্ঠাব্রহ্মপুত্র্যাস্তু জায়তে গান্ধিকো বণিক্।

* * * * * *

গান্ধিক্যাং রজপুত্রাচ্চ সঞ্জাতঃ শাঙ্খিকো বণিক্ ।

* * * * * * ॥

শাঙ্খিক্যাং গান্ধিকাজ্জাত স্তাম্রকাংস্যোপজীবিকঃ ।

শাঙ্খিকাৎ কাংস্য-কন্যাযাং মণিকারঃ প্রজায়তে ।

কাংস্যকারাচ্চ মাণিক্যাং স্বুবর্ণ-জীবিকোঽভবৎ ॥"

অর্থাৎ, গন্ধদ্রব্য, শঙ্খ, কাংস্য, মণি ও স্বুবর্ণ-ব্যবসায়ী ইহারাই পঞ্চপ্রকার বণিক্ বলিয়া অভিহিত হয়। অম্বষ্ঠের ঔরসে ও রজপুত্রকন্যার গর্ভে গন্ধবণিকের উৎপত্তি, * * * * । রজপুতের ঔরসে গন্ধবণিক্কন্যার গর্ভে শঙ্খকারের উৎপত্তি, * * * * । গন্ধবণিকের ঔরসে শঙ্খকার-কন্যার গর্ভে কাংস্যকারের উৎপত্তি । শঙ্খকারের ঔরসে কাংস্যকার-কন্যার গর্ভে মণিকারের উৎপত্তি । এবং কাংস্যকারের ঔরসে মণিকার-কন্যার গর্ভে স্বুবর্ণবণিকের উৎপত্তি হইয়াছে ।

এস্থলে গন্ধবণিক্ ও স্বুবর্ণবণিকের সহিত শঙ্খকার কাংস্যকার ও মণিকার এই তিন কারুক বা শিল্পিককে লইয়া পঞ্চ-বণিক্ বলা হইয়াছে, এবং স্বুবর্ণবণিক্কে উত্তরোত্তর পঞ্চম সঙ্করকন্যার গর্ভে ও চতুর্থোত্তর সঙ্করের ঔরসে সঞ্জাত করা হইয়াছে। আবার তিনটি শিল্পিকের সান্নিধ্য বশতঃ "স্বুবর্ণজীবিক" শব্দকে স্বর্ণকার নামক শিল্পিককেও বুঝাইতে পারে। যাহা হউক, যে পরাশর-সংহিতাকে অবলম্বন করিয়া এই পদ্ধতি রচিত হইয়াছে, তাহাতে এ প্রকার পঞ্চ-বণিকের বা ঈদৃশ স্বুবর্ণবণিকের নাম গন্ধ

পাওআ যায় না। শূদ্রবৃত্তি সম্বন্ধে পরাশর-সংহিতা প্রথম অধ্যায়ে বলেন ;

শূদ্রাণাং দ্বিজ-শুশ্রূষা পরো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অন্যথা কুরুতে কিঞ্চিৎ তদ্ভবেৎ তস্য নিষ্ফলম্ ॥৬১
লবণং মধু তৈলঞ্চ দধি তক্রং ঘৃতং পয়ঃ
নদুষ্যেচ্ছূদ্রজাতীনাং কুর্য্যাৎ সর্ব্বস্য বিক্রয়ম্ ॥৬২

অর্থাৎ, শূদ্রের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মই দ্বিজ-সেবা, তাহার পক্ষে অন্য কর্ম্মে-কোন ফল নাই। তবে লবণ, মধু, তৈল, দধি, ঘোল, ঘৃত ও দুগ্ধ বিক্রয়ে-তাহার কোন দোষ নাই।

এবং বিষ্ণুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলেন "শূদ্রস্য সর্ব্ব শিল্পানি"। অর্থাৎ শূদ্র সকল প্রকার শিল্পকর্ম্ম করিবে। অন্যান্য শাস্ত্রেরও মত এই প্রকার। সুতরাং শূদ্রেরা সেবক বা শিল্পিক ভিন্ন কখনও বৈশ্যবৃত্ত্যবলম্বী বণিক্ নহে। সুতরাং সুবর্ণ-বণিকের উপর তীব্র বিদ্বেষভাবই এই কয়টি শ্লোকে স্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। পরন্তু শব্দকল্পদ্রুমে দেখা যায় যে, এই পরাশর পদ্ধতিটি ভার্গবরাম রচিত। অতএব ইহা ঋষিপ্রণীত বা প্রামাণিক গ্রন্থ নহে।

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের উত্তর খণ্ডের ১৩ অধ্যায়ে—

"বৈশ্যাযাং ব্রাহ্মণাজ্জাতোঽম্বষ্ঠো গান্ধিকো বণিক্।
কাংস্যকার-শঙ্খকারৌ ব্রাহ্মণাৎ সংবভূবতুঃ।
* * * * * *
উত্তমাঃ সঙ্করা এতে, মধ্যমানথ মে শৃণু॥

বৈশ্যাযাং করণাজ্জাতৌ তক্ষা রজক এব চ।
স্বর্ণকারঃ স্বর্ণবণিক্ তস্যা মম্বষ্ঠসম্ভবঃ॥"

অর্থাৎ, বৈশ্যার গর্ভে ও ব্রাহ্মণের ঔরসে অম্বষ্ঠ, গন্ধবণিক্, কাংস্যকার ও শঙ্খকারের উৎপত্তি হইয়াছে। * * * * উহারাই উত্তম সঙ্কর। অনন্তর আমার নিকট মধ্যম সঙ্করের বিষয় শ্রবণ কর। * * বৈশ্যাগর্ভে ও অম্বষ্ঠের ঔরসে স্বর্ণকার ও স্বর্ণবণিকের উৎপত্তি হইয়াছে।

এই পুরাণের জাতিমালায় পঞ্চবণিক্ স্বীকৃত হয় নাই, এবং মণিকারেরও প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু গন্ধবণিক্ সুবর্ণবণিক্ শঙ্খকার ও কাংস্যকার এই চারি জাতির উৎপত্তি পূর্ব্বোক্ত পরাশর-পদ্ধতির জাতিমালার উক্তি অপেক্ষা অনেক উচ্চ। ইহার মতে সুবর্ণবণিক্ বৈশ্যার গর্ভে (প্রথম সঙ্কর) অম্বষ্ঠের ঔরসে উৎপন্ন, সুতরাং দ্বিতীয়োত্তর সঙ্কর মাত্র। ইহাতে সুবর্ণবণিকের বিশুদ্ধ বৈশ্যত্ব লোপ করিয়াও, তাহার প্রতি অনেকটা দাক্ষিণ্য প্রকাশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জাত যে অম্বষ্ঠ, তাহারই ঔরসে ও বৈশ্যার গর্ভে সুবর্ণবণিকের উৎপত্তি বলা হইয়াছে। পরন্তু এই বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ খানি আধুনিক গ্রন্থ, ইহা বেদব্যাস রচিত অষ্টাদশ মহাপুরাণ বা উপপুরাণের অন্তর্গত নহে। এবং উদ্ধৃত শ্লোক কয়েকটির প্রথমেই ছন্দঃপতন দোষ রহিয়াছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের দশম অধ্যায়ে, প্রথমতঃ ব্রহ্মার মুখ বাহু উরু ও পদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের

উৎপত্তি বর্ণন করিয়াই, মূর্দ্ধাবসিক্ত অম্বষ্ঠ ইত্যাদি ক্রম পরম্পরায় শ্রেষ্ঠ জাতীয় অনুলোম সংবর্ণের উল্লেখ না করিয়া, একেবারে নিম্নতর কতিপয় সঙ্করের বর্ণনা হইয়াছে, যথা—

"তাসাং সঙ্করজাতেন বভূবু বর্ণসঙ্করাঃ ॥
গোপ-নাপিত-ভিল্লাশ্চ তথা মোদক-কূবরৌ।
তাম্বূলি-স্বর্ণকারৌ চ তথা বণিক-জাতয়ঃ ॥
ইত্যেব মাদ্যা বিপ্রেন্দ্র সৎশূদ্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।"

অর্থাৎ,সেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির বিমিশ্র সহবাসে অনেক বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইয়াছিল ; যথা গোপ, নাপিত, ভিল্ল, মোদক, কূবর, তাম্বূলি (বারুই) স্বর্ণকার ও বণিক জাতি। ইহারা সকলে সৎ শূদ্র জাতি। এখানে "বণিক" শব্দটি ছন্দোভঙ্গ নিবারণ জন্য অশুদ্ধ রূপে অজস্র ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং সম্ভবতঃ ইহা সুবর্ণবণিক্‌কে লক্ষ্য করিয়া, সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং সুবর্ণ বণিক্‌কে ধিক্কৃত করিবার জন্যই এস্থানে এই শ্লোকের অবতারণা, ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে ; অথচ ইহাকে সৎশূদ্র বলা হইয়াছে। ইহার পরেই কিন্তু অনুলোম-সঙ্কর করণ ও অম্বষ্ঠের উৎপত্তি বর্ণন পূর্ব্বক, কারুক বা শিল্পিকগণের এই বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে, যে বিশ্বকর্ম্মা ও ঘৃতাচী নামিকা স্বর্গবেশ্যা পরস্পরের অভিসম্পাতে উভয়ে নরলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বিশ্বকর্ম্মা ব্রাহ্মণের গৃহে ও ঘৃতাচী গোপ গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পরস্পর সহবাসে নববিধ শিল্পিক উৎপাদন করেন, যথা—

"মালাকার-কর্ম্মকার-শঙ্খকার-কুবিন্দকাঃ।
কুম্ভকারঃ কংসকারঃ ষডেতে শিল্পিনাং বরাঃ ॥
সূত্রধার শ্চিত্রকারঃ স্বর্ণকার স্তথৈব চ।
পতিতা স্তে ব্রহ্মশাপাদযাজ্যা বর্ণসঙ্করাঃ ॥"

অর্থাৎ—মালাকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক (তন্তুবায়), কুম্ভকার ও কংসকার এই ছয়টি শ্রেষ্ঠ শিল্পী, এবং সূত্রধার (ছুতার) চিত্রকর ও স্বর্ণকার ইহারা ব্রহ্মশাপে পতিত ও অযাজ্য শিল্পী, ইহারা সকলেই বর্ণসঙ্কর। এতৎ সম্বন্ধে পুনরায় উল্লিখিত আছে ;

"সা সুষাব চ তত্রৈব পুত্রান্ নব মনোহরান্।
কৃতশিক্ষিত-শিল্পাংশ্চ জ্ঞানযুক্তাংশ্চ শৌনক ॥

* * * * * *

মালাকার-কর্ম্ম-কংস-শঙ্খকার-কুবিন্দকান্।
কুম্ভকার-সূত্রধার-স্বর্ণ-চিত্রকরাং স্তথা ॥

* * * * * *

স্বর্ণকারঃ স্বর্ণচৌর্য্যাৎ ব্রাহ্মণানাং দ্বিজোত্তম।
বভূব পতিতঃ সদ্যো ব্রহ্মশাপেন কর্ম্মণা ॥
সূত্রধারো দ্বিজানান্ত শাপেন পতিতো ভুবি।
শীঘ্রঞ্চ যজ্ঞকাষ্ঠানি ন দদৌ, তেন হেতুনা ॥
ব্যতিক্রমেণ চিত্রাণাং সদ্য শ্চিত্রকর স্তথা।
পতিতো ব্রহ্মশাপেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ কোপতঃ ॥

কশ্চিদ্ বণিগ্বিশেষশ্চ সংসর্গাৎ স্বর্ণকারিণঃ।
স্বর্ণ-চৌর্য্যাদি-দোষেণ পতিতো ব্রহ্মশাপতঃ ॥”

অর্থাৎ, হে শৌনক! সেই (ঘৃতাচী, গোপকন্যাবস্থায়) নয়টি মনোহর পুত্র প্রসব করিয়াছিল, তাহারা (বিশ্বকর্ম্মা হইতে) শিল্পকর্ম্মে জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করিয়া মালাকার, কর্ম্মকার, কংসকার, শঙ্খকার, তন্তুবায়, কুম্ভকার, সূত্রধার, স্বর্ণকার ও চিত্রকর রূপে শিল্পী হইয়াছিল। হে দ্বিজবর, স্বর্ণকার ব্রাহ্মণগণের স্বর্ণচৌর্য্যাপরাধে ব্রহ্মশাপ গ্রস্ত হইয়া পতিত হইয়াছিল। সূত্রধার যজ্ঞবৃত ব্রাহ্মণগণকে শীঘ্র যজ্ঞকাষ্ঠ আহরণ না করিয়া ব্রহ্মশাপে পতিত হয়, এবং চিত্রকরও চিত্রকর্ম্মের ব্যতিক্রম জন্য তদ্বৎ পতিত হইয়াছিল। স্বর্ণকারের সংসর্গে কোন বণিক্ বিশেষ (সম্ভবতঃ সুবর্ণবণিক্) স্বর্ণচৌর্য্যাপরাধে ব্রহ্মশাপ গ্রস্ত হইয়া পতিত হইয়াছে।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শিল্পিকগণের কাহাকেও অযথা বণিক্ শ্রেণীভুক্ত করা হয় নাই। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের শঙ্খকার ও কংসকারের ন্যায় এই পুরাণের নব শিল্পিক সকলেই ব্রাহ্মণের ঔরসে, কিন্তু বৈশ্যাগর্ভে না হইয়া, শূদ্রাণী (গোপী) গর্ভে জন্মিয়াছে। পরাশর-পদ্ধতিতে যেরূপ এক সঙ্কর অপর সঙ্কর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, শিল্পিকগণ সম্বন্ধে এই দুই পুরাণে সে রূপ সঙ্কর-পরম্পরারও উল্লেখ নাই। অধিকন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তে সুবর্ণবণিকের সঙ্করত্বের উল্লেখ নাই। তবে শিল্পিকত্রয়ের পাতিত্য বর্ণনের পরেই, এবং এই সকল শিল্পিক দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ঘোর-বিমিশ্র সাঙ্কর্য্য

বিস্তারের পূর্ব্বে, অপ্রাসঙ্গিক ক্রমে মধ্যস্থলে কোন একটি বণিক্ বিশেষের পাতিত্য প্রদর্শন করা হইল। "কশ্চিৎ"পদে অনিশ্চয়, ও "বণিগ্বিশেষঃ" পদে বণিকের নির্দ্দেশ বা বিশেষত্ব একত্র সমাবেশনে রচনাটি সঙ্গত হয় নাই। তবে কষ্টকল্পনায় "বিশেষ" শব্দে জাতি করিলে কোন বণিক্‌জাতি এইরূপ বুঝাইতে পারে, এবং তখন ইহা স্পষ্ট বর্ণিত না হইলেও সুবর্ণবণিক্ লক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, ইঁহাদের পাতিত্যের কারণ বলা হইল, যে ব্রহ্মশাপ। কিন্তু কোন্ ব্রাহ্মণ, বা কোন্ ঋষি, কোন্ সময়ে বা কি উপলক্ষে যে শাপ দিয়াছিলেন, তাহার কোন নিদর্শনই তথায় বা অন্যত্র দেখিতে পাওআ যায় না। "বল্লালচরিত" মতে বল্লালের ক্রোধোদ্দীপিত কঠোর দণ্ডাজ্ঞাই তাঁহাদিগের পাতিত্যের এক মাত্র বিদিত কারণ। অথচ বল্লালসেন ব্রাহ্মণ ছিলেন না, অম্বষ্ঠ জাতীয় ছিলেন। সুতরাং অত্রোদ্ধৃত প্রথম ও শেষ শ্লোকটির যাথার্থ্য এবং ভাষানুসারে ইহা বেদব্যাসের রচিত কি না, তাহা বিবেচ্য। মহামিশ্রিত মহামহোপাধ্যায় শিরোমণি মহাশয় এজন্যই উক্ত প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বল্লালসেনের ডোমকন্যা সংসর্গ সম্বন্ধে আনন্দভট্ট তদ্রচিত "বল্লাল চরিত" পরিশিষ্টে লিখিয়াছেন ;

"চণ্ডাল-ডম-কন্যাদৌ রতোঽসৌ সাধু-পৌড়কঃ।"

বঙ্গদেশের বাগদি জাতি এই চণ্ডাল বা ডোম জাতির একটি শাখাজাতি মাত্র. ইহারা অতীব নীচ জাতি। বল্লাল সেনের এই

নীচ জাতীয় কন্যা সংসর্গ জনিত তাঁহার সাধু পুত্র লক্ষ্মণ সেন ক্ষুব্ধ হইয়া উন্মার্গগামী পিতাকে নিবারণ জন্য তাঁহার সহিত শ্লোকচ্ছন্দে যে কয়েকটি পত্র লেখালিখি করেন, সে সকল শ্লোক "শব্দকল্পদ্রুম" ও অন্যান্য গ্রন্থে দেখিতে পাওআ যায়। বল্লাল সেনের এই অপকর্ম্মকে সমর্থন করিবার জন্যই, বোধ হয়, কোন ব্যক্তি এই বাগ্দি জাতিকে "বাগতীত" নামে সম্মানিত করিয়া, তাহাদিগকে ঋষিপ্রোক্ত শ্রেষ্ঠ দ্বিজাতি সঙ্কর "মাহিষ্য" জাতির সমকক্ষ করত এই দুইটি শ্লোক ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের দশম অধ্যায়ে জাতিমালা মধ্যে প্রক্ষেপ করিয়াছেন ; যথা—

"ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং ঋতোঃ প্রথমবাসরে।
জাতঃ পুত্রো মহাদস্যু র্বলবাংশ্চ ধনুর্দ্ধরঃ॥ ১১৭
চকার বাগতীতঞ্চ ক্ষাত্রয়েণাপি বারিতঃ।
তেন জাত্যা স পুত্রশ্চ বাগতীতঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" ১১৮

অর্থাৎ, ঋতুর প্রথম দিবসে বৈশ্যা গর্ভে ক্ষত্রিয় বীর্য্যোৎপন্ন পুত্র বলবান্ ধনুর্দ্ধারী ও ভয়ানক দস্যু হইয়া উঠিল। তাহার ক্ষত্রিয় পিতা তাহাকে নিবারণ করিলেও সে বাক্যাতীত গর্হিতাচরণ করিতে লাগিল, এজন্য সেই পুত্র বাগতীত বা বাগ্দি জাতি হইল।

আবার গোপালভট্ট বিরচিত "বল্লালচরিত" পুস্তকের উত্তরখণ্ডে (২৪—৩০ শ্লোকে) এবং আনন্দভট্ট কৃত পুস্তকের উত্তর খণ্ডের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে দেখা যায়, যে যখন বল্লাল সেন সুবর্ণবণিক্‌গণকে নির্যাতন করেন, তখন বণিকেরা অগত্যা দ্বিগুণ ত্রিগুণ

বেতন বা মূল্য দানে তাঁহাদিগের দাস দাসীদিগকে স্বায়ত্তাধীন করিয়াছিলেন, সুতরাং অপরের পক্ষে দাস-দাসী অপ্রতুল হইয়া উঠিলে, বল্লাল সেন ধীবর বা নৌজীবী কৈবর্ত্তদিগকে গঙ্গাস্নান ও কাষ্ঠের মালা পরিধান করাইয়া, তাহাদিগকে শোধন বা 'জল-আচরণীয়' করত দাস্য বা পরিচর্য্যা কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। তদবধি কৈবর্ত্ত জাতি ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণের দাস্যবৃত্তি করিয়া আসিতেছে। এই কৈবর্ত্ত জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ের ৩৪ শ্লোকে দেখা যায়, যে

"নিষাদো মার্গবং সূতে দাসং নৌকর্ম্মজীবিনম্।
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহু রার্য্যাবর্ত্ত-নিবাসিনঃ॥"

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণৌরসে শূদ্রাগর্ভ-জাত যে নিষাদ জাতি, তাহারই ঔরসে (৩২ শ্লোকোক্ত) আয়োগবী গর্ভে নৌকর্ম্মজীবী মার্গব বা দাস জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। কাষ্ঠ-তক্ষণকারী আয়োগব জাতি (১২ শ্লোক মতে) শূদ্র পিতা ও বৈশ্যা মাতা হইতে উৎপন্ন। আর্য্যাবর্ত্ত নিবাসীরা এই দাস জাতিকে কৈবর্ত্ত কহিয়া থাকেন। অমর-কোষের পাতালবর্গে "কৈবর্ত্তে দাস-ধীবরৌ" অর্থাৎ কৈবর্ত্তকে দাস ও ধীবর কহে। এবং অত্রিসংহিতার ১৯৫ শ্লোকে, অঙ্গিরঃ-সংহিতার ৩ শ্লোকে, যমসংহিতার ৫৪ শ্লোকে ও ব্যাস-পুরাণে ইহারা অন্ত্যজ জাতি মধ্যে গণ্য হইয়াছে ; যথা

"রজক শ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।
কৈবর্ত্ত-মেদ-ভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চাহন্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ॥"

অর্থাৎ—রজক, চর্ম্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ ও ভিল্ল এই সপ্ত জাতি অন্ত্যজ হয়।

কিন্তু বোধ হয়, বল্লাল সেনের পূর্ব্বোক্ত কৈবর্ত্ত-সংস্কার কার্য্যের সমর্থন জন্যই বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের উত্তর খণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে মনূক্তির বিরুদ্ধে এই 'দাস' জাতিকে 'উত্তম সঙ্কর' মধ্যে ও মনূক্ত 'ক্ষত্ত' জাতির ন্যায় ক্ষত্রিয়া গর্ভে শূদ্রোৎপন্ন রূপে বর্ণিত হইয়াছে, যথা —

* * ক্ষত্রপত্ন্যাং বভুবতুঃ।

কর্ম্মকারশ্চ দাসশ্চ শূদ্রাত্তস্যাং বভুবতুঃ॥" ৩৫

অর্থাৎ, * * কর্ম্মকার ও দাস জাতি শূদ্রৌরসে ও ক্ষত্রিয়া-গর্ভে জন্মিয়াছে। এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের উক্ত দশম অধ্যায়ের ১১১ শ্লোকে ইহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত 'মাহিষ্য' জাতিরও সমকক্ষ করা হইয়াছে, যথা

"ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।"

অর্থাৎ, কৈবর্ত্তেরা ক্ষত্রিয় বীর্য্যে বৈশ্যাগর্ভ সম্ভূত বলিয়া পরিজ্ঞাত। সুতরাং মহামহোপাধ্যায় ভরতচন্দ্র শিরোমণির অনুমান মতে বৃহদ্ধর্ম্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণোদ্ধৃত এই কয়েকটি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত কি না, তাহা সহৃদয় পণ্ডিত জনেরই বিবেচ্য।

ব্যাস-সংহিতার প্রথমাধ্যায়ে উক্ত অন্ত্যজ জাতিগণ সম্বন্ধে এই প্রকার বর্ণন আছে ;

"বরটো মেদ-চণ্ডাল-দাস-শ্বপচ-কোলকাঃ।
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ।
এষাং সম্ভাষণাৎ স্নানং, দর্শনাদর্কবীক্ষণম্॥"

অর্থাৎ—বরট, মেদ, চণ্ডাল, দাস, শ্বপচ, কোল্লক ও অন্য যাহারা গোমাংস ভক্ষণ করে, তাহারাই অন্ত্যজ জাতি। ইহাদিগের সহিত বাক্যালাপ করিলে স্নান করিতে, ও ইহাদিগকে দর্শন করিলে সূর্য্যের পানে চাহিতে হয়। অতএব এখানে 'অন্ত্যজ' শব্দ অধমার্থে প্রযুক্ত, শূদ্রার্থে প্রযুক্ত নহে। সুতরাং অত্রি-সংহিতা অঙ্গিরঃ-সংহিতা, যম-সংহিতা ও ব্যাস-পুরাণের ন্যায় ব্যাস-সংহিতাতেও সপ্ত প্রকার অন্ত্যজ জাতির বর্ণনা ও তন্মধ্যে কৈবর্ত্ত বা দাসের উল্লেখ আছে। পরন্তু এতৎ শ্লোকোক্ত চণ্ডাল জাতির সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকদ্বয় এইরূপ—

"অধমাদুত্তমায়ান্তু জাতঃ শূদ্রাধমঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজনিত শ্চণ্ডালো ধর্ম্মবর্জ্জিতঃ।
কুমারী-সম্ভব স্ত্বেকঃ সগোত্রায়াং দ্বিতীয়কঃ।
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজনিত শ্চাণ্ডাল স্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।"

অর্থাৎ, উত্তমবর্ণ ক্ষেত্রে ও অধমবর্ণ বীজে শূদ্রাধম জন্মিয়া থাকে। ব্রাহ্মণী ক্ষেত্রে ও শূদ্র বীজে ধর্ম্মহীন চণ্ডাল জন্মে। চণ্ডাল তিন প্রকার; প্রথম কুমারী গর্ভজাত, দ্বিতীয় সগোত্রাসমুদ্ভুত, এবং তৃতীয় ব্রাহ্মণীগর্ভে শূদ্রবীজ জাত। এবং আরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আছে, যে

"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশ স্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।"

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বিশ্ বা বৈশ্য ইহারা তিনটি দ্বিজাতি বর্ণ। সুতরাং আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে কোথা হইতে ব্যাস সংহিতার সেই অন্ত্যজ জাতিবাচক শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ব্বে অন্ত্যজ জাতির গণ বৃদ্ধি করিবার জন্য একটি শ্লোক বিন্যস্ত হইয়াছে ; যথা—

"বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ।
বণিক্ কিরাত-কায়স্থ-মালাকার-কুটুম্বিনঃ॥"

এই সকল জাতি বরট মেদ প্রভৃতি গবাশন জাতির অব্যবহিত পূর্ব্বে থাকা প্রযুক্ত ইহাদিগকেও গবাশন বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু শ্লোকোল্লিখিত কিরাত জাতি বন্যজাতি বিধায়, তদ্ভিন্ন অন্য কাহাকেও গবাশন বলিতে পারা যায় না। অথচ রচনায় এই কিরাতের এক পার্শ্বে বৈশ্য-নামান্তর বণিক্‌কে, ও অপর পার্শ্বে শব্দকল্পদ্রুমোক্ত শূদ্রমণির বংশোৎপন্ন শ্রেষ্ঠ শূদ্র, বা ক্ষত্রগন্ধী মসীজীবী কায়স্থকে বসান হইয়াছে। বর্দ্ধকী বা কাষ্ঠতক্ষণকারী মনূক্ত আয়োগব জাতি শূদ্র ও বৈশ্যের প্রতিলোম-সঙ্কর, অথবা ব্যাসপুরাণ মতে লোহকার বীজ ও করণ ক্ষেত্রে উৎপন্ন। গোপ বা মনূক্ত আভীর জাতি ব্রাহ্মণ ও অম্বষ্ঠা হইতে উৎপন্ন। অমর-কোষের বৈশ্যবর্গে গোপ জাতিকেই আভীর বলিয়া উল্লেখ আছে, যথা

"গোপে গোপাল-গোসংখ্য-গোধুগাভীর-বল্লবাঃ।"

নাপিত জাতিকে বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে ক্ষত্রিয় ও শূদ্রাণীজাত এবং ব্যাস পুরাণে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রাণী জাত বলা হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে

মালাকার ও কুম্ভকারকে ব্রাহ্মণ ও গোপকন্যা জাত বলিয়া উল্লেখ আছে, এবং ব্যাস-পুরাণে কিরাত বৈশ্য ও ব্রাহ্মণীজাত, এবং কুটুম্বী কৃষিক ও অম্বষ্ঠাজাত রূপে উক্ত, হইয়াছে। সুতরাং এই সকল শাস্ত্রমতে এতৎ শ্লোকোক্ত এই সকল জাতি কখনই অন্ত্যজ জাতি হইতে পারে না। পরন্তু বৃত্তি ব্যবসায় বা জাতীয় কার্য্য সম্বন্ধে কোন সুবর্ণবণিক্‌কে অন্ত্যজের ন্যায় দেখিতে পাওআ দূরে থাকুক, তাহারা কেহ কখন নীচ দাস্যকর্ম্মও করে না, এবং সাধারণতঃ তাহারা কেহ কাহারও গলগ্রহ হইতে চাহে না। মহামহোপাধ্যায় শিরোমণি মহাশয় এই জন্যই মুদ্রিত ব্যাস-সংহিতায় এই শ্লোকটিকে ঋষিপ্রোক্ত নয় বলিয়া সন্দেহ করেন। যাহা হউক, যাহা মনু, অত্রি, অঙ্গিরঃ, যম প্রভৃতি সংহিতায় নাই, যাহা কোন পুরাণ মধ্যেও পাওআ যায় না এবং যাহা সহৃদয়গণের সর্ব্বথা রুচি ও যুক্তি বিরুদ্ধ, তাহাই এই আরোপিত শ্লোকে দেখা যায়।

পরন্তু, বৈশ্যবৃত্তি সম্বন্ধে বিবিধ শাস্ত্র গ্রন্থে এই এই দেখা যায় ;—যথা, মনুসংহিতার ১ম অধ্যায়ের ৯০ শ্লোকে—

"পশূনাং রক্ষণং দান মিজ্যাঽধ্যয়ন মেব চ।
বণিক্‌পথ কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষি মেব চ॥"

অর্থাৎ, বৈশ্যের বৃত্তি পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য, কুসীদগ্রহণ বা বৃদ্ধির জন্য ধন প্রয়োগ ও কৃষিকর্ম্ম।

উহার ৯ম অধ্যায়ের ৩২৬, ৩২৭ ও ৩২৮ শ্লোকে—

"বৈশ্যস্তু কৃতসংস্কারঃ কৃত্বা দার-পরিগ্রহম্।
বার্ত্তায়াং নিত্যযুক্তঃ স্যাৎ পশূনাঞ্চৈব রক্ষণে॥
প্রজাপতি র্হি বৈশ্যায় সৃষ্ট্বা পরিদদে পশূন্।
ব্রাহ্মণায় চ রাজ্ঞে চ সর্ব্বাঃ পরিদদে প্রজাঃ॥
নচ বৈশ্যস্য কামঃ স্যান্ন রক্ষেয়ং পশূনিতি।
বৈশ্যে চেচ্ছতি নান্যেন রক্ষিতব্যাঃ কথঞ্চন॥"

অর্থাৎ, বৈশ্যবর্ণ উপনয়ন পর্য্যন্ত সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া দার-পরিগ্রহানন্তর কৃষ্যাদি জীবিকা কার্য্য নিষ্পত্তি জন্য সর্ব্বদা পশু-পালনে নিযুক্ত থাকিবে। সৃষ্টিকর্ত্তা প্রথমতঃ পশুসৃষ্টি করিয়া উহার প্রতিপালনের নিমিত্ত ঐ পশু সকল বৈশ্যকে অর্পণ করেন, এবং প্রজাসৃষ্টি করিয়া উহার রক্ষণার্থ ব্রাহ্মণ ও রাজাকে এ সকল প্রজা সমর্পণ করেন। বৈশ্যবর্ণ কদাচ এমত ইচ্ছা করিবে না যে, আমরা নীচকর্ম্ম বোধে পশুপালন করিব না। বৈশ্যে পশুপালনে রত থাকিতে, অন্য কেহ সেই পশুপালনে অধিকারী হইবে না।

উহার ১০ম অধ্যায়ের ৭৯ শ্লোকে—

"শস্ত্রাস্ত্রভৃত্ত্বং ক্ষত্রস্য বণিক্ পশু কৃষির্বিশঃ।
আজীবনার্থং, ধর্ম্মস্তু দান মধ্যয়নং যজিঃ॥"

অর্থাৎ, প্রজারক্ষণ নিমিত্ত খড়্গাদি শস্ত্র এবং বাণাদি অস্ত্রের ধারণ ক্ষত্রিয়ের বৃত্ত্যর্থ; বাণিজ্য, পশুপালন ও কৃষি এই তিনটি বৈশ্যের জীবনার্থ; এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের দান অধ্যয়ন ও যজ্ঞ এই তিনটি কর্ম্ম ধর্ম্মার্থ জানিবে।

উহার ৯ম অধ্যায়ের ৩২৯ শ্লোকে—

"মণি-মুক্তা-প্রবালানাং লোহানাং তান্তবস্য চ।
গন্ধানাঞ্চ রসানাঞ্চ বিদ্যাদর্ঘ-বলাবলম্॥"

অর্থাৎ, বৈশ্যের বৃত্তি মণি, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণাদি ধাতু, বস্ত্র, কর্পূরাদি গন্ধদ্রব্য, লবণাদি রস, এই সকল বস্তুর উত্তম মধ্যম ও অধমভেদে মূল্যের উৎকর্ষাপকর্ষ স্থিরীকরণ।

উক্ত ৯ম অধ্যায়ের ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩ ও ৩৩০ শ্লোকে—

"সারাঽসারঞ্চ ভাণ্ডানাং দেশানাঞ্চ গুণাঽগুণান্।
লাভাঽলাভঞ্চ পণ্যানাং পশূনাং পরিবর্দ্ধনম্॥
ভৃত্যানাঞ্চ ভৃতিং বিদ্যাদ্ ভাষাশ্চ বিবিধা নৃণাম্।
দ্রব্যাণাং স্থানযোগাংশ্চ ক্রয়-বিক্রয় মেব চ॥
ধর্ম্মেণ চ দ্রব্যবৃদ্ধাবাতিষ্ঠেদ্ যত্ন মুত্তমম্।
দদ্যাচ্চ সর্ব্বভূতানা মন্নমেব প্রযত্নতঃ॥"
"বীজানা মুপ্তিবিচ্চ স্যাৎ ক্ষেত্র-দোষ-গুণস্য চ।
মানযোগঞ্চ জানীয়াত্তুলাযোগাংশ্চ সর্ব্বশঃ॥"

অর্থাৎ, বৈশ্য বাণিজ্য পদার্থ নিচয়ের এক জাতীয় দ্রব্যের মধ্যে ইহা উৎকৃষ্ট, উহা অপকৃষ্ট, ইত্যাদি বিশেষ রূপে অবগত হইবে; পূর্ব্ব পশ্চিমাদি দেশের মধ্যে কোন্ দেশে কোন্ দ্রব্য অল্পমূল্য কোন্ দ্রব্য বহুমূল্য এইরূপে দেশের গুণদোষ বুঝিবে; বিক্রেয় দ্রব্যের মধ্যে এই দ্রব্য এত দিন রাখিলে এত অপচয় ও এত উপচয় হইবে, ইহা জানিবে, এবং এই দেশে এই কালে

তৃণোদক যবাদি দ্বারা পশু সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বা এইরূপে ক্ষীণ হয়, ইহাও জানিবে। গোপালাদি ভৃত্যের দেশ, কাল ও কর্ম্মের উচিত বেতনজ্ঞ হইবে; বাণিজ্যার্থ গৌড় দাক্ষিণাত্যাদি দেশের মনুষ্য সকলের ভাষা অবগত হইবে; এবং এই দ্রব্য এইরূপে স্থাপিত করিতে হয়, ইহা এই দ্রব্যে মিশ্রিত করিলে নষ্ট হয় না, এবং এই দ্রব্য এইদেশে এইকালে এত মূল্যে বিক্রয় করিলে ভাল হয়, ইহাও জানিবে। ধর্ম্মোপায়ে (শতকরা দুই তিন চারি পাঁচ) বৃদ্ধিতে ধন প্রয়োগের যত্ন করিবে, এবং (হিরণ্যাদি দান অপেক্ষা) সর্ব্ব প্রাণীকে বিশেষরূপে অন্নদান করিবে।" এবং কৃষি বিষয়ে, কোন্ বীজ কিরূপে বপন করিলে উত্তম শস্য হয়; ইহা উষর ভূমি, উহা শস্যপ্রদ উর্ব্বরা, ইত্যাদি ক্ষেত্রের দোষ গুণ, এবং প্রস্থ-দ্রোণাদি পরিমাণ ও তুলামান ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়ে বিজ্ঞ হইবে।

এবং উহার দশম অধ্যায়ের ৯৮ শ্লোকে, আপৎকালের কর্ত্তব্য এইরূপ;—

"বৈশ্যোঽজীবন্ স্বধর্ম্মেণ শূদ্রবৃত্ত্যাপি বর্ত্তয়েৎ।
অনাচরন্নকার্য্যাণি নিবর্ত্তেত চ শক্তিমান্॥"

অর্থাৎ, বৈশ্য যখন স্ববৃত্তিতে জীবিকা করিতে অক্ষম হইবে, তখন উচ্ছিষ্ট ভোজনাদি অকর্ম্ম না করিয়া দ্বিজ-শুশ্রূষা বা শিল্প-কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। কিন্তু আপদ্ হইতে মুক্ত হইয়াই শূদ্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইবে।

বিষ্ণুসংহিতার ২য় অধ্যায়ে—

"কৃষি-গোরক্ষ-বাণিজ্য-কুসীদ-যোনিপোষণানি বৈশ্যস্য।"

অর্থাৎ—বৈশ্যের বৃত্তি কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, কুসীদাদান ও স্বগোষ্ঠী প্রতিপালন।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার ১ম অধ্যায়ে ১১৯ শ্লোকে—

"কুসীদ-কৃষি-বাণিজ্যং পাশুপাল্যং বিশঃ স্মৃতম্।"

অর্থাৎ—বৈশ্যের বৃত্তি কুসীদাদান, কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালন।

শঙ্খসংহিতার ১ম অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে—

"কৃষি-গোরক্ষ-বাণিজ্যং বৈশ্যস্য পরিকীর্ত্তিতম্।"

অর্থাৎ—বৈশ্যের বৃত্তি কৃষি গোরক্ষা ও বাণিজ্য বলিয়া উক্ত হয়।

গৌতমসংহিতার ১০ম অধ্যায়ে—

"বৈশ্যস্যাধিকং কৃষি-বণিক্-পাশুপাল্য-কুসীদম্."

অর্থাৎ—বৈশ্যবৃত্তির মধ্যে এই এই অধিক, কৃষিকর্ম্ম, বাণিজ্য, পাশুপালন ও কুসীদ ব্যবহার।

পরাশর সংহিতার ১ম অধ্যায়ে ৬০ শ্লোকে—

"লোহকর্ম্ম তথা রত্নং গবাঞ্চ প্রতিপালনম্।

বাণিজ্যং কৃষিকর্ম্মাণি বৈশ্যবৃত্তি রুদাহৃতা॥"

অর্থাৎ—বৈশ্যের বৃত্তি স্বর্ণরৌপ্যাদি ধাতুকর্ম্ম, রত্নব্যবসায়, গোজাতির প্রতিপালন, বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্ম।

হারীত সংহিতায় ২য় অধ্যায়ে—

"গোরক্ষাং কৃষি-বাণিজ্যং কুর্য্যাদ্ বৈশ্যো যথাবিধি।"

অর্থাৎ—বৈশ্য বিধি পূর্ব্বক গোরক্ষা, কৃষিকর্ম্ম ও বাণিজ্য করিবেন।

ভগবদ্গীতার ১৮শ অধ্যায়ে ৪৪ শ্লোকে—

"কৃষি-গোরক্ষ-বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।"

অর্থাৎ—কৃষিকর্ম্ম, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যগণের স্বভাবিক কর্ম্ম।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"কৃষি-বাণিজ্য-গোরক্ষা কুসীদং তূর্য্য মুচ্যতে।"

কৃষি, বাণিজ্য, গোপালন ও কুসীদগ্রহণ এই চারিটি বৈশ্যের বৃত্তি।

অমরকোষে বৈশ্যবর্গে

"স্ত্রিয়াং কৃষিঃ পাশুপাল্যং বাণিজ্যং চেতি বৃত্তয়ঃ।"

অর্থাৎ—কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য, এই তিনটি বৈশ্যের বৃত্তি।

সুতরাং সর্ব্বশাস্ত্রমতে বাণিজ্যই বৈশ্যবৃত্তি সকলের মধ্যে মুখ্য। মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ের ৮০ শ্লোকে দেখা যায়, যে

"বেদাভ্যাসো ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্য চ রক্ষণম্।
বার্ত্তাকর্ম্মৈব বৈশ্যস্য বিশিষ্টানি স্বকর্ম্মসু॥"

অর্থাৎ—নিজ নিজ কর্ম্মের মধ্যে ব্রাহ্মণের বেদানুশীলন, ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন ও বৈশ্যের বাণিজ্য কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। এবং এই বৈশ্যবৃত্ত্যবলম্বীর সম্বন্ধে অমরকোষে তাহাদের পর্য্যায় এই এই ;—

"বৈদেহকঃ সার্থবাহো নৈগমো বাণিজো বণিক্।
পণ্যাজীবো হ্যাপণিকঃ ক্রয়-বিক্রয়িকশ্চ সঃ॥"

অর্থাৎ—বৈদেহক, সার্থবাহ, নৈগম, বাণিজ, বণিক্, পণ্যাজীব, আপণিক ও ক্রয়বিক্রয়িক।

বৈশ্য-পর্য্যায় সম্বন্ধে রাজনির্ঘণ্ট কোষগ্রন্থে দেখা যায়,—

"বৈশ্যস্তু ব্যবহর্ত্তা বিট্ বার্ত্তিকঃ পণিতো বণিক্।"

অর্থাৎ—বৈশ্য, ব্যবহর্ত্তা, বিট্, বার্ত্তিক, পণিত ও বণিক্। অতএব, বৈশ্যগণের মুখ্যবৃত্তি সকলের মধ্যে বাণিজ্য একটি অন্যতম বৃত্তি বিধায়, বৈশ্যগণের অপর নাম বণিক্ হইয়াছে। অন্যান্য শাস্ত্র গ্রন্থেও 'বৈশ্য' স্থলে এই 'বণিক্' শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় ; যথা, মনুসংহিতার ৮ম অধ্যায়ে ১৬৯ শ্লোকে—

"ত্রয়ঃ পরার্থে ক্লিশ্যন্তি সাক্ষিণঃ প্রতিভূঃ কুলম্।
চত্বার স্তূপচীয়ন্তে, বিপ্র আঢ্যো বণিঙ্ নৃপঃ॥"

অর্থাৎ—সাক্ষী, যামিন ও মধ্যস্থ, এই তিন ব্যক্তি পরের নিমিত্ত ক্লেশ পায়। আর বিপ্র, ধনী, বণিক্ ও রাজা, এই চারিজন পর হইতে বৃদ্ধি পায়।

এস্থলে কুসীদাদান জন্য ঋণদানক্ষম 'আঢ্য' ও 'বণিক্' শব্দ বৈশ্য শব্দেরই নামান্তর মাত্র। এবং ৭ম অধ্যায়ের ১২৭ শ্লোকে

"বণিজো দাপযেৎ করান্" এখানেও 'বণিক্' শব্দ বৈশ্যার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

বাল্মীকি-রামায়ণে—বালকাণ্ডে ১ম সর্গশেষে ১০১শ্লোকে

"পঠন্ দ্বিজো বাগৃষভত্ব মীযাৎ,
ক্ষত্রান্বযো ভূমিপতিত্ব মীযাৎ।
বণিগ্ জনঃ পণ্য-ফলত্ব মীযাৎ,
শৃণ্বন্ হি শূদ্রোঽপি মহত্ত্ব মীযাৎ॥"

অর্থাৎ—এই রামায়ণ গ্রন্থ পাঠ করিলে ব্রাহ্মণ বাগ্মিতা প্রাপ্ত হয়েন, ক্ষত্রিয়-সন্তান রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন, বণিক্ ব্যক্তি পণ্য-ফল লাভ করেন, এবং শূদ্রে শ্রবণ করিলে মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়।

মহাভারতে শান্তিপর্ব্ব—মোক্ষ ধর্ম্মে, তুলাধারজাজলি-সংবাদে—

"তুলাধারো বণিগ্ ধর্ম্মা বারাণস্যাং মহাযশাঃ।
* * * * *
এবমুক্ত স্তুলাধারো ব্রাহ্মণেন যশস্বিনা।
উবাচ ধর্ম্মসূক্ষ্মাণি বৈশ্যো ধর্ম্মার্থতত্ত্ববিৎ॥"

অর্থাৎ—বারাণসীতে মহাযশাঃ বণিগ্ ধর্ম্মবিশিষ্ট যে তুলাধার আছেন…সেই ধর্ম্মার্থতত্ত্ববিৎ বৈশ্য তুলাধার যশস্বী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া সূক্ষ্ম ধর্ম্মের কথা বলিতে লাগিলেন।

মহাভারতের অন্যত্র—

"বণিগ্ ধর্ম্ম-প্রপন্নো যো দেব-ব্রাহ্মণ-পূজকঃ।
স বণিক্ স্বর্গ মাপ্নোতি পূজ্যমানোঽপ্সরোগণৈঃ॥"

মহাভারত বিরাট পর্ব্বে—

"রণে যং প্রেক্ষ্য সীদন্তি হৃতস্বা বণিজো যথা।
কৃপেণ তেন তে তাত কথ মাসীৎ সমাগমঃ॥"

ইতি উত্তরং প্রতি বিরাট-বাক্যম্।

বৃদ্ধ গৌতম-সংহিতায়—গৌতমীয় বৈশম্পায়ন ধর্ম্ম-শাস্ত্রে দ্বিতীয় অধ্যায়ে—

"কৃষি-গোপাল-নিরতঃ স্বধর্ম্মাবেক্ষণে রতঃ।
বণিক্ স্বকর্ম্ম বাপ্নোতি পূজ্যমানোঽপ্সরোগণৈঃ॥"

অর্থাৎ—কৃষি, গোপালন ও স্বধর্ম্মনিরত বণিক্ স্বীয় কর্ম্মবশে স্বর্গলোকে অপ্সরোগণ দ্বারা পূজিত হয়।

এই সকল স্থানেও 'বৈশ্য' শব্দ স্থলে 'বণিক্' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

অতি প্রাচীন মৃচ্ছকটিক নাটকেও বণিগর্থক 'সার্থবাহ' শব্দ বৈশ্যার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, যথা—

"অবন্তিপূর্য্যাং দ্বিজ সার্থবাহো
যুবা দরিদ্রঃ কিল চারুদত্তঃ॥"

রঘুনন্দন ও মিতাক্ষরা গ্রন্থোদ্ধৃত কাত্যায়ন বচনেও বৈশ্যা-র্থক বণিক্ শব্দের এইরূপ প্রশংসা আছে, যথা—

"কুল-শীল-বয়ো-বৃত্ত-বিত্তবদ্ভি-রমৎসরৈঃ।
বণিগ্ভিঃ স্যাৎ কতিপয়ৈঃ কুলভূতৈ রধিষ্ঠিতম্॥"

লক্ষ্মীব্রত গ্রন্থে—

"সংজ্ঞাবাচকে নামৈব বণিগিত্যেব মাদয়ঃ।

মণি-হেম-বণিক্-সংজ্ঞা বৈশ্যানাং গুণ-বাচিকা॥"

অর্থাৎ, বৈশ্যগণের হেম ও মণি ব্যবসায় জনিত সুবর্ণ ও মণি গুণবাচক শব্দ দ্বারা 'সুবর্ণবণিক্' 'মণিবণিক্' প্রভৃতি সংজ্ঞা হইয়াছে।

অতএব এই সকল ঋষি প্রণীত, প্রামাণ্য ও বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-শাস্ত্রাদি মতে ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে, যে 'বণিক্' শব্দ বৈশ্য শব্দেরই নামান্তর মাত্র; সুতরাং 'সুবর্ণবণিক্' প্রভৃতি বণিগাখ্য জাতিরা বৈশ্য। পূর্ব্ব প্রদর্শিত প্রক্ষিপ্ত বা আরোপিত শ্লোক সমূহে তাঁহাদিগকে যে কোথাও শূদ্রমধ্যে, কোথাও সঙ্কর জাতি মধ্যে ও কোথাও অন্ত্যজ জাতি মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে, তাহা অমূলক, "সোনার পাথর বাটী" শব্দের ন্যায় অযৌক্তিক, বিদ্বেষমূলক ও ঈর্ষা বিজৃম্ভিত।

যাহা হউক, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বৈশ্যবৃত্তি সকলের মধ্যে সুবর্ণবণিক্-গণ প্রধানতঃ স্বর্ণ রৌপ্যাদির বাণিজ্য ও তেজারতি বা কুসীদগ্রহণই করিয়া থাকেন, এবং সঙ্গতিসম্পন্ন সকলেই গৃহে গোপালন করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রাণান্তেও গো-বিক্রয় করেন না। এবং গন্ধ-বণিক্‌গণ প্রধানতঃ ঔষধি ও গন্ধ দ্রব্যেরই বাণিজ্য করিয়া থাকেন। সুবর্ণবণিকেরা হল চালনাদি কৃষিকর্ম্ম করেন না। মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের ৮৪ শ্লোকে উক্ত আছে, যে—

"কৃষিং সাধ্বিতি মন্যন্তে, সা বৃত্তিঃ সদ্বিগর্হিতা।
ভূমিং ভূমিশয়াংশ্চৈব হন্তি কাষ্ঠ মযোমুখম্॥"

অর্থাৎ, কেহ কেহ কৃষিকর্ম্মকে সাধুবৃত্তি বলেন বটে, কিন্তু উহা সাধুজন বিগর্হিত। কারণ হল কুদ্দাল প্রভৃতি লৌহপ্রান্ত কাষ্ঠ দ্বারা ভূমিতে নিহিত জন্তু সকল নিহত হয়। এক্ষণে বঙ্গদেশে গোপালন ও কৃষিকর্ম্ম প্রধানতঃ গোপ ও সদ্গোপ জাতির জাতীয় ব্যবসায় হইয়াছে।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য মহাশয় বহুতর গবেষণাপূর্ণ ও অভিজ্ঞতা-ব্যঞ্জক যে 'সম্বন্ধ-নির্ণয়' নামক পুস্তক প্রণয়ন করত, তাহাতে বঙ্গদেশবাসী সমুদয় জাতির বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তথায় 'বৈশ্য জাতি' প্রকরণে তিনি প্রথমে এই এই বলিয়াছেন ;—

"ইহারাও দ্বিজাতিমধ্যে গণ্য। এই জাতি ব্রহ্মার উরু হইতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদিগের আচার ব্যবহার প্রায় ক্ষত্রিয় সদৃশ, তবে কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিভিন্নতাও আছে। .. বৈশ্যগণও রজোগুণসম্পন্ন ...। বিশ্ ধাতুর অর্থ ধরিলে, যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র প্রবেশ করিতে পারে সেই বৈশ্য। বৈশ্যদিগের জাতীয় ব্যবসায় কৃষি বাণিজ্য ও কুসীদ-ব্যবহার। ইহাদিগের সাধারণ নাম শ্রেষ্ঠী বা বণিক্। বঙ্গদেশীয় বৈশ্যগণ শূদ্রমধ্যে পতিত হইয়াছেন......।"

সুতরাং বিদ্যানিধি মহাশয়ও "বৈশ্য" ও "বণিক্" শব্দকে

যথাশাস্ত্র সম-পর্য্যায়েই ব্যবহার করিয়াছেন। 'কায়স্থ জাতি' প্রকরণে তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন, যে "আর্য্য জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি। এই চারি বর্ণ ব্যতীত অন্য বিশুদ্ধ জাতি (অর্থাৎ পঞ্চ জাতি) নাই। অন্য সকল বর্ণ-সঙ্কর বলিয়া খ্যাত। আজন্ম পরিশুদ্ধ চারি জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণের উপাধি শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা, বৈশ্যের বণিক্ ও শূদ্রের দাস।"

'সুবর্ণবণিক্ ও স্বর্ণকার' প্রকরণে এতদ্দেশের অধুনিক ও প্রচলিত মত তিনি এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন। "বঙ্গদেশবাসী বণিক্গণ শূদ্রমধ্যে পরিগণিত। কাংস্যবণিক্, শঙ্খবণিক্ ও গন্ধবণিক্ নবশায়ক মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে কালোয়ার যে প্রকার, বঙ্গদেশে স্বর্ণবণিক্ (সোণার বেণে) ও স্বর্ণকার (সেকরা) সেই প্রকার জল-অস্পৃশ্য শূদ্র মধ্যে গণ্য।" "সুবর্ণনির্ম্মিত গোহত্যা ও মাতৃকর্ণের স্বর্ণচৌর্য্য, এই দুইটি কিংবদন্তী মূলক অপরাধেই, বল্লালসেনের দণ্ডাজ্ঞায় তাহাদিগের জল অব্যবহার্য্য ও তাহারা নিজে হেয় হইয়া আছে।" এতৎসম্বন্ধে তিনি এই এই প্রমাণ দেখান, যথা—

* বৃহন্নারদীয় পুরাণ সম্মত বল্লাল-চরিতের উত্তর খণ্ডে—

"সুবর্ণবণিজো রাজ্যে দুঃশীলা ধনগর্ব্বিতাঃ।
কুর্ব্বন্তি স্ম দ্বিজাতীনাং রাজ্ঞশ্চ মানলাঘবম্॥
নিস্তেজসঃ কলৌ ক্ষত্রা ছেত্রী নাম্নৈব কীর্ত্তিতাঃ।
অনাচারাস্তু বৈশ্যা যে বণিজঃ শূদ্রবৎ কলৌ॥"

অর্থাৎ, বল্লালসেনের রাজ্যে দুষ্ট-স্বভাব সুবর্ণবণিকেরা ধনহেতু অহঙ্কৃত হইয়া ব্রাহ্মণগণের ও রাজার মান হানি করিতে লাগিল। কলিতে তেজোহীন ক্ষত্রিয়েরা ছেত্রী নামেই গণিত হইল, এবং যে বণিকেরা (পূর্ব্বে) বৈশ্য ছিল, তাহারা আবার ভ্রষ্ট হওয়াতে এই কলিকালে শূদ্রের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ শূদ্র নহে।

(এই দুইটি শ্লোক বল্লালচরিত রচয়িতা গোপাল ভট্টের রচনা। কিন্তু ইহা আবার বৃহন্নারদীয় পুরাণ সম্মত বলিয়া উক্ত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র এই জন্যই তাঁহার উপন্যাসে লিখিয়াছেন, যে গৌড় দেশ যবনাক্রান্ত হইবার সময়ে রাজমন্ত্রী পশুপতি রাত্রিকাল মধ্যেই একখানি পুরাণ প্রণয়ন করেন এবং তাহাতে বক্তিয়ার খিলিজির রূপবর্ণন থাকে। অশীতিপর বৃদ্ধ রাজা লাক্ষ্মণেয় তাহা শুনিয়াই বিনা যুদ্ধে পলায়ন করাই স্থির সিদ্ধান্ত করেন। সুতরাং এ প্রকার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি দেখা যায়।)

আনন্দভট্ট বিরচিত জাতিমালায়—

"সুবর্ণবণিজো যে তু বৈশ্যাদ্ ভ্রষ্টা ইতস্ততঃ।
ভ্রমন্তি জাতি-রক্ষার্থং গতা স্তেঽপি নিকৃষ্টতাম্॥"

অর্থাৎ—যে সকল সুবর্ণবণিক্ বৈশ্যত্ব ভ্রষ্ট হইয়া জাতি-রক্ষার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন, তাঁহারাও নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"ধেনুং স্বর্ণময়ীং যজ্ঞে দদৌ বিপ্রায় ভূপতিঃ।
তস্যাশ্চ ধেনো শ্ছেদেন পতিতা বণিজঃ কলৌ॥

ছিন্না বহিষ্কৃতা রাজ্ঞা স্বর্ণানাং বণিজঃ ক্বচিৎ।
বিপ্রাঃ প্রতিগ্রহাজ্জাতাঃ সর্ব্ব-ধর্ম্ম-বহিষ্কৃতাঃ ॥"

অর্থাৎ—ভূপতি একটি ব্রাহ্মণকে একটি স্বর্ণময়ী ধেনু দান করিয়াছিলেন, বণিক্‌গণ কলিতে সেই ধেনুটিকে ছেদন করিয়া পতিত হইয়াছে। কোন স্থান বাসী সুবর্ণবণিক্‌গণ রাজ কর্ত্তৃক ছিন্ন ভিন্ন ও বহিষ্কৃত হইয়াছিল। তাহাদের দান গ্রহণ জন্য তদীয় ব্রাহ্মণগণও সকল ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল।

ধনঞ্জয় কৃত কুলার্ণবে—

"কর্ণাবতংস-নির্ম্মিৎসো মাতুঃ স্বর্ণং সুতেন যৎ।
প্রত্যক্ষদেবতাযাশ্চ হৃতং মলক্ষতিচ্ছলাৎ ॥
ততঃ কোপান্বিতো রাজা স্বর্ণানাং বণিজঃ প্রতি।
ততস্তান্ দণ্ডযামাস মহাপাতকিনো যথা ॥
তদানীং হেযতাং প্রাপ্তা মাতৃ-শাপাদ্ বিশেষতঃ।
ইদানীং শূদ্রতাং লব্ধা বিশ্বাস-চ্যুতি-হেতবঃ ॥"

অর্থাৎ—কোন সুবর্ণবণিকের মাতা কর্ণাবতংস প্রস্তুত করাইতে ইচ্ছা করিলে, পুত্র তাহার প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপা জননীর স্বর্ণ গলাইবার সময়, মলামাটী বাদ হইল বলিয়া কিয়দংশ অপহরণ করে। তাহাতে রাজা সুবর্ণবণিক্‌গণের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েন, অনন্তর মহাপাতকী বলিয়া তাহাদিগকে দণ্ড বিধান করেন। তখন মাতৃশাপেও তাহারা বিশেষরূপে হেয়ত্ব প্রাপ্ত হইল। সেই বিশ্বাস-ঘাতক বণিকেরা এক্ষণে শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছে।

বিদ্যানিধি মহাশয় আরও বলেন, যে "ইহাদিগের আচার ব্যবহার মন্দ নহে, অনেক স্থলেই উচ্চজাতীয় সৎশূদ্রের ন্যায়। কিন্তু ইহাদিগের পুরোহিতকে জাতীয় (একজেতে) পুরোহিত বলে, তাঁহারাও সমাজ মধ্যে চলিত নহেন। ইহাদিগের মন্ত্রদাতা গুরুগণ গোস্বামি-পদবাচ্য এবং সমাজে চলিত।"

"চন্দ্র, শেঠ, আঢ্য, দত্ত, দে, মল্লিক প্রভৃতি শূদ্র উপাধি ইহাদিগের মধ্যে প্রধান। তদনুসারেই ইহারা পৃথক্ পৃথক্ কুলসম্ভূত বলিয়া পরিচিত হন। বাণিজ্যাদি ইহাদিগের প্রধান অবলম্বন। ইহাদের মধ্যে সপ্তগ্রামের, স্থবর্ণগ্রামের ও মামুদপুরের বণিক্‌গণই শ্রেষ্ঠ।... ..."

"পাশ্চাত্য বৈশ্যগণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবার অধিকারী। বঙ্গবাসী বণিক্‌দিগের যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবার অধিকার নাই। কত দিন হইল যে দ্বিজরূপ সম্মানের চিহ্ন ধারণে অনধিকারী হইয়াছেন, তাহা স্থির নাই; তথাপি ইহারা কহেন, যদবধি বল্লাল কর্ত্তৃক ইহারা অপদস্থ হইয়াছেন, তদবধিই বৈশ্য জাতীয় গৌরব নষ্ট হইয়াছে; জল-অস্পৃশ্য শূদ্রমধ্যে গণ্য।"

বল্লালসেনের দণ্ডাজ্ঞার কারণ-পরম্পরা সম্বন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, "স্বর্ণধেনুর ছেদন, মাতৃকর্ণের স্বর্ণাপহরণ, ব্রাহ্মণাদির অবমাননা, তাঁহার (বল্লালের) প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, অন্যের প্রতি অনাস্থা, জাতি-সাধারণ কার্পণ্য, পুত্র কলত্র ব্যতীত অন্য অবশ্য-পোষ্যবর্গকে পরিবার মধ্যে গণ্য না করা, এবং অর্থকেই

একমাত্র পুরুষার্থ অর্জ্জন করা নীচ প্রকৃতির লক্ষণ বিবেচনা পূর্ব্বক (বল্লালসেন) এই জাতির মর্য্যাদা খর্ব্ব করেন। তদবধি ইঁহারা নিকৃষ্ট শূদ্রবৎ হইয়া আছেন।"

১০২৮ শকাব্দে বল্লালসেনের লোকান্তর প্রাপ্তি হয়. তৎপুত্র সাধু লক্ষণসেন রাজসিংহাসনে আরূঢ় হইয়া বিংশতি বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার জীবনের শেষ দুই বৎসর তাঁহার পুত্রদ্বয় মাধব সেন ও কেশব সেন রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই মহারাজ মাধব সেনের সভায় কোন সময় নবশায়ক ও সুবর্ণবণিকের জাতি-বিচার হয়। তৎসম্বন্ধে উলা-নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত "গোষ্ঠীকথা" উক্ত বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া স্বরচিত "সম্বন্ধ-নির্ণয়" পুস্তকের পরিশিষ্টখণ্ডে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহা হইতে এই উদ্ধৃত হইতেছে; যথা—

"পরস্পর বাক্যালাপে বাঁধিল বিবাদ।
বণিক্ কহে, আমরা বৈশ্য নির্ব্বিবাদ॥
তাই নৃপে জিজ্ঞাসিল বণিক্ সংহতি।
শঙ্খ, কংস, গন্ধ, মণি, স্বর্ণকার জাতি॥
বাণিজ্যে বৈশ্যবৃত্তি দেখুন মহাশয়।
উত্তরিল মহারাজ, কথা নিঃসংশয়॥
পিতৃ-মাতৃ-দোষে চির শূদ্রে আছ গণ্য।
কুসীদ বাণিজ্যে কেহ কভু হয় ধন্য?॥

স্বার্থত্যাগ, বার্ত্তাগ্রহ, আসার, প্রসার !
যোগ, ক্ষেম, ইজ্যা-রত, বৈশ্য-বৃত্তি যার ॥
যাদের অবশ্য-পোষ্য কেবল স্ত্রী-পুত্র।
সে পামরে কদা কেহ সাধু কহে কুত্র ? ॥
আত্ম-গুণ-দোষে নর, উচ্চ নীচ হয়।
অন্নে রশুন, দুগ্ধে চোনা, অখাদ্য যে কয় ॥
গান্ধিক বার্ত্তা হয়, ভৈষজ্য-বৃক্ষ চেনে।
চিকিৎসার সাহচর্য্য-প্রক্রিয়া সে জানে ॥
সমাজের শুভোদ্দেশে অল্প মূল্যে তুষ্ট।
পুঁটুলি খ্যাতি, সচ্ছূদ্র, নবশাখে পুষ্ট ॥
তাদের দৃষ্টান্তে শঙ্খ, আর বেণে কংস।
বিপ্র শুশ্রূষায় হ'ল সচ্ছূদ্রে প্রশংস ॥
বঞ্চক, আত্মম্ভরি, সমাজে পরিত্যাজ্য।
সাধুশ্রেণী-ভ্রষ্ট, স্বর্ণবণিক্ অযাজ্য ॥
যাদের পুরোধা একজেতে পরিচিত।
তারা আত্মাপরাধ-তরু হতে পতিত ॥
অন্ত্যজ, পশু, পক্ষী, জীব, এক-প্রকৃতি।
পিতা মাতা নাহি চেনে, আত্মজ্ঞানে জাতি ॥
মূল্যে কয়, শোভাঞ্জন দিগ্‌দিগন্ত-ভাতি।
শাল্মলী, কিংশুক কবে পুষ্পে পায় খ্যাতি ? ॥

কায়স্থ সচ্ছূদ্র, পাক-যজ্ঞ-অধিকারী।
শূদ্রের পাক শব্দে, আজ্যপকাদি ধরি॥
শূদ্রদত্ত আম বস্তু, পক্ক বলে গণ্য।
শূদ্রের পক্ক অন্ন, সে উচ্ছিষ্টে প্রামাণ্য॥
*　*　*　*　*।
এইরূপ ব্রাত্যমাত্রে, পিণ্ডে আম অন্ন।
পিতৃ-মাতৃ-দোষে ভ্রষ্ট, হ'য়ো নাকো খিন্ন॥ ১
*　*　*　*　*"

এই জাতি-বিচারটি বল্লালসেনের দণ্ডাজ্ঞার পর প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বৎসর মধ্যেই হইয়াছিল, সুতরাং সুবর্ণবণিক্‌গণের প্রতি সামাজিক ক্রোধ ও ঈর্ষা তখন নবীন ও পূর্ণোদ্যমেই ছিল। সেই জন্য তাঁহাদিগের প্রতি 'পামর', 'বঞ্চক', 'আত্মম্ভরি', 'সাধুশ্রেণী-ভ্রষ্ট', 'অযাজ্য', 'অন্ত্যজ', 'পশু-পক্ষি প্রকৃতিক' প্রভৃতি কঠোর ও অবাচ্য কটূক্তি সকল সম্ভবপরই হইয়াছে। এবং তাঁহাদিগকে ধিকৃত করণ জন্য শঙ্খকার কাংস্যকার প্রভৃতি শিল্পিককেও মম্বাদি শাস্ত্র বিবোধে বণিক্-শ্রেণী ভুক্ত করা হইয়াছে।

সুতরাং, ইহাতেই অনুমান হয়, যে ঈদৃশ সময়েই ভার্গবরাম 'পরাশর-পদ্ধতি' নামধেয় জাতিমালা প্রস্তুত করিয়া তাহাতেই তাঁহার স্বকপোল কল্পিত পঞ্চ-বণিকের সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং তাহাদিগকে একের ঔরসে অন্যকে সম্ভ্রান্ত বলিয়া বর্ণন করত

সর্ব্বশেষে সুবর্ণবণিক্‌কে ঘোরবিমিশ্র সঙ্কর রূপে প্রখ্যাত করিয়াছেন। ধন্য তাঁহার রাজভক্তি, ও রাজ-প্রসাদেনেচ্ছা!

কিন্তু গোষ্ঠীকথায় 'পিতৃ-মাতৃ-দোষে ভ্রষ্ট', 'শূদ্রে আছ গণ্য', 'ব্রাত্য' প্রভৃতি উক্তিতে তাঁহাদের বৈশ্যকুলোৎপন্নত্ব অপলাপ করা হয় নাই। তাঁহাদের পুরোহিত বর্গকে 'একজেতে' বলা হইয়াছে, ইহাও ঈর্ষা ও বিদ্বেষ-মূলক। সনক আঢ্য স্বগণ সমভিব্যাহারে বঙ্গে আগমনকালীন, সারস্বত ব্রাহ্মণ কুলোৎপন্ন পুরোহিত জ্ঞানচন্দ্র মিশ্র ও অপরকে সঙ্গে লইয়া আইসেন, সেই মিশ্রবংশীয় ব্রাহ্মণগণ এখনও অনেক সুবর্ণবণিকের যাজকতা করিতেছেন। এখনও অনেক গুলি বৈদিক ও পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণই, তাঁহাদিগের পৌরহিত্য করেন। তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই বৈশ্যযাজী, এবং কোন প্রকার শূদ্র বা সঙ্কর জাতির যাজকতা করেন না। উচ্চজাতি মাত্রেরই যাজক ব্রাহ্মণ এইরূপ স্বতন্ত্র এবং তাঁহারা শূদ্র-যাজক নহেন। বল্লালসেন বণিক্‌গণের প্রতি তাঁহার কঠোর ও অন্যায় দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারণের পরই বলিয়াছিলেন 'অত শুদ্‌যাজকানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ অদ্যপ্রভৃতি পাতিত্যম্'। সুতরাং, তদবধি তাঁহার প্রসাদ-ভাজন হইবার আকাঙ্ক্ষায় সকলে যেমন সুবর্ণবণিক্‌গণকে পূর্ব্বোক্ত অবাচ্য কটূক্তি প্রয়োগ করিত, তদ্রূপ তাঁহাদিগের পুরোহিত বা যাজক ব্রাহ্মণগণকেও "একজেতে" বলিয়া উপহাস বা বিদ্বেষ প্রকাশ করিত। তাহারই পরিচয় এই পূর্ব্বোক্ত গোষ্ঠীকথায় সংরচিত হইয়াছে। এবং অধুনা বঙ্গীয় সমাজে তাহা

প্রচলিত বলিয়াই, বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার পুস্তকে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

উপসংহারে তিনি কহিয়াছেন, যে "বস্তুতঃ ইঁহারা সুশীল, সচ্চরিত্র, বিশ্বস্ত, উদ্যমশালী, শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যেও বিশেষ গণ্যমান্য, বৈষ্ণবধর্ম্মপরায়ণ, আত্মোৎকর্ষ-বিধায়ক, স্বাবলম্বন-প্রকৃতিক স্বজাতির গুণানুরক্ত এবং স্বজাতি-প্রিয়। এই জাতির উদ্ধরণ দত্ত একজন পরম ভাগবত ছিলেন। তিনি নিত্যানন্দের প্রিয় পারিষদ ছিলেন। গুণ থাকিলেই জাতি বা আকরের দোষ হেতু লোক দুষ্ট হয় না, বরং মান্য হয়: নিত্যানন্দ উদ্ধরণের প্রস্তুত পক্ব অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিতেন। প্রভু নিত্যানন্দ কহিয়াছেন—

'কি কহ নিত্যানন্দের জাতির পরিপাটী।
উদ্ধরণ দত্ত সোণার বেণে যার ডেলে দেয় কাটী॥'

চৈতন্য ভাগবত।

প্রায় চারিশত বৎসর হইল, নিত্যানন্দ এই কথা বলিয়াছেন। অদ্যাবধিও ইঁহারা অন্ত্যজ শূদ্রমধ্যেই পরিগণিত আছেন। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়।"

গবেষণাপ্রিয় বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ লেখক পরলোকগত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার রচিত "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার" প্রবন্ধে বলিয়াছেন;

"ভারতীয় আর্য্যজাতি চতুর্ব্বর্ণ। যেখানে আর্য্যগণ অধীবাসী

হইয়াছেন, সেই খানেই চতুর্ব্বর্ণের সহিত তাঁহারা বিদ্যমান। কিন্তু বাঙ্গালায় ক্ষত্রিয় নাই, বৈশ্য নাই।

"ক্ষত্রিয় দুই চারি ঘর * ।

বৈশ্য সম্বন্ধেও ঐরূপ। মুর্শিদাবাদে যখন মুসলমান রাজধানী, তখন জন কয় বৈশ্য আসিয়া তাহার নিকটে বাণিজ্যার্থে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বংশ আছে। এইরূপ অন্যত্রও অল্প সংখ্যক বৈশ্যগণ আছেন—তাঁহারা আধুনিক কালে আসিয়াছেন। সুবর্ণবণিক্‌দিগকে বৈশ্য বলিলেও, বৈশ্যেরা সংখ্যায় অল্প। বাণিজ্য স্থানেই কতকগুলি সুবর্ণবণিক্ আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, ইহা ভিন্ন অন্য সিদ্ধান্ত করিবার কারণ নাই।"

যাহা হউক, উক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় তৎপ্রণীত "সম্বন্ধ-নির্ণয়" পুস্তকে এতদ্দেশবাসীর সাধারণ ও প্রচলিত মত যাহা প্রকটিত করিয়াছেন, আমাদিগের আধুনিক ও বৈদেশিক রাজপুরুষগণ সেই মতেই পরিচালিত হইয়া আসিতেছেন। এজন্য আমরা দেখিতে পাই ;

১। গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের সাম্বৎসরিক বিজ্ঞাপনীতে এবং বিদ্যালয় সমূহের রিটার্ণে হিন্দু বালকগণের এইরূপ জাতি বিভাগ করা হয়।

প্রথম শ্রেণী—ব্রাহ্মণ, রাজপুত, কায়স্থ, বৈদ্য।

দ্বিতীয় শ্রেণী—নবশাক ; অর্থাৎ সদ্‌গোপ, কামার, কুমার,

তেলি, তাম্বলি, নাপিত, ময়রা, মালী, তাঁতী,
আগুরি, গন্ধবণিক, কাঁশারি।

তৃতীয় শ্রেণী—সোনার বেণিয়া, ছুতার, স্বর্ণকার, এবং অন্যান্য মধ্যবর্ত্তী জাতি।

চতুর্থ শ্রেণী—চামার, ডোম, হাড়ি, বাগ্‌দি, পোদ, ইত্যাদি।

২। ইং ১৮৭২ অব্দের লোক সংখ্যার তালিকায় বেভার্লি সাহেব কর্ত্তৃক হিন্দুদিগের এইরূপ জাতি বিভাগ প্রকাশ হয়।

প্রথম শ্রেণী—১ ব্রাহ্মণ, ২ ভাট।

দ্বিতীয় শ্রেণী—৩ কায়স্থ, ৪ বৈদ্য, ৫ সদ্‌গোপ, ৬ মালী, ৭ তৈলি, ৮ তন্তুবায়, ৯ মোদক, ১০ বারুই, ১১ কুম্ভকার, ১২ কর্ম্মকার, ১৩ নাপিত, ১৪ আগুরি, ১৫ তাম্বুলি, ১৬ গন্ধবণিক্‌, ১৭ কাংস-বণিক্‌, ১৮ শঙ্খবণিক্‌।

তৃতীয় শ্রেণী—১৯ সুবর্ণবণিক্‌, ২০ ধীবর, ২১ কৈবর্ত্ত, ২২ জেলিয়া, ২৩ গোআলা, ২৪ শৌণ্ডিক, ২৫ রজক, ২৬ ছুতার, ২৭ স্বর্ণকার ইত্যাদি।

৩। ইং ১৮৮১ অব্দের লোক সংখ্যার তালিকায় বোর্ডিলন্ সাহেব বলেন যে বেভার্লি সাহেব কৃত পূর্ব্বতালিকায় আর কিছু করিবার আবশ্যকতা নাই। তাহাতে হণ্টার সাহেবের সংগৃহীত বঙ্গদেশের ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল রিপোর্টে এইরূপ জাতি নির্বাচন আছে।

১। উচ্চতম জাতি।

২। সৎশূদ্র জাতি।

৩। মধ্যবর্ত্তী শূদ্র জাতি।

৪। নীচ শূদ্র জাতি।

৫। অর্দ্ধ-বন্য জাতি।

এবং সুবর্ণবণিক্ ইহাতে তৃতীয় শ্রেণীর সর্ব্বনিম্নে স্থান পাইয়াছে, প্রথম হইতে ইহার পরস্পর সংখ্যা ৩৪। তিনি আর একটি তালিকায় দেখাইয়াছেন, যে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় সুবর্ণবণিক্ কোথাও বা 'হিন্দু জাতি', কোথাও বা 'মধ্যবর্ত্তী শূদ্র জাতি,' কোথাও বা 'অসম্ভ্রান্ত জাতি', এবং কোথাও বা 'নিম্ন জাতি' বলিয়া অভিহিত হয়। কিন্তু বেহারে তাহাদিগকে 'ভাল জাতি' বলে। এই রিপোর্টে প্রায় সকল জেলাতেই সুবর্ণবণিকের বৃত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে; যথা—Dealers in gold and silver, Traders, Merchants, Money lenders, Bankers, Dealers in English goods, cloth and precious stones. Dealers in gold and silver ornaments.

এবং অবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ—Generally well off. Some members of this caste are very wealthy.

এই রিপোর্টের একস্থানে উক্ত বোর্ডিলন্ সাহেব হিন্দুগণের জাতি-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন; যথা—"317. Secondly, the interest of the caste

question being much more ethnological than statistical, its elaborate examination in a report of this character would be out of place The Census committee held this view strongly. * * * * * * Moreover, it so happens, that since the census was taken, the establishment of a special enquiry into the castes of the people has been suggested by the Government of India, and will probably be set on foot by the Government of Bengal Under these circumstances, any disquisition on the castes of Bengal would be unnecessary and premature, besides being imperfect * * * *"

যাহা হউক, রাজপুরুষগণ তদবধি হিন্দুদিগের জাতি-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে অধিকতর মনোনিবেশ এবং তদ্বিষয়ের গবেষণা জন্য নানা প্রকার বন্দোবস্ত করিয়াছেন, এই সময়ে নিমাই বাবুর সুযুক্তি পূর্ণ ও প্রমাণাদি সমন্বিত "সুবর্ণবণিক্" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক খানি প্রকাশিত হয়। এবং ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ও পরে সুবর্ণবণিক্ সম্বন্ধে আরও দুই এক খানি পুস্তক প্রণীত হয়। এই সকল পুস্তকের ফলেই হউক বা অন্য কোন অনুসন্ধান বা গবেষণার ফলেই হউক, সুবর্ণবণিক্ জাতি সম্বন্ধে ইংরাজ রাজপুরুষগণের অনেক মতান্তর উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজে

সুবর্ণবণিক্ বালকগণ অধ্যয়ন করিতে পারিত না, এক্ষণে আর সে প্রতিবন্ধক নাই। পরন্তু ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে যে লোক সংখ্যার তালিকা গ্রহণ হয়, তদধ্যক্ষ ওডনেল (C. J. O'Donnell M. A.) সাহেব কৃত "সেন্সস্ অব ইণ্ডিয়া" পুস্তকের তৃতীয় ভলুমের ২৬৫ পৃষ্ঠায় হিন্দুদিগের জাতি বিভাগে এইরূপ ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—

১। উচ্চশ্রেণী— ব্রাহ্মণ

১ বাভন

২ ভাট

রাজপুত

২। মধ্য শ্রেণী বা বৈশ্য } বৈদ্য, বেণিয়া, কায়স্থ

১ করণ

৩। শূদ্র বা নিম্ন শ্রেণী —

(ক) নবশাখ বা কারুক

(খ) অপবিত্র জাতি।

উক্ত পুস্তকের পঞ্চম ভলুমের ৬ পৃষ্ঠায় বেণিয়া জাতির অবান্তর শ্রেণী মধ্যেই সুবর্ণবণিক্ গণিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে তাঁহাদের সংখ্যা ৯৫,৯৯২, তন্মধ্যে পুরুষ ৪৭,২৩৪ স্ত্রীলোক ৪৮,৭৫৮। উড়িষ্যাদেশে মোট সংখ্যা ৭৭২, তন্মধ্যে পুরুষ ৩৭৯ ও স্ত্রীলোক

৩৯১। তত্রত্য করদ রাজ্যে ও কুচবিহারাদি মিত্র রাজ্যে মোট সংখ্যা ১৪৪৮, তন্মধ্যে পুরুষ ৭৪৬, ও স্ত্রীলোক ৮০২। সুতরাং এতদিনে রাজপুরুষগণ সুবর্ণবণিক্‌কে বৈশ্যজাতি মধ্যে গণনা করিলেন। ইঁহাদিগের বসতি ও বিস্তার সম্বন্ধে উক্ত পঞ্চম ভলুমে এইরূপ স্থানে স্থানে মোট সংখ্যা দেখা যায়, যথা—

কলিকাতা	১৯,৬৩৫	বীরভূম ...	২,৯১৫	রাজসাহী ...	৩২৯
মেদিনীপুর	৮,৩০৪	হাবড়া ...	২,৮৫৬	পুরী ...	২৬১
হুগলী ...	৭,৮৩৭	খুলনা ...	২,৮২৯	বোগরা ...	২৫৬
বাঁকুড়া ...	৭,৩৯২	ময়মনসিং	২,০৬৯	সিংহভূম ...	১৭৭
চট্টগ্রাম ...	৫,২৩১	নোআখালি	১,৭০১	দিনাজপুর...	১৫২
নদিয়া ...	৫,২১৪	বর্দ্ধমান ...	১,৬১৯	জলপাইগুড়ি	১৪৭
মানভূম ...	৪,৯৪৬	উড়িষ্যা করদ	১,৪২২	মালদহ	১৪৫
যশোহর...	৪,৩০০	পাবনা ...	৮৪৭	কুচবিহার...	১২৬
ঢাকা ...	৪,০৫২	বাখরগঞ্জ ...	৭৫০	রংপুর ...	৮১
২৪ পরগণা	৩,৮৯২	সাঁওতালপরগণা	৭১০	দারজিলিঙ্‌...	২৩
ফরিদপুর	৩,৬৭৪	ত্রিপুরা ...	৬২১	লোহারডাগা...	১৭
মুরসিদাবাদ	৩,২৬৯	কটক ...	৫১১	মুঙ্গের ...	২

বিদ্যাশিক্ষা ও বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে বঙ্গদেশীয় সুবর্ণবণিক্‌গণের তালিকা পঞ্চম ভলুমের ২৮৪ পৃষ্ঠায় এইরূপ দেখা যায়।

পুরুষ অধীয়ান	৫,৪৫৩	স্ত্রীলোক অধীয়ানা	২০০
ইংরাজি শিক্ষিত	২,৬০২	ইংরাজি শিক্ষিতা	৩৭
অপরভাষায় ঐ	১৪,৭৮৭	অপরভাষায় ঐ	৭৮৯
	২২,৮৪২		১,০২৬
অশিক্ষিত	২৪,৩৯২	অশিক্ষিতা	৪৭,৭৩২
সমুদয়ে	৪৭,২৩৪	সমুদয়ে	৪৮,৭৫৮

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে সুবর্ণবণিকের মোট সংখ্যার পঞ্চমাংশের অধিক লোক কলিকাতা রাজধানীতে বাস করেন এবং তাঁহাদিগের পুরুষগণের প্রায় অর্দ্ধেক অংশই অধীয়ান ও শিক্ষিত। বৃত্তি সম্বন্ধে, উক্ত পঞ্চম ভলুমে ৬ পৃষ্ঠায়, ইহাদিগকে C. Commercial বা বাণিজ্যকারী শ্রেণীর 14. Traders বা ব্যবসায়ী বলা হইয়াছে। বঙ্গদেশে সুবর্ণবণিক্ জাতির অবান্তর শ্রেণী ৯৭ প্রকার আছে। উড়িষ্যা অঞ্চলে ইহারা পোদ্দারবেণিয়া বলিয়া খ্যাত। এবং বৈশ্য, ক্ষত্রী ও গন্ধবণিক্‌কেই ইহাদিগের সমকক্ষ করা হইয়াছে।

পরন্তু শুনা যাইতেছে, যে সাম্প্রতিক ১৯০১ সালের লোক গণনায়, অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের চক্রান্তে পড়িয়া অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রিজ্‌লী সাহেব সুবর্ণবণিক্ জাতিকে আবার পূর্ব্ববৎ নিম্নশ্রেণীস্থ করিয়াছেন, তজ্জন্য এতদ্বিষয়ের তথ্য নিরাকরণ প্রার্থনায় রাজ পুরুষগণের নিকট যুক্তিপূর্ণ আবেদন প্রেরণ অবশ্য কর্ত্তব্য হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে দুই চারি খানি আবেদন পত্র প্রমাণ সহিত প্রেরিতও হইয়াছে।

আনন্দভট্ট রচিত বল্লালচরিতে সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্ব সম্বন্ধে এই এই দেখা যায় ;—

১। বল্লালসেন ব্রাহ্মণাদি জাতি সকলের কৌলীন্য প্রথা প্রতিষ্ঠা করিতে প্রবৃত্ত হইলে বণিক্‌গণ ও অনেকগুলি বেদপারগ তপোধন বৈদিক ব্রাহ্মণও তাহা স্বীকার বা তাঁহাতে আস্থা প্রদান করেন নাই, এবং বণিক্‌গণ এই সকল ব্রাহ্মণকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং বল্লালসেন তাঁহাদিগকে সম্মান প্রদান করেন নাই। যথা—

"বৈদিকা ব্রাহ্মণা আসন্ বণিজাং পক্ষপাতিনঃ।
তত স্তান্ সদসি ক্রোধান্নাজুহাব মহীপতিঃ॥
নাহংকাঙ্ক্ষন্নভিহারস্তে রাজদত্ত স্তপোধনাঃ।
ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবিদ্বাংসো বৈদিকা ইতি কেচন॥"

অর্থাৎ—কেহ কেহ বলেন যে, বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বণিক্‌দিগের পক্ষপাতী ছিলেন, এজন্য রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে সভামধ্যে আহ্বান করেন নাই। ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন তপোনিষ্ঠ সেই সকল বৈদিক ব্রাহ্মণও রাজদত্ত সম্মানের আকাঙ্ক্ষা রাখেন নাই।

২। উন্মার্গগামী রাজা বল্লালসেন ভট্টপাদ সিংহগিরির উপদেশেই দানধর্ম্ম. ও যাগ যজ্ঞাদিতে মনঃসমাধান করেন। ভট্টপাদ প্রসঙ্গক্রমে ব্যাসপুরাণের কতিপয় অধ্যায় নৃপতির নিকট পাঠ করেন। এই ব্যাস পুরাণের জাতিমালায় বৈশ্যবর্গ এইরূপ।

"উপকেশাশ্চ প্রাগ্বাটা রোহিতাশ্চ মহোৎসবাঃ।
মাহিষ্মত্যাশ্চ বৈশাল্যাঃ কৌশাম্ব্যা শ্রাবকা স্তথা॥
আযোধিকাশ্চ বণিজো গুর্জ্জরা ভুবি বিশ্রুতাঃ।
উজ্জয়িনিকাশ্চ ধনিনঃ সুবর্ণা বাণিজ্যাধমাঃ॥"

অর্থাৎ—উপকেশ, প্রাগ্বাট, রোহিত, মাহিষ্মত্য, বৈশাল্য, কৌশাম্ব্য, শ্রাবক, আযোধিক, গুর্জ্জর, উজ্জানিক ও সুবর্ণ বণিক্-গণ, ইঁহারা সকলে বৈশ্য। পর্য্যায়ের সর্ব্বশেষে বলিয়াই হউক বা বল্লাল সেনের মনস্তুষ্টির জন্যই হউক, সুবর্ণবণিকের বিশেষণে 'অধম' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। এই উজ্জানিক বণিক্‌গণই এতদ্দেশীয় গন্ধবণিক্; ধনপতি সৌদাগর, শ্রীমন্ত সৌদাগর প্রভৃতি এই বংশ সম্ভূত এবং তাঁহারা রাজা বিক্রমকেশরীর রাজ্য উজানি বা উজারিতে বাস করিতেন। নিমাইচাঁদ শীলের "সুবর্ণবণিক্" পুস্তকের ৭৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত গোবর্দ্ধন মিশ্রের বাঙ্গালা কুলজীতে ইহা স্পষ্ট লিখিত আছে।

৩। রাজা বল্লালসেন সুবর্ণবণিকের উপর জাতক্রোধ হইয়া সেই কঠোর দণ্ডাজ্ঞা প্রচারের পর তাঁহাদিগের যজ্ঞসূত্র এবংবিধ রূপে আচ্ছিন্ন করিয়া লয়েন;—

"কালেন গচ্ছতা রাজা দাসানাং ব্যবসায়িনঃ।
ব্রহ্মস্বাচ্ছ্যাবযামাস ব্রহ্মবন্ধূন্ সুদুর্মতীন্॥

* * * * *

তস্মিন্নবসরে কেচিন্মন্ত্রয়িত্বা পরস্পরম্।
অভ্যেত্য কাশ্মীকান্তং ব্রাহ্মণা বাক্য মব্রুবন্॥
বয়ং শ্রেষ্ঠা হি বর্ণানাং জাত্যা চৈব কুলেন চ।
সুবর্ণবণিজো দর্পাদেবং বদন্তি সর্ব্বদা॥

দাসীবংশজ ইত্যেবং বদন্তো মনুজেশ্বর।
ব্রাহ্মণান্ সদ্বংশজাতা নস্মানুপহসন্তি তে॥
যজ্ঞোপবীতিনো দেব সুবর্ণাঃ সৌম্যদর্শনাঃ।
ব্রাহ্মণা স্তান্ ভ্রান্তবুদ্ধ্যা নমস্কুর্ব্বন্তি সর্ব্বদা॥

তেষাং হি ধর্ম্মহননং কর্ত্তব্যং পৃথিবীপতে।
স্পর্দ্ধেয়ুর্ন যথাস্মাভির্বিপ্রৈঃ সৎকুলজৈঃ সহ॥
ব্রহ্ম-ক্ষত্র-কুলে জাত মায়ুষ্মন্তং জনেশ্বর।
অবমত্য যদ্ বদন্তি বক্তুং তন্নেহ সাম্প্রতম্॥

সর্ব্বান্ যজ্ঞোপবীতেভ্য স্তান্ চ্যাবয় মহীপতে।
সর্ব্বে তে ধর্ম্মহননাৎ পতিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥
এব মুক্তা মহীপালং বিরেমু স্তে দ্বিজোত্তমাঃ।
নৃপতি র্মহতাবিষ্টঃ ক্রোধেনাসৌ জগর্জ্জ হ॥

অনাহত স্বধর্ম্মান্ স বিলোক্য বণিজ স্তদা।
আদিশৎ তান্ নৃপঃ সর্ব্বান্ যজ্ঞসূত্রং বিবর্জ্জিতুম্॥
ত্যজন্তু যজ্ঞসূত্রাণি বণিজো রাষ্ট্রবাসিনঃ।
ত্যজেদ্ যো ন স দণ্ড্যঃ স্যাৎ সেবকান্ নৃপ ইত্যশাৎ॥

আহত্য ডিণ্ডিমান্ ভৃত্যা নগরে নগরে বিশ্রাম্।
রাজাজ্ঞাং ঘোষযামাসু শ্চত্বরেষু চ বীথিষু॥
রাজাজ্ঞা মবজানন্তো ধর্ম্মভীতা মহাজনাঃ।
ত্বরমাণা দিশো জগ্মুঃ সদারাদি-পরিচ্ছদাঃ॥

* * * * * *

অক্ষমা যে তু যাতুং তে রাজদণ্ড-ভয়ার্দ্দিতাঃ।
তত্যজু র্যজ্ঞসূত্রাণি হৈমানি তাম্রবাণি চ॥"

অর্থাৎ—(রাজদণ্ডাজ্ঞার পর সুবর্ণবণিক্‌গণ সমধিক বেতনে দাসদাসী বর্গকে স্বায়ত্তাধীন করিয়াছিলেন, কথিত হইয়াছে ইহাতে অন্যান্য জাতির বড়ই কষ্ট হইয়াছিল।) "কিছু দিন পরে রাজা দাস-ব্যবসায়ী দুর্ম্মতি ব্রাহ্মণদিগকে দ্বিজত্ব হইতে বঞ্চিত করেন। * * এই সময়ে কতকগুলি ব্রাহ্মণ ষড়যন্ত্র করত ভূপতির নিকট আসিয়া বলিলেন, মহারাজ! সুবর্ণবণিক্‌গণ সর্ব্বদাই গর্ব্ব করিয়া বলে যে 'আমরা জাতিতে ও কুলে সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ'। দেখুন, আমরা সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ, কিন্তু আমাদিগকে তাহারা দাসীবংশজ বলিয়া উপহাস করে। তাহাদিগের আকৃতি সুন্দর, তাহাতে যজ্ঞসূত্র ধারণ করায়, ব্রাহ্মণেরা অনেক সময় ভুলিয়া তাহাদিগকে নমস্কার করেন। অতএব, হে ভূপতে! তাহাদের ধর্ম্মনাশ করাই উচিত; তাহা হইলেই আমরা যে সৎকুলজাত ব্রাহ্মণ, আমাদের নিকট আর তাহারা স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে পারিবে না। হে মহারাজ! আপনি ব্রহ্ম-ক্ষত্র কুলে জন্মিয়াছেন,

আয়ুষ্মন্! আপনাকে তাঁহারা যে সকল অবজ্ঞা সূচক বাক্য বলে, তাহা আমরা উচ্চারণ করিতে পারি না। সুতরাং, আপনি তাহাদিগকে উপবীতচ্যুত করুন, ধর্ম্মনাশ হইলেই তাহারা নিঃসন্দেহ পতিত হইবে। ব্রাহ্মণেরা রাজাকে ইহা বলিয়া স্থির হইলে, নৃপতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বণিক্‌গণ অক্ষুণ্নভাবে স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতেছে দেখিয়া, তিনি তাহাদিগকে যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। ভৃত্যবর্গকে নগরবাসী বণিক্‌গণের যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করাইবার জন্য ঘোষণা করিতে আজ্ঞা দিলেন। বলিলেন, যে না ইহা ত্যাগ করিবে সে দণ্ডিত হইবে। ভৃত্যগণ ঢোল বাজাইয়া নগরে নগরে পথে পথে চত্বরে চত্বরে বণিক্‌গণের প্রতি এই রাজাজ্ঞা ঘোষণা করিতে লাগিল। ধর্ম্মভীত মহাজনেরা রাজাজ্ঞা অবহেলন পূর্ব্বক স্ত্রীপুত্র পরিজনের সহিত ত্বরায় দেশ ছাড়িয়া নানাদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা পলাইতে অক্ষম ছিলেন, তাঁহারাই রাজদণ্ডভয়ে নিজ নিজ স্বর্ণময় বা কার্পাস তন্তুর উপবীত পরিত্যাগ করিলেন।

৪। কথিত আছে, যে রাজভৃত্যগণ শুদ্ধমাত্র সুবর্ণবণিক্‌কেই উপবীতচ্যুত করে নাই, কিন্তু যাহার গলে উপবীত দেখিয়াছে, তাহাকেই যজ্ঞসূত্রচ্যুত করিয়াছিল, সুতরাং অনেক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পর্য্যন্ত সূত্রচ্যুত হইয়াছিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে পুনরায় উপবীত গ্রহণের আজ্ঞা দেন, যথা—

"তত্রাহনেহসি বল্লালো বিলোক্য ব্যাকুলং কুলম্।
ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং, মন্ত্রয়ামাস বৈদিকৈঃ॥
বিবিচ্য বীজমাহাত্ম্যং ততঃ সংস্কারবংশ্চ তান্।
ব্রহ্মত্বং ক্ষত্রিয়ত্বঞ্চ কল্পয়ামাস স প্রভুঃ॥"

অর্থাৎ—বল্লাল সেই সময়ে অনেক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কুলকে উপবীত বর্জ্জন জন্য কাতর হইতে দেখিয়া, বেদপারগ ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করত, তাঁহাদিগের বীজমাহাত্ম্য বিচার করিয়া তাঁহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত সংস্কার পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাদিগের ব্রহ্মত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব সংস্থাপন করিলেন। বঙ্গের গন্ধবণিক্‌গণও বোধ হয় এইজন্য সেই অবধি যজ্ঞসূত্রচ্যুত হইয়াছেন।

৫। "সুবর্ণা নোপনয়নাদ্ বণিজো ব্রাত্যতাং গতাঃ।"

অর্থাৎ—সুবর্ণবণিক্‌গণ উপনয়ন সংস্কার বর্জ্জিত হইয়া ক্রমে ব্রাত্য হইয়া পড়িলেন।

৬। উক্ত ব্যাস-পুরাণে সেই জন্যই লিখিত আছে, যে—

"নিগম শ্চ গন্ধিকশ্চ বৈশ্যবংশ-সমুদ্ভবৌ।
শনৈঃ শূদ্রত্ব মাপন্নৌ ক্রিয়ালোপাদি হেতুনা॥"

এখানে গন্ধিক অর্থাৎ গন্ধবণিকের স্বতন্ত্র উল্লেখ থাকায় এবং সমুচ্চয় বোধক 'চ' পদের প্রয়োগ থাকায় বণিগ্বাচক 'নিগম' শব্দে সুবর্ণবণিক্‌ই লক্ষিত হইতেছে। সুতরাং, শ্লোকটির অর্থ এই যে, বৈশ্যবংশ জাত সুবর্ণবণিক্ ও গন্ধবণিক্ সংস্কারাদি ক্রিয়া লোপ হেতুক ক্রমে ক্রমে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যাহা হউক, অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সুবর্ণবণিকের উপর সাধারণের বিদ্বেষ ও ঘৃণা অসঙ্গত ও নিষ্কারণ হইলেও উহা কিরূপ তীব্র ছিল, তাহা লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ের উদ্ধৃত গোষ্ঠী-কথা ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বোক্ত তিনটি তালিকায় স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু প্রায় ৩০।৪০ বৎসর হইতে সেই তীব্রতা ক্রমে অনেক হ্রাস হইয়া আসিতেছে; বিশেষতঃ কলিকাতা রাজধানীতে উহা এক প্রকার নাই বলিলেও চলে। এক্ষণে সকল ভদ্র সমাজেই সুবর্ণবণিকের আদর ও সম্ভ্রম চলিতেছে, এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কেহ তাঁহাদের প্রতি সে প্রকার বিদ্বেষ বা ঘৃণা প্রকাশ করেন না। সুবর্ণবণিকের প্রকৃত পরিচয়ই ইহার কারণ বলিতে হইবে। এতৎ সম্বন্ধে সন ১২৭৬ শালের ৫ই ভাদ্রের "এডুকেশন গেজেট" পত্রে তাৎকালিক সম্পাদক (প্রখ্যাতনামা সুপণ্ডিত পরলোকগত ভূদেব মুখোপাধ্যায়) মহাশয় "সুবর্ণবণিক" শিরস্ক যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন, তাহারই কোন কোন স্থান হইতে এই এই উদ্ধৃত হইতেছে; যথা—"হিন্দু সমাজে সুবর্ণ-বণিক জাতিকে অতি অশ্রদ্ধেয় বলিয়া সকলেই জানেন। অনেক প্রকৃত হিন্দুতে সুবর্ণবণিকদিগের সহিত একাসনে উপবেশন পর্য্যন্ত করিতেও একান্ত অনিচ্ছু। এমন কি অনেকে এরূপ মনে করেন ও বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাদিগের ছায়া মাড়াইলে স্নান করিতে হয়। * * * * তাঁহারা এরূপ ঘৃণার্হ কেন হইলেন এবং বাস্তবিক তাঁহারা ঘৃণাস্পদ কি না, এই দুইটী বিষয়

এস্থলে আমাদিগের বিবেচ্য। * * * * সঙ্কীর্ণ জাতির মধ্যে অনুলোমজ সঙ্করই উৎকৃষ্ট। বিলোমজ সঙ্কর অতি নিকৃষ্ট। * * * * বর্ণ সঙ্করের মধ্যে বৈদ্যও একটি উৎকৃষ্ট অনু-লোমজ সঙ্কর জাতি। * * * সুবর্ণবণিকও এরূপ একটী বর্ণসঙ্কর জাতি। ইঁহারা বৈদ্যের ঔরসে ও বৈশ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহাদিগকে মধ্যম বর্ণসঙ্কর বলে। * * * সুবর্ণ বণিক জাতি বৈদ্য সম্ভূত, সুতরাং সমাজে ইহাদিগের ঈদৃশ ঘৃণিত অবস্থা হওয়া অত্যন্ত অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয়। * * * সুবর্ণবণিকদিগের ঈদৃশ হীন অবস্থার তথ্য অনুসন্ধান করিলে, এই কয়টী তাঁহাদিগের ঈদৃশ অবস্থার কারণ বলিয়া প্রতীত হয়। প্রথমতঃ ইঁহারা সঙ্কর জাত। সঙ্করজাত পুত্রেরা সহজে লোকের সমাদৃত ও সম্মানিত হয় না। * * * দ্বিতীয়তঃ, ইঁহারা সুবর্ণ অপহরণ করায় শাপগ্রস্ত হওয়াতে পতিত বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এক চৌর্য্য দোষে লোক সমাজে চির-কাল এরূপ ঘৃণার্হ হওয়া নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয়। তৃতীয়তঃ, লোকের সামাজিক মান সম্ভ্রমের প্রধান কারণ বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তা। সুবর্ণবণিকেরা চিরকাল বিদ্যাশিক্ষার অভাবে বুদ্ধি-মত্তায় নিকৃষ্ট * * * । চতুর্থতঃ, ইঁহারা অনেকে অত্যন্ত অর্থগৃধ্নু, ও কৃপণস্বভাব ছিলেন। * * সুতরাং স্বর্ণকারবৎ অগৌরব হওয়া ইঁহাদিগের নিতান্ত অসম্ভব নহে। * * * পঞ্চম ও শেষ কারণ এই যে, ইঁহারা আপন ব্যবসায় ও ব্যয়-

কুণ্ঠতা গুণে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়া ধনবত্তা নিবন্ধন আত্মগৌরব-ও গর্ব্ব করিয়া থাকেন। * * * এক্ষণে সুবর্ণবর্ণিকদিগের চৈতন্য হইয়াছে। আপনাদিগের কোন দোষ থাকিলে, যত দিন না সেই দোষ বিশেষরূপে জানা যায়, তত দিন তাহার ক্ষালনের কোন উপায় হইতে পারে না। চেষ্টা ব্যতিরেকে দোষ সংশোধিত হইবার কোন কালে সম্ভাবনা নাই। আপনারা উৎকৃষ্ট বীজ সম্ভূত হইয়াও কেবলমাত্র আচার দোষে যে লোকের ঈদৃশ ঘৃণাস্পদ হইয়া আছেন, ইহা এক্ষণে সুবর্ণবর্ণিক সম্প্রদায়ের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। তাঁহারা এক্ষণে আপনাদিগের সামা-জিক অবস্থার উৎকর্ষ সাধনে যত্ন করিতেছেন। আমরা নিকৃষ্ট জাতি নহি, আমরা বৈশ্য, এই বিচার তাঁহারা সর্ব্বদা করিয়া থাকেন। * * * চারি পাঁচ বৎসর হইল সুবর্ণবর্ণিক সম্প্র-দায় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত বিচার করিয়া সংস্কৃত কলেজে আপন সন্তানগণের অধ্যয়ন করিবার অধিকার সংস্থাপন করিয়াছেন। পাঠকবর্গের অনেকেরই স্মরণ হইতে পারে, কিছু দিন পূর্ব্বে সুবর্ণবর্ণিকেরা সভা করিয়া প্রধান প্রধান অধ্যাপকদিগকে আহ্বান করেন ও বিচারে আপনাদিগের বৈশ্যত্ব সংস্থাপন করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণের আদেশ * লাভ করেন। এখন ইঁহারা উচ্চ শ্রেণীস্থ জাতির আচার ব্যবহারও অবলম্বন করিতে আরম্ভ

---

* উপসংহারে উক্ত ব্যবস্থাপত্র দেখুন।

করিয়াছেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধিকার অবধি ইহারা বিদ্যানু-শীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ও অনেকে কৃতবিদ্য হইয়া সমাজের সম্মাননা লাভ করিতেছেন। এক্ষণে, বিদ্যানুশীলনে ইহাদিগের অনুরাগ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। সুবর্ণবণিকদিগের মধ্যে এখন কেহ কেহ * * * সাধারণের হিতকার্য্যে অর্থ ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই সকল ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, সুবর্ণবণিকেরা কালে সামাজিক পাতিত্য দোষ হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ব্বকালীন পবিত্রভাব লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।”

পরন্তু সম্পাদক মহাশয়ের প্রদর্শিত সুবর্ণবণিকের হীনত্বের কারণ পঞ্চকের প্রথম ও দ্বিতীয়টিকে উক্ত নিমাইচাঁদ শীল মহাশয় প্রতিবাদ করেন, এবং তাহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ হয়। পরিশেষে এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক মহাশয় ঐ সালের ১২ই অগ্রহায়ণের পত্রে এই লেখেন; যথা—

“গতবারের পরিশিষ্টে আমরা চুঁচুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নিমাইচাঁদ শীলের একখানি সুদীর্ঘ পত্রিকা মুদ্রিত করিয়াছি। নিমাই বাবু আপনাকে বিশুদ্ধ বৈশ্য প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি খাঁটি বৈশ্য হইতে পারেন, হউন, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। আমাদিগের পূর্ব্ব-প্রস্তাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য, মনুক্ত নিম্নোদ্ধৃত বচনের সার্থকতা প্রদর্শন মাত্র ছিল। এবং তজ্জন্যই আমরা বণিক জাতীয়দিগকে উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিয়াছিলাম।”

"তপোবীজ-প্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ॥"

মনু ১০—৪২।

অর্থাৎ—পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকার (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সজাতিজ ও অনুলোমজ) জাতি তপস্যা প্রভাবে, (বিশ্বামিত্রাদির ন্যায়) বীজ প্রভাবে, সত্য ত্রেতাদি যুগ মাহাত্ম্যে (ঋষ্যশৃঙ্গাদি মুনির ন্যায়) জাত্যুৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, এবং অপকর্ষও প্রাপ্ত হয়।

পরন্তু এডুকেশন গেজেট সম্পাদক সুবর্ণবণিক্‌কে বৈদ্যের ঔরসে ও বৈশ্যার গর্ভে সঞ্জাত বলিবার প্রমাণ স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, যে "বৈদ্যদিগের ন্যায় সুবর্ণবণিক জাতির মধ্যে অদ্যাপি অনেক পদবীর ঐক্য দেখা যায়; যথা—১ সেন, ২ দাস, ৩ দত্ত, ৪ কর, ৫ নন্দী, ৬ চন্দ্র, ৭ ধর, ৮ কুণ্ড, ৯ রক্ষিত ইত্যাদি। * * ইহাতে বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, সুবর্ণবণিক জাতি বৈদ্য-সম্ভূত।" তৎপ্রতিবাদে নিমাইবাবু কহেন যে, 'কর', 'কুণ্ড', ও 'রক্ষিত' কোন কালেই সুবর্ণবণিকের উপাধি নাই। বরং বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণের ঔরসে ও বৈশ্যার গর্ভে সঞ্জাত সঙ্কর বলিয়াই পিতৃ-উপাধি পাইতে না পারিয়া মাতৃ-উপাধি জন্য সুবর্ণবণিক্‌গণের অবশিষ্ট পদবীই প্রাপ্ত হইয়াছেন। তদুত্তরে ২রা আশ্বিনের এডুকেশন গেজেটে সম্পাদক মহাশয় স্বীকার করেন যে, "আমাদের নয়টী ভিন্ন ভিন্ন পদবীর মধ্যে 'কর' 'কুণ্ড' এবং

'রক্ষিত' বৈদ্য এবং সুবর্ণবণিক উভয়তঃ আছে কি না, আমরা নিশ্চয় করি নাই।"

ফলতঃ, দ্বিজ জাতীয় উৎকৃষ্ট বা অনুলোম সঙ্কর সম্বন্ধে মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ের ৬ঠ শ্লোকটি এই—

"স্ত্রীষ্বনন্তর-জাতাসু দ্বিজৈ রুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহু র্মাতৃ-দোষ-বিগর্হিতান্॥"

— ইহার কুলূকভট্ট কৃত টীকাংশ এই,—"অত্র 'সদৃশান্' পিতৃসদৃশান্, নতু পিতৃ-সজাতীয়ান্; মাতু হীনজাতীয়ত্ব-দোষেণ গর্হিতান্। পিতৃসদৃশ-গ্রহণাৎ মাতৃজাতে রুৎকৃষ্টাঃ, পিতৃজাতিতো নিকৃষ্টাঃ।"

অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াতে, ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বৈশ্যাতে, ও ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৈশ্যাতে উৎপন্ন সন্তান, নিকৃষ্ট মাতৃগর্ভে সম্ভূত বিধায় পিতৃ-সজাতীয় না হইয়া পিতৃ-সদৃশ, সুতরাং মাতৃজাতি হইতে কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট হয়।

এবং উক্ত অধ্যায়ের ১৪শ শ্লোকটি এই—

"পুত্রা যে হনন্তরস্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তা দ্বিজন্মনাম্॥
তাননন্তরনাম্নস্তু মাতৃ-দোষাৎ প্রচক্ষতে॥"

ইহারও টীকাংশ এই—

"'অনন্তর'-গ্রহণং অনন্তরবচ্চৈকান্তর-দ্ব্যন্তর-প্রদর্শনার্থম্। যে দ্বিজাতীনা মনন্ত-রৈকান্তর-দ্ব্যন্তর-জাতি-স্ত্রীষু আনুলোম্যেন উৎপন্নাঃ, পূর্ব্বমুক্তাঃ পুত্রাঃ, তান্ হীনজাতি-মাতৃদোষাৎ মাতৃজাতি-

ব্যপদেশ্যান্ আচক্ষতে।" মাতৃ-পিতৃ-ব্যতিরিক্ত-সঙ্কীর্ণ-জাতিত্বেঽপি এষাং মাতৃজাতি-ব্যপদেশকথনং মাতৃজাতি-সংস্কারাদি-ধর্ম্ম্প্রাপ্ত্য-র্থম্।"

অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে একান্তরজাত মূর্দ্ধাবসিক্ত, ও বৈশ্যাতে দ্ব্যন্তর জাত অম্বষ্ঠ, এবং ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে একান্তর জাত মাহিষ্য, এই জাতিত্রয় যদিও মাতৃদোষে দুষ্ট, তথাপি মাতৃ-জাতিতুল্য হয়। এজন্য ইহারা মাতৃজাতির নাম, সংস্কার, ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ইহারা দ্বিজধর্ম্মী।

এবং অম্বষ্ঠ জাতি ব্রাহ্মণের ঔরসে ও বৈশ্যার গর্ভে সঞ্জাত বলিয়া, ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, কিন্তু ব্রাহ্মণ সদৃশ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে নিকৃষ্ট, ও বৈশ্য হইতে কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট দ্বিজ জাতি হয়েন। অথচ ইহারা মাতৃজাতি অর্থাৎ বৈশ্যবর্ণেরই নাম, সংস্কার, ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব সুবর্ণবণিক্‌গণের পূর্ব্বোক্ত ছয়টি উপাধি ইহারা মাতৃ অর্থাৎ বৈশ্যজাতিরই উপাধি বলিয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন। অধিকন্তু, বৈশ্যগণের সাধারণ উপাধি "ধন" "ভূতি" বা "দত্ত" শব্দের ন্যায় বৈদ্যগণের সাধারণ উপাধি "গুপ্ত" শব্দেরও আভিধানিক অর্থ বৈশ্যোপাধি। যথা ;—

"শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মাত্রাতা চ ক্ষত্রিয়স্য চ।
গুপ্ত-দাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্য-শূদ্রয়োঃ॥"

বিষ্ণুপুরাণ।

বণিক্ সকলে নিত্যানন্দের চরণ।
সর্ব্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ॥
বণিক্ সবার কৃষ্ণ-ভজন দেখিতে।
মনে চমৎকার পায় সকল জগতে॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহিমা অপার।
বণিক্ অধম মূর্খে যে করিল পার॥

*   *   *   *   *

যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক্ সবারে।
তাহা বাঞ্ছে সুর সিদ্ধ মুনি যোগেশ্বরে॥"

শ্রীচৈতন্য ভাগবতের পরিশিষ্টে দেখা যায়; যে

"শ্রীপাদের নিতি নিতি ভিক্ষা আয়োজন।
স্বপাক করহ কিংবা আছয়ে ব্রাহ্মণ॥
প্রভু কহে কখন বা আমি পাক করি।
না পারিলে উদ্ধারণ রাখয়ে উতারি॥
এই মত পরিবর্ত্ত রূপে পাক হয়।
শুনিয়া সবার মনে লাগিল বিস্ময়॥

*   *   *   *   *

তারা কহে এই — ব হয় কোন জাতি।
পূর্ব্বাশ্রমে কোন নাম, কোথায় বসতি॥
প্রভু কহে ত্রিবেণীতে বসতি উহার।
সুবর্ণবণিক্ দেখি করিনু স্বীকার॥

বৈশ্য কুলেতে জন্ম, হয় সদাচারী।
এজন্য উহার অন্ন ঘৃণা নাহি করি॥
সেই দিন হৈতে নিত্য নিত্য মহোৎসব।
আসিয়া মিলয়ে যত আত্মবন্ধু সব॥
প্রভু আজ্ঞামতে দত্ত করেন রন্ধন।
নিত্য নিত্য শত শত ভুঞ্জয়ে ব্রাহ্মণ॥"

এবং উক্ত গায়ক মুকুন্দ দাস এই গাথা গান করিতেন ;

"শ্রীকর-নন্দন, দত্ত উদ্ধরণ, ভদ্রাবতী গর্ভজাত।
ত্রিবেণীতে বাস, নিতাইর দাস, শ্রীগৌরাঙ্গ পদাশ্রিত॥
শাণ্ডিল্য প্রবর, শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র ধীর, সুবর্ণবণিক্ খ্যাতি।
রাধাকৃষ্ণ পদ, ধ্যায় নিরন্তর, বৈশ্যকুলে উৎপত্তি॥
বিষয় বাণিজ্য, সাংসারিক কার্য্য, মল প্রায় ত্যজ্য করি।
পুত্র শ্রীনিবাসে, রাখিয়া আবাসে, হইলা বিবেকাচারী॥"

সুতরাং ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রগ্রন্থে, ইতিহাসে, আচারে, ব্যবহারে ও ব্যবসায়ে সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্ব নিঃসংশয় রূপে প্রমাণিত হইল। এবং বল্লাল নির্য্যাতনে তাঁহারা যে বৈশ্যত্বের বহিরঙ্গ মাত্র হইতে প্রায় আটশত বর্ষ কাল বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছেন, ইহাও প্রতিপন্ন হইল। অতঃপর দেখা যাউক, যে, এই ত্রুটিটুকু সংস্কারার্হ কি না।

অনুপনীত সুবর্ণবণিকের সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা।

মনুসংহিতা—একাদশ অধ্যায়।

পাতক সকল মহাপাতক উপপাতক ইত্যাদিভেদে বহুবিধ। তন্মধ্যে এই এই গুলি মহাপাতক; যথা—

"ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ। ৫৫
অনৃতঞ্চ সমুৎকর্ষে রাজগামি চ পৈশুনম্।
গুরো শ্চালীকনির্ব্বন্ধঃ সমানি ব্রহ্মহত্যয়া॥ ৫৬
ব্রহ্মোজ্ঝতা বেদনিন্দা কৌটসাক্ষ্যং সুহৃদ্বধঃ।
গর্হিতান্নাদ্যয়ো র্জগ্ধিঃ সুরাপান-সমানি ষট্॥ ৫৭
নিক্ষেপস্যাপহরণং নরাশ্ব-রজতস্য চ।
ভূমি বজ্র-মণীনাঞ্চ রুক্মস্তেয়-সমং স্মৃতম্॥ ৫৮
রেতঃসেকঃ স্বযোনীষু কুমারীষন্ত্যজাসু চ।
সখ্যুঃ পুত্রস্য চ স্ত্রীষু গুরুতল্পসমং বিদুঃ॥" ৫৯

ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ বধ, এবং অস্ত্রদ্বারা ব্রাহ্মণবধ, এবং ব্রাহ্মণের গো ভূমি সুবর্ণাদি দ্রব্যের হরণকারির উদ্দেশে যদি ব্রাহ্মণ আপনি

মরে, এই সকলকে ব্রহ্মহত্যা বলা যায়। এইরূপ ব্রহ্মহত্যা ও নিষিদ্ধ সুরাপান, এবং ব্রাহ্মণের অশীতি রত্তিকা পরিমিত সুবর্ণ হরণ, এবং বিমাতৃ-গমন, এবং এই সকল পাপির সহিত ক্রমিক এক বৎসর পর্য্যন্ত সংসর্গ, এই পাঁচটিকে মহাপাতক বলা যায়।৫৫। জাতির উৎকৃষ্টতার জন্য মিথ্যাভাষণ, যথা "আমি ব্রাহ্মণ" যে দোষ প্রকাশে রাজকর্ত্তৃক মরণ সম্ভাবনা, রাজার নিকট চোরাদির এমত দোষ কথন, গুরুর সম্বন্ধে মিথ্যাভিশংসন, ইহা ব্রহ্মহত্যার সমান পাতক, অর্থাৎ ইহার নাম অনুপাতক। ৫৬। ব্রাহ্মণের অধীত বেদের বিস্মরণ, নিন্দিত-শাস্ত্রের আশ্রয়ে বেদনিন্দা, কৌট সাক্ষ্যপ্রদান, ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত মিত্রের বধ, এবং লশুন প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্যের ভক্ষণ ও অখাদ্য বিষ্ঠা মূত্রাদির ভোজন, এই ছয় সুরাপানতুল্য পাতক। ৫৭। ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্তের নিক্ষেপ অর্থাৎ গচ্ছিত বস্তুর অপহরণ, নর অশ্ব রূপা ভূমি হীরক ও মণির অপহরণ, ইহা সুবর্ণচৌর্য্যের সমান পাতক বলিয়াছেন। ৫৮। সহোদরা ভগিনী, কুমারী, চাণ্ডালী, এবং সখা ও পুত্রভার্য্যাতে রেতঃসেককে গুরুপত্নীগমন সমান পাতক বলিয়াছেন......। ৫৯

এই এই কর্ম্মের নাম উপপাতক; যথা—

"গোবধো হ্যযাজ্যসংযাজ্য-পারদর্য্যাত্মবিক্রয়াঃ।
গুরু-মাতৃ-পিতৃত্যাগঃ স্বাধ্যায়াগ্ন্যোঃ সুতস্য চ॥ ৬০
পরিবিত্তিতা হ্নুজেনোঢে পরিবেদন মেব চ।
তযো র্দানঞ্চ কন্যায়া স্তযো রেব চ যাজনম্॥ ৬১

কন্যায়া দূষণঞ্চৈব বার্দ্ধুষ্যং ব্রতলোপনম্।
তড়াগারাম-দারাণা মপত্যস্য চ বিক্রয়ঃ॥ ৬২
ব্রাত্যতা বান্ধবত্যাগো ভৃত্যাঽধ্যাপন মেব চ।
ভৃতাচ্চাধ্যয়নাদান মপণ্যানাঞ্চ বিক্রয়ঃ॥ ৬৩
সর্ব্বাকরেম্বধীকারো মহাযন্ত্র প্রবর্ত্তনম্।
হিংসৌষধীনাং স্ত্র্যাজীবো ঽভিচারো মূলকর্ম্ম চ॥ ৬৪
ইন্ধনার্থ মশুষ্কাণাং দ্রুমাণা মবপাতনম্।
আত্মার্থঞ্চ ক্রিয়ারম্ভো নিন্দিতান্নাঽদনং তথা॥ ৬৫
অনাহিতাগ্নিতা স্তেয় মৃণানা মনপক্রিয়া।
অসচ্ছাস্ত্রাধিগমনং কৌশীলব্যস্য চ ক্রিয়া॥ ৬৬
ধান্য-কুপ্য-পশুস্তেয়ং মদ্যপস্ত্রী-নিষেবণম্।
স্ত্রী-শূদ্র-বিট্-ক্ষত্রবধো নাস্তিক্যং চোপপাতকম্॥" ৬৭

এক্ষণে উপপাতক কহিতেছেন। গোহত্যা, জাতিদুষ্ট ও কর্ম্ম-দুষ্টের যাজন, পরস্ত্রী-গমন, আত্মার বিক্রয়, অবশ্য শুশ্রূষণীয় মাতা পিতা ও গুরুর শুশ্রূষা না করিয়া পাঠ হোম প্রভৃতি ব্রহ্মযজ্ঞের অননুষ্ঠান, স্মার্ত্তাগ্নির ত্যাগ, সুতের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার না করা (৬০), জ্যেষ্ঠ অকৃতদার (বা) অকৃতাগ্নিহোত্র থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহ, উহাকে পরিবেদন বলে, উহাতে জ্যেষ্ঠও পরি-বিত্তিত্ব প্রাপ্ত হয়, এমত জ্যেষ্ঠ (ও) কনিষ্ঠকে কন্যাদান, এবং ঐ বিবাহে হোমাদির পৌরহিত্য (৬১), অরজস্কা কন্যার অঙ্গুলি দ্বারা দূষণ, বৃদ্ধিদ্বারা জীবিকা, ব্রহ্মচারীর স্ত্রীসম্ভোগ (অন্য ব্রত

লোপ), তড়াগ উদ্যান ভার্য্যা ও অপত্যের বিক্রয় (৬২), ষোড়শ বর্ষের অতীতেও উপনয়নের অননুষ্ঠান—উহাকে ব্রাত্যতা বলে, পিতৃব্য প্রভৃতি মান্য ব্যক্তির অসেবা, নিয়ম করিয়া ছাত্রের নিকট হইতে বেতন লইয়া অধ্যাপন, (বেতন দান পূর্ব্বক অধ্যয়ন), শাস্ত্রনিষিদ্ধ তিলাদির বিক্রয়, (৬৩), সুবর্ণাদি খনিতে রাজার আজ্ঞায় অধিকার, (জলপ্রবাহের প্রতিবন্ধ হেতুভূত) বৃহৎ সেতু প্রভৃতির প্রবর্ত্তন, ঔষধী-বিহিংসা, ভার্য্যাদির জারযোগ করিয়া জীবিকা, শ্যেনাদি আভিচারিক যাগ দ্বারা অনপরাধির হিংসা, মন্ত্রাদি দ্বারা পরবশীকরণ (৬৪), পাকাদির জন্য অশুষ্ক বৃক্ষচ্ছেদন, অনাতুরের দৈব পিত্রাদির উদ্দেশ ব্যতিরেকে পাকাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান, সকৃৎ ইচ্ছাতে (নিন্দিত) লশুনাদির ভক্ষণ (৬৫), অধিকার থাকিতে অগ্ন্যাধানের অকরণ, সুবর্ণ ব্যতিরিক্ত অন্য সার বস্তুর অপহরণ, দেবর্ষিপিতার ব্রহ্মচর্য্য (বেদাধ্যয়ন) পুত্রোৎ-পাদনাদি দ্বারা ঋণ পরিশোধ না করা, বেদ ও স্মৃতি বিরুদ্ধ শাস্ত্রের অধ্যয়ন, নৃত্য গীত বাদ্যে জীবিকা করা (৬৬), ধান্য তাম্র লৌহ পশ্বাদির চৌর্য্য, মদ্যপানকারিণী স্ত্রীতে গমন, স্ত্রীহত্যা, (ক্ষত্রিয়হত্যা), বৈশ্যহত্যা, শূদ্রহত্যা ও নাস্তিকতা, এই সকলের প্রত্যেককে উপপাতক বলা যায়। ৬৭

এতদ্ব্যতীত জাতিভ্রংশকর, সঙ্করীকরণ, অপাত্রীকরণ বা অপাংক্তেয়, মলাবহ প্রভৃতি পাতকেরও উল্লেখ আছে।

যথা সময়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের গুরু সমীপে গমন পূর্ব্বক

নিত্যজাপ্য সাবিত্রী মন্ত্র গ্রহণ ও বেদাধ্যয়ন জন্য সংস্কারকে উপ-নয়ন কহে। যথা—

"গৃহ্যোক্তকর্ম্মণা যেন সমীপং নীয়তে গুরোঃ।
বালো বেদায় তদ্যোগাৎ বালস্যোপনয়ং বিদুঃ॥"

তৎকালে দণ্ড কমণ্ডলু যজ্ঞসূত্র প্রভৃতি ধারণ ইহার বহিরঙ্গমাত্র। উক্ত সময় অতীত হইলেও, উপনীত না হইয়া সাবিত্রীমন্ত্রচ্যুত হইলেই ব্রাত্যতা দোষ জন্মে, এবং ইহা উপ-পাতক মধ্যে গণ্য হয়। এই উপাতক প্রায়শ্চিত্তার্হ ; যথা—

"যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানুচ্যেত যথাবিধি।
তাং শ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথাবিধ্যুপনায়য়েৎ॥" ১৯২

ব্রাহ্মণাদির উপনয়নে যে মুখ্যকল্প অনুকল্প বিধান কাল উক্ত আছে, উহাতে যদি উপনয়ন না হয়, তবে তদ্দোষ নিবারণ জন্য তিন প্রাজাপত্য করিয়া উপনয়ন দিবে। জাতি ও শক্তির অনু-সারে ব্রাত্যষ্টোম প্রায়শ্চিত্ত বিকল্প জানিবে।

"প্রায়শ্চিত্তং চিকীর্ষন্তি বিকর্ম্মস্থাস্তু যে দ্বিজাঃ।
ব্রহ্মণা চ পরিত্যক্তা স্তেষা মপ্যেতদাদিশেৎ॥" ১৯৩

(দ্বিজ জাতীয়) যাহারা নিষিদ্ধ শূদ্রসেবাকারী (বা অন্য অবিহিত কর্ম্মকারী,) যাহারা উপনীত হইয়াও বেদাধ্যয়ন না করে, অথচ প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা করে, তাহারাও প্রাজাপত্যত্রয় রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

"ত্র্যহং প্রাতস্ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহমদ্যাদযাচিতম্।
ত্র্যহং পরঞ্চ নাশ্নীয়াৎ প্রাজাপত্যঞ্চরন্ দ্বিজঃ॥" ২,১২

প্রাজাপত্য ব্রতের লক্ষণ; উক্ত ব্রত দ্বাদশাহ সাধ্য, প্রথম তিন দিবস দিনে কুক্কুটাণ্ড প্রমাণ ষড়্‌বিংশতি গ্রাস ভোজন করিবে, আর তিন দিন সায়ংকালে দ্বাবিংশতি গ্রাস, অন্য তিন দিন অযাচিতে চতুর্ব্বিংশতি গ্রাস খাইবে, পরে তিন দিবস উপবাস করিবে। এই যে ভোজন করিবার বিধি দিলেন, ইহার তাৎপর্য্য, তদতিরিক্ত ভোজন করিবে না; উক্ত ভোজনের নিয়ম নাই!

পরন্তু—

"অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম নিন্দিতঞ্চ সমাচরন্।
প্রসজংশ্চেন্দ্রিয়ার্থেষু প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ॥" ৪৪

যদ্যপি সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য বিহিত কর্ম্ম না করে, এবং শবস্পর্শাদিতে বিহিত স্নানাদি না করে, এবং অবৈধ হিংসাদি কর্ম্ম করে, এবং বিহিত নয় ও নিষিদ্ধ নয় এমত কার্য্যে অত্যন্ত আসক্তি করে, সে তৎপাপ ক্ষয়ার্থ অবশ্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

অপিচ—

"অকামতঃ কৃতে পাপে প্রায়শ্চিত্তং বিদু র্বুধাঃ।
কামকার-কৃতে হপ্যাহু রেকে শ্রুতি-নিদর্শনাৎ॥" ৪৫

অজ্ঞানকৃত (বা অনিচ্ছা বশতঃ অগত্যাজন্য) পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোন কোন মুনি কহিয়াছেন। এই পূর্ব্ব পক্ষের উত্তর এই, যে কামকৃত (বা ইচ্ছা কৃত) পাপেও প্রায়শ্চিত্ত আছে। তাৎপর্য্য,

অজ্ঞান কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষায় কামকৃত পাপের গুরু প্রায়শ্চিত্ত হইবে··· ।

"অকামতঃ কৃতং পাপং বেদাভ্যাসেন শুদ্ধ্যতি ।
কামতস্তু কৃতং মোহাৎ প্রায়শ্চিত্তৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ ॥" ৪৬

অজ্ঞান (বা অনিচ্ছা) কৃত লঘু পাপ বেদাভ্যাসেই ক্ষয় হয়, গুরু পাপের প্রায়শ্চিত্ত নানা প্রকার আছে। রাগদ্বেষাদ্যাক্রান্ত চিত্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক কৃত পাপের নানা প্রকার প্রায়শ্চিত্ত কহিয়াছেন।

এখানে এইটি বিবেচ্য, যে সাত আট শত বর্ষ পূর্ব্বে বল্লাল-নিগ্রহ কালে রাজপুরুষগণ বলপূর্ব্বক সুবর্ণবণিকের স্বর্ণময় বা তাম্রময় যজ্ঞসূত্র আছিন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে শূদ্রাচরণে বাধ্য করিয়াছিল। সুতরাং তৎকালে তাঁহারা ও তদুত্তর তাঁহাদিগের সন্তানগণ যে ব্রাত্যতা দোষস্পর্শী হইয়াছিলেন, তাহা কামতঃ হয় নাই, কিন্তু অকামতঃ ও অগত্যাসম্ভূত হইয়াছিল। অথচ এখনও অনেকে তাঁহাদের জাপ্য গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন, এবং অনেকে আপনাদিগের বৈশ্যত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে তাঁহাদিগের ব্রাত্যতা উপপাতক অকামতই হইতেছে, এবং তাহা বেদাভ্যাস বা তদনুরূপ ভগবদ্গীতাদি উপনিষৎ পাঠে প্রায়শ্চিত্তীকৃত করাই বিধেয়। নতুবা অধুনা নিজের বৈশ্যত্ব বোধ সত্ত্বেও স্বীয় স্বীয় অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলে উপপাতকটি আর 'অকামতঃ' হইতে পারে না। এতদ্বিষয়ে আরও উপদেশ আছে যে—

"বেদোদিতানাং নিত্যানাং কর্ম্মণাং সমতিক্রমে।
স্নাতকব্রতলোপে চ প্রায়শ্চিত্তমভোজনম্॥" ২০৪

বেদোক্ত নিত্যকর্ম্ম অগ্নিহোত্রাদি, যাহার অকরণে বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে উদিত নাই, তাহার অতিক্রমে এবং স্নাতকব্রতের লোপে অহোরাত্র উপবাস রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

তদনন্তর,

"সাবিত্রীঞ্চ জপেন্নিত্যং পবিত্রাণি চ শক্তিতঃ।
সর্ব্বেষ্বেব ব্রতেষ্বেবং প্রায়শ্চিত্তার্থমাদৃতঃ॥" ২২৬

সাবিত্রী সর্ব্বদা জপ করিবে, এবং অঘমর্ষণাদি (পবিত্র) মন্ত্র শক্ত্যনুসারে জপ করিবে। এই যে সাবিত্রী জপ, অঘমর্ষণাদি জপ, যেমত চান্দ্রায়ণ ব্রতে করিবে, তদ্রূপ অন্যান্য প্রাজাপত্যাদি ব্রতেও প্রায়শ্চিত্তার্থ যত্নবান্ হইয়া করিতে হইবে।

অপরতঃ,

"খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাধ্যয়নেন চ।
পাপকৃন্মুচ্যতে পাপাত্তথা দানেন চাপদি॥" ২২৮

পাপকারী যদি 'আমি অতি পামর, অতিশয় পাপিষ্ঠ' এতদ্রূপে লোকে প্রকাশ করে, তবে সে পাপ হইতে মুক্ত হয়, এবং অনুতাপ তপস্যা ও অধ্যয়ন দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হয়। ব্রতে অশক্ত ব্যক্তির দান দ্বারা পাপ-মুক্ত হয়। খ্যাপনটি প্রকাশ্য প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গ, রহস্য প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গ হইতে পারে না। কিন্তু অনুতাপটি উভয় প্রকারের অঙ্গ হইবে। দান দ্বারা পাপক্ষয় করিবে, তাহা

প্রাজাপত্য ব্রতে অশক্তের অনুকল্প এক ধেনুর মূল্য, আঢ্য দরিদ্র ভেদে পঞ্চ কার্ষাপণ অথবা ত্রিকার্ষাপণ··· ।

"যথা যথা মন স্তস্য দুষ্কৃতং কর্ম্ম গর্হতি।
তথা তথা শরীরং তত্তেনাধর্ম্মেণ মুচ্যতে॥" ২৩০

যে প্রকারে দুষ্কৃতকারির মন পাপ কর্ম্মকে ঘৃণা করে, সেই রূপে জীবাত্মা দুষ্কৃত হইতে মুক্ত হয়। ইহা অনুতাপের প্রশংসা।

"কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূযতে তু সঃ॥" ২৩১

পাপ করিয়া যদি অনুতাপ করে, এবং পাপ আর করিব না, এতাদৃশ সঙ্কল্প থাকে, তবে সে পাপ হইতে মুক্ত হয়।

"এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা প্রেত্য কর্ম্মফলোদয়ম্।
মনোবাঙ্মূর্ত্তিভি নিত্যং শুভং কর্ম্ম সমাচরেৎ॥" ২৩২

পরলোকে শুভাশুভ কর্ম্মের ইষ্টানিষ্ট ফল হয়, এইরূপ বিবেচনায় মনোবাক্‌কায় দ্বারা সকল শুভ কর্ম্মই করিবে, অশুভ কর্ম্ম করিবে না।

"অজ্ঞানাদ্ যদি বা জ্ঞানাৎ কৃত্বা কর্ম্ম বিগর্হিতম্।
তস্মাদ্ বিমুক্তি মন্বিচ্ছন্ দ্বিতীয়ং ন সমাচরেৎ॥" ২৩৩

অজ্ঞানে অথবা জ্ঞানপূর্ব্বক পাপ করিয়া, তাহার মোচনে যে ইচ্ছুক হইবে, সে দ্বিতীয়বার ঐ পাপ করিবে না। তাৎপর্য্য,— পুনর্ব্বার পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্ত অধিক করিতে হয়।

"যস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্য কৃতে মনসঃ স্যাদলাঘবম্।

তস্মিং স্তাবত্তপং কুর্য্যাদ্ যাবত্তুষ্টিকরং ভবেৎ॥" ২৩৪

যে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মনের সন্তোষ না জন্মে, তাবৎ সে ঐ প্রায়শ্চিত্তের আবৃত্তি করিবে, যে পর্য্যন্ত মনের সন্তোষ ও প্রসাদ হয়।

"তপোমূল মিদং সর্ব্বং দৈব-মানুষকং সুখম্।

তপোমধ্যং বুধৈঃ প্রোক্তং তপোহন্তং বেদদর্শিভিঃ॥" ২৩৫

দেবতা ও মনুষ্যের যে সুখ সম্পত্তি হয়, তাহার উৎপত্তির কারণ, স্থিতির কারণ, ও অবধির অর্থাৎ পরিসমাপ্তির কারণ তপই হয়, বেদজ্ঞরা ইহা কহিয়াছেন।

"ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং, তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্।

বৈশ্যস্য তু তপো বার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনম্॥" ২৩৬

ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্যাত্মক বেদান্তের বোধই তপস্যা, ক্ষত্রিয়ের তপ প্রজাপালন, বৈশ্যের বাণিজ্য পশুপালনাদি তপস্যা। ইহাতে এইটি সমুদিত হইল, যদ্যপি ব্রাহ্মণের উৎকট পাপ জনিত দোষ জন্মে, যথাসম্ভব বেদাধ্যয়ন করিলে ঐ পাপ হইতে অনায়াসে ব্রাহ্মণ মুক্ত হয়। ক্ষত্রিয়ে যদ্যপি ঐরূপ দোষ জন্মে, ও প্রজা-পালনাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান থাকে, তবে তাহাতে উক্ত পাপ ক্ষয় হইবে। সুবর্ণবণিকাদির যদি ব্রাত্যাদি দোষ জন্মে, তবে তাহার বাণিজ্যাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান থাকিলে, অনায়াসে উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ইচ্ছামত উপনয়ন সংস্কারের যোগ্য হইবে, প্রায়শ্চিত্তাকর

অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা থাকিবে না। শূদ্রের ব্রাহ্মণ পরিচর্য্যাই তপস্যা, তাহাতেই শূদ্র কৃতকার্য্য হয়।

"যদ্দুস্তরং যদ্দুরাপং যদ্দুর্গং যচ্চ দুষ্করম্।
সর্ব্বন্তু তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্॥" ২৩৯

যে বস্তু দুস্তর অর্থাৎ দুঃখেতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, যেমত দুষ্ট গ্রহস্থচিত আপদ্, যাহা দুরাপ অর্থাৎ দুঃখেতে প্রাপণীয়, যেমত বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ্যাদি, ও যাহা দুঃখে গমনীয় অর্থাৎ সুমেরুর উপরিভাগ প্রভৃতি, আর যাহা দুষ্কর, যেমত বহু গো প্রদানাদি, এ সকল তপস্যার অসাধ্য নহে; যেহেতু তপস্যা দুরতিক্রম হয়, অর্থাৎ তপস্যা দ্বারা দুষ্কর কার্য্য সুকর হয়।

"মহাপাতকিনশ্চৈব শেষা শ্চাকার্য্যকারিণঃ।
তপসৈব সুতপ্তেন মুচ্যন্তে কিল্বিষাত্ততঃ॥" ২৪০

যাহারা ব্রহ্মহত্যাদিকারী মহাপাতকী, এবং যাহারা উপপাতকাদি অকার্য্যকারী, উহারা দৃঢ় তপস্যা দ্বারা প্রোক্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়।

"বেদাভ্যাসো হম্বহং শক্ত্যা মহাযজ্ঞক্রিয়া ক্ষমা।
নাশয়ন্ত্যাশু পাপানি মহাপাতকজান্যপি॥" ২৪৬

প্রতিদিন বেদাধ্যয়ন, পঞ্চ মহাযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান এবং সহিষ্ণুতা ব্রহ্মহত্যাদি জনিত মহাপাপ আশু নাশ করে, অন্য পাপের কথা কি।

"এনসাং স্থূল-সূক্ষ্মাণাং চিকীর্ষন্নপনোদনম্।
অবেত্যাচং জপেদব্দং যৎকিঞ্চেদ মিতীতি বা॥"২৫৩

যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাপক্ষয়ার্থী, অথবা উপপাতকাদি পাপ মোচনার্থী হইবে, সে "অবতি হেলো বরুণযোঃ" এই ঋক্, অথবা "যৎকিঞ্চেদং বরুণদেবো জলে" এই ঋক্, কিংবা "ইতি মে মনঃ" ইত্যেতৎ সূক্তমন্ত্র সংবৎসর ব্যাপিয়া প্রত্যহ একবার জপ করিবে।

পূর্ব্বোক্ত অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগুলি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর ভরতচন্দ্র শিরোমণি কৃত।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার প্রথমাধ্যায়ে—

"আ ষোড়শা দ্বাবিংশা চ্চতুর্বিংশাচ্চ বৎসরাৎ।
ব্রহ্ম-ক্ষত্র-বিশাং কাল উপনায়নিকঃ পরঃ॥ ৩৭
অত ঊর্দ্ধং পতন্ত্যেতে সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃতাঃ।
সাবিত্রী-পতিতা ব্রাত্যা ব্রাত্যস্তোমাদৃতে ক্রতোঃ॥" ৩৮

বশিষ্ঠ সংহিতার একাদশাধ্যায় শেষে—

"আষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্যাহনতীতঃ কালঃ, আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রিয়স্য, আচতুর্ব্বিংশাদ্ বৈশ্যস্য, অত ঊর্দ্ধং পতিত-সাবিত্রীকা ভবন্তি।
নৈনানুপনয়েন্নাধ্যাপয়েন্নযাজয়েন্নৈভি র্বিবাহয়েয়ুঃ।

পতিত-সাবিত্রীক উদ্দালক-ব্রতঞ্চরেৎ। তদ্ যথা ;

দ্বৌ মাসৌ যাবকেন বর্ত্তয়ে ন্মাসং মাক্ষিকে ণাষ্টরাত্রং ঘৃতেন ষড্রাত্র মযাচিতং ত্রিরাত্র মব্ভক্ষো হোরাত্র মেবোপবসেৎ। অশ্বমেধাবভৃথং গচ্ছেদ্, ব্রাত্যস্তোমেন বা যজেৎ।"

"উদ্দালক-ব্রতাচরণাশক্তৌ সপাদ-নব ধেনবঃ, তন্মূল্যং পাদোনাষ্টবিংশতি-কার্ষাপণা বা দেযাঃ।"

ভট্টরঘুনন্দন সঙ্কলিত স্মৃতি শাস্ত্রেও এইরূপ ব্যবস্থা আছে, যথা—

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

"ষোড়শাব্দো হি বিপ্রস্য রাজন্যস্য দ্বি-বিংশতিঃ।
বিংশতিঃ সচতুর্থী চ বৈশ্যস্য পরিকীর্ত্তিতা।
সাবিত্রী নাতিবর্ত্তেত, অত ঊর্দ্ধং নিবর্ত্ততে।"

যমবচনং—

"পতিতা যস্য সাবিত্রী দশবর্ষাণি পঞ্চ চ।
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ তথা রাজন্য-বৈশ্যযোঃ।
প্রায়শ্চিত্তং ভবেদেষাং প্রোবাচ বদতাং বরঃ।"

পৈঠীনসি বচনং—

"দ্বাদশ ষোড়শ বিংশতি শ্চেদতীতা, অবরুদ্ধকালা ভবন্তি। এতদ্দ্বাদশ-বর্ষাদূপরি ব্রাহ্মণাদীনাং মহাব্যাহৃতি-হোম-রূপ-প্রায়শ্চিত্তার্থং, ষোড়শ-বর্ষোপরি, গুরু প্রায়শ্চিত্তম্।"

শঙ্খ-লিখিতৌ—৮ :

"ব্রাত্য শ্চান্দ্রায়ণ ঞ্চরেৎ, গোপ্রদানঞ্চ কুর্য্যাৎ, চান্দ্রায়ণাশক্তৌ ধেন্বষ্টকং তন্মূল্যং বা সার্দ্ধ-দ্বাবিংশতি কার্ষাপণা, গোমূল্যং কার্ষাপণ একঃ, মিলিত্বা সার্দ্ধ ত্রয়োবিংশতি কার্ষাপণা দেযাঃ।"

পিতৃ-মাতৃ-রহিতস্য নিঃস্বস্য দেশোপপ্লবাদিনা পতিতসাবিত্রীকস্য বা বিষয়ে তু মনু-বিষ্ণূ—

"যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানুষ্ঠেত যথাবিধি।
তাং শ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথাবিধ্যুপনায়যেৎ॥"

কৃচ্ছ্রং=প্রাজাপত্যম্। তত্রয়াশক্তৌ ধেনুত্রযং, তন্মূল্যং নব-কার্ষাপণা বা দেযাঃ।

অর্থাৎ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর শাস্ত্রে বলেন, যে ব্রাহ্মণের ষোড়শ বর্ষ মধ্যে, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশতি বর্ষ মধ্যে, ও বৈশ্যের চতুর্বিংশতি বর্ষ মধ্যে, উপনয়ন সংস্কারে সাবিত্রী মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়, এই কাল অতিক্রম করিতে নাই। করিলে, সংস্কার কার্য্য নিবৃত্ত হয়।

যম বলেন, যে ব্রাহ্মণের বিশেষতঃ পঞ্চদশ বর্ষের পর, এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের যথাযথ বর্ষের পর সাবিত্রী পতিতা হইলে, শাস্ত্র-বেত্তৃগণের মতে তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

পৈঠীনসি বলেন, যে ব্রাহ্মণের দ্বাদশ বর্ষ, ক্ষত্রিয়ের ষোড়শ বর্ষ ও বৈশ্যের বিংশতি বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে উপনয়নের কাল অবরুদ্ধ হয়। তখন উপনয়ন সংস্কার করিতে হইলে, মহাব্যাহৃতি হোম

রূপ প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা জন্মে। তদনন্তর ব্রাহ্মণের ষোড়শ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশতি ও বৈশ্যের চতুর্বিংশতি বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে গুরু প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

শঙ্খসংহিতা ও লিখিতসংহিতায় উক্ত আছে, যে ব্রাত্যতা দোষ জন্মিলে একটি চান্দ্রায়ণ ব্রত ও একটি গো দান করিবে। চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠানে অশক্ত হইলে আটটি ধেনু অথবা তন্মূল্য সার্দ্ধ দ্বাবিংশতি কাহন কড়ি, এবং একটি গো বা তন্মূল্য এক কাহন কড়ি, তদুভয়ে সার্দ্ধ ত্রয়োবিংশতি কাহন কড়ি উৎসর্গ করিবে।

পিতৃ মাতৃহীন নিঃস্ব বা দেশবিপ্লবাদিতে সাবিত্রী-ভ্রষ্ট ব্যক্তি সম্বন্ধে মনুসংহিতা ও বিষ্ণুসংহিতার উপদেশ এই যে, যে সকল দ্বিজজাতীয়ের যথাসময়ে বা যথাবিধি সাবিত্রী মন্ত্র অনুষ্ঠিত না হয়, তাহাদিগকে তিনটি কৃচ্ছ্র বা প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করাইয়া যথা-বিধি উপনয়ন সংস্কার করাইতে হয়। ব্রতত্রয়ে অশক্ত হইলে তিনটি ধেনু বা তন্মূল্য নয় কাহন কড়ি উৎসর্গ করিতে হয়।

নির্ণয়সিন্ধু গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যে

"লুপ্তে কর্ম্মণি সর্ব্বত্র প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে।
প্রায়শ্চিত্তে কৃতে পশ্চাল্ লুপ্তং কর্ম্ম সমাচরেৎ॥"

নিত্য নৈমিত্তিকাদি সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম লুপ্ত হইলে প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। প্রায়শ্চিত্ত করণান্তর পুনরায় লুপ্তকর্ম্ম সমাচরণ করিবে।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকেশরী মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত বিধি এই—

"ক্ষামবত্যাদিনা যদ্বৎ কর্ম্মণা পূতনাপতে।
দৈবদোষাদকরণে জাতে দোষ-কদম্বকে।
হোমেনৈকেন সর্ব্বেষাং দোষাণাং ক্ষয মাদিশেৎ॥"

দৈবদোষ বশতঃ নিত্যকর্ম্মাদির অকরণ জন্য দোষ জন্মাইলে এক ক্ষামবতী হোমরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সকল দোষের ক্ষয় হয়, ইহা শাস্ত্রে কথিত আছে। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা সকল স্থানে প্রায়শ্চিত্ত কল্পিত হয়, প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হইলে সমস্ত দোষেরও ক্ষয় হয়।

রঘুনন্দনোদ্ধৃত মহাভারতে—

"যদ্যকার্য্যশতং কৃত্বা কৃতং গঙ্গাভিষেচনম্।
সর্ব্বং দহতি গঙ্গাম্ভস্তূলরাশি মিবা হনলঃ॥"

তেনৈবোদ্ধৃত স্কান্দ-ভবিষ্যযোঃ—

"স্নানমাত্রেণ গঙ্গাযাং পাপং ব্রহ্মবধাদিকম্।
ত্বরাধর্ষং কথং যাতি চিন্তযেদ্ যো বদেদপি।
তস্যাহহং প্রদদে পাপং কোটি-ব্রহ্মবধোদ্ভবম্॥
স্তুতিবাদ মিমং মত্বা কুম্ভীপাকে মহীযতে।
আকল্পং নরকং ভুক্ত্বা ততো জাযেত গর্দ্দভঃ॥"

শত শত অকার্য্য করিয়া গঙ্গাস্নান করিলে, অনলে তূলারাশির ন্যায় গঙ্গাম্বুতে সেই সকল পাপ ভস্মীভূত হয়।

যদি কেহ মনে করে বা মুখে বলে, যে অত্যুৎকট ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক গঙ্গাস্নান মাত্রে কিরূপে নষ্ট হয়, তাহা হইলে, তাহার কোটি ব্রহ্মহত্যা পাতক জন্মে'। যদি কেহ মনে করে, যে গঙ্গাস্নানে যে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ নষ্ট হয়, তাহা কেবল স্তুতিবাদ মাত্র, তাহা হইলে, যত দিন সৃষ্টি থাকে, তত দিন তাহার কুম্ভীপাক নরকে যন্ত্রণা ভোগ করত শেষে গর্দ্দভ জন্ম লাভ করিতে হয়।

প্রায়শ্চিত্ত-বিবেকে—

হরিনামাঽপি মহৎ প্রায়শ্চিত্তং প্রায়শ্চিত্তবর্গাণাং, যথা—

"হরি র্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈ রপি স্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাতকম্॥
নাম্নোঽস্য যাদৃশী শক্তিঃ পাপ-নির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ॥"

"কিরাত-হূনান্ধ্র পুলিন্দ-পুক্কসা
আভীর-কঙ্কা যবনাঃ খশাদয়ঃ।
যে ঽন্যেচ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুদ্ধ্যন্তি, তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥"*

মৎস্য সূক্তে প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে ৩৮ পটলে, (শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত)

"গায়ত্রী-পতিতো ব্রাত্যো, ব্রাত্যস্তোমেন সংস্কৃতঃ।
অশক্তে চৈব গঙ্গস্য চরেদৌদ্দালিকং ব্রতম্॥

* এই শ্লোকগুলির অনুবাদ পরবর্ত্তী ব্যবস্থাপত্রের অনুবাদে দ্রষ্টব্য।

দ্বৌ মাসৌ যাবকাহারো, মাসমেকং পয়ঃ পিবেৎ।
দধ্না চ পক্ষ মেকন্তু সপ্তরাত্রং ঘৃতেন তু॥
অযাচিতেন ষড্রাত্রং ত্রিরাত্রং বর্ত্তযেজ্জলৈঃ।
অহোরাত্রং ন ভুঞ্জীত ততঃ সংস্কার মর্হতি॥"
"পতিতা যস্য গায়ত্রী দশ বর্ষাণি পঞ্চ চ।
প্রায়শ্চিত্তং ভবেত্তস্য প্রোবাচ ভগবান্ শিবঃ॥
সশিখং বপনং কৃত্বা ব্রতং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
হবিষ্যং ভোজয়েদন্নং ব্রাহ্মণান্ সপ্ত পঞ্চ বা॥
একবিংশতিরাত্রন্তু পিবেৎ প্রসৃতি-যাবকম্।
ততো যাবক-শুদ্ধস্য তস্যোপনয়নং স্মৃতম্॥"
"ব্রতস্যাচরণাশক্তৌ কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণত্রয়ম্।
সাবিত্রী পতিতা যেষাং দেশকালাদি-বিপ্লবাৎ॥
চান্দ্রায়ণং চরেদ্ যস্তু ব্রতান্তে ধেনু মুৎসৃজেৎ।
ক্ষীরং বাপি পিবেন্মাসং দদ্যাদ্ গাং বৎসশালিনীম্॥"

সুতরাং পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবচনসকলে ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে, যে সুবর্ণবণিক্ জাতি সুদীর্ঘকাল উপনয়ন সংস্কারে বঞ্চিত হইলেও, তাঁহাদের বর্ত্তমান ব্রাত্যতা দোষ লঘু বা কৃচ্ছ সাধনে, সামান্য দানে, অথবা গঙ্গাস্নানে বা হরিনাম শ্রবণাদিতে সর্ব্বথা শোধনার্হ। এবং বণিক্‌গণের তদ্বিষয়ে চেষ্টা নিতান্ত প্রয়োজনীয়া।

অনুপনীত সুবর্ণবণিকের উপনয়ন সংস্কার জন্য প্রায়শ্চিত্ত সকলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

দান অধ্যয়ন ও বৈশ্যবৃত্তির অনুষ্ঠানরূপ তপস্যা থাকিলে, প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই।

কামকৃত ব্রাত্যতা জন্মিলে গুরু প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন; যথা—

১। ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞানুষ্ঠান, বা অশ্বমেধ যজ্ঞের অবভৃথ স্নান।

২। উদ্দালক ব্রতানুষ্ঠান। অথবা তাহাতে অশক্ত হইলে সপাদ নবধেনু বা তন্মূল্য * দান।

৩। ২১ দিবস পাঁচটি বা সাতটি ব্রাহ্মণকে হবিষ্যান্ন ভোজন করান, ও নিজে প্রসৃতি পরিমাণ যাবক বা যবমণ্ড পান।

৪। চান্দ্রায়ণ ব্রতাচরণ ও গোদান। তাহাতে অশক্ত হইলে গোসহিত ধেন্বষ্টক দান, অথবা তন্মূল্য ২৩৷৷ কাহন বরাটক দান।

৫। তিনটি প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ। তাহাতে অশক্ত হইলে ধেনুত্রয়, বা তন্মূল্য ৯ কাহন বরাটক দান।

অকামতঃ ব্রাত্যতায় লঘু প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন ; যথা—

১। এক অহোরাত্র উপবাস, এবং সাবিত্রী ও অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ।

২। বিশেষ বিশেষ মন্ত্র জপ।

৩। কামবতী হোম, অথবা মহাব্যাহৃতি হোমানুষ্ঠান।

---

* ধেনু মূল্য আঢ্য পক্ষে ৫ কাহন, সাধারণ পক্ষে ৩ কাহন বরাটক।

৪। গঙ্গাস্নান ও প্রণাম, যথা—

"সদ্যঃ পাতক-সংহন্ত্রী সদ্যো দুঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ॥

৫। হরিনাম স্মরণ শ্রবণ ও কীর্ত্তন।

উপনয়ন সংস্কারে দ্বিজাতিগণের বিশেষত্ব।

মনুসংহিতা মতে	ব্রাহ্মণের	ক্ষত্রিয়ের	বৈশ্যের
উপনয়নের সময় ২।৩৬ ভূমিষ্ঠের পর—	৬ বর্ষ ৩ মাসের পর ৭ বর্ষ ৩ মাস পর্য্যন্ত	৯ বর্ষ ৩ মাসের পর ১০ বর্ষ ৩ মাস পর্য্যন্ত	১০ বর্ষ ৩ মাসের পর ১১ বর্ষ ৩ মাস পর্য্যন্ত
২।৩৭ ব্রহ্মবর্চ্চস কামীর পক্ষে	৩ বর্ষ ৩ মাসের পর ৪ বর্ষ ৩ মাস পর্য্যন্ত		
ও বলার্থী ক্ষত্রিয়ের পক্ষে		৪ বর্ষ ৩ মাসের পর ৫ বর্ষ ৩ মাস পর্য্যন্ত	
ঈহার্থী বৈশ্যের পক্ষে			৬ বর্ষ ৩ মাসের পর ৭ বর্ষ ৩ মাস পর্য্যন্ত
২।৩৮ উপনয়ন কালের অবধি*	১৫ বর্ষ ৩ মাস পর্য্যন্ত	২১ বর্ষ ৩ মাস পর্য্যন্ত	২৩ বর্ষ ৩ মাস পর্য্যন্ত

* এই কাল অতিক্রম হইলে ব্রাত্যতা দোষ জন্মে। তখন বিনা প্রায়শ্চিত্তে আর উপনয়ন হয় না।

মনুসংহিতা মতে	ব্রাহ্মণের	ক্ষত্রিয়ের	বৈশ্যের
২।৪১ অধোবসন—	শণ বস্ত্র	ক্ষৌম বসন (তসর)	মেষ লোম বস্ত্র
উত্তরীয়—	কৃষ্ণসার চর্ম্ম	রুরু চর্ম্ম	ছাগ চর্ম্ম
	(এণঃ কৃষ্ণমৃগঃ স্মৃতঃ)	(রুরু গৌরমৃগঃ প্রোক্তঃ)	
২।৪২ ত্রিগুণিত মেখলা	মুঞ্জময়ী	মূর্ব্বামযী	শণতন্তুময়ী
২।৪৩ অভাবে—	কুশময়ী	অশ্মান্তক তৃণময়ী	বল্বজ (উলু) তৃণময়ী
২।৪৪ উপবীত—	কার্পাস সূত্র	শণসূত্র	মেষলোম সূত্র
২।৪৫ দণ্ডের কাষ্ঠ	বিল্ব বা পলাশ	বট বা খদির	পীলু (তাল) বা উডুম্বর
২।৪৬ দণ্ডের দৈর্ঘ্য	কেশ পর্য্যন্ত	ললাট পর্য্যন্ত	নাসা পর্য্যন্ত
২।৪৯ ভিক্ষা বাক্য	ভবতি ভিক্ষাং দেহি	ভিক্ষাং ভবতি দেহি	ভিক্ষাং দেহি ভবতি
২।৬২ আচমনার্থ জল গ্রহণ	হৃদয় পর্য্যন্ত গত	কণ্ঠ পর্য্যন্ত গত	মুখবিবর গত
২।৬৫ কেশান্ত সংস্কার	ষোড়শ বর্ষে	দ্বাবিংশ বর্ষে	চতুর্ব্বিংশ বর্ষে
২।১২৭ কুশলাদি প্রশ্নবাক্য	কুশল	অনাময়	ক্ষেম
২।১৫৫ শ্রেষ্ঠত্বসূচক পদার্থ	জ্ঞান	বীর্য্য	ধনধান্য
৫।৮৩ পূর্ণাশৌচ কাল	দশাহ	দ্বাদশাহ	পঞ্চদশাহ

বৈশ্যগণের স্ব স্ব নামের উপপদ।

মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়,

"মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ, ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্।
বৈশ্যস্য ধন-সংযুক্তং, শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্॥ ৩১
শর্ম্মবদ্ ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্, রাজ্ঞো রক্ষাসমন্বিতম্।
বৈশ্যস্য পুষ্টি-সংযুক্তং, শূদ্রস্য প্রৈষ্য-সংযুতম্॥" ৩২

শঙ্খসংহিতা ২য় অধ্যায়,

"নামধেয়ঞ্চ কর্ত্তব্যং বর্ণানাঞ্চ সমাক্ষরম্।
মাঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্যোক্তং, ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্॥ ২
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং, শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্।
শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্যোক্তং, বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য তু॥ ৩
ধনান্তং চৈব বৈশ্যস্য, দাসান্তং বান্ত্যজন্মনঃ।" ৪

কুল্লূকভট্টোদ্ধৃত যমবাক্য,

"শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য, বর্ম্মা ত্রাতা চ ভূভুজঃ।
ভূতি র্দত্তশ্চ বৈশ্যস্য, দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ॥"

রঘুনন্দনোদ্ধৃত যমবাক্যে ও উদ্বাহতত্ত্বেও এই পাঠ, কিন্তু সংস্কারতত্ত্বে পাঠান্তর—"ভূতিগুপ্ত শ্চ"।

বিষ্ণুপুরাণ, ৩য় অংশ, ১০ম অধ্যায়,

"শর্ম্মেতি ব্রাহ্মণস্যোক্তং, বর্ম্মেতি ক্ষত্রসংযুতম্।
গুপ্ত-দাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্য-শূদ্রয়োঃ॥"

কুল্লূকভট্টোদ্ধৃত বাক্যে পাঠান্তর—"শর্ম্মবদ্‌ ব্রাহ্মণস্যোক্তং"।

অতএব ব্রাহ্মণের উপপদ নাম—দেব ও শর্ম্মা।

ক্ষত্রিয়ের " "—ত্রাতা ও বর্ম্মা।

বৈশ্যের " "—ভূতি, ধন*, দত্ত ও গুপ্ত।

এবং শূদ্রের " "—দাস।

'গুপ্ত' পদটি মাতৃবর্ণ জন্য বৈদ্যেরা ব্যবহার করেন।

'দত্ত' পদটি অনেক সুবর্ণবণিকের বংশগত নাম; 'দেয়' 'আঢ্য' প্রভৃতি পদও তদ্রূপ।

'ভূতি' পদটি ধনবাচক ও পুষ্টিবাচক, এজন্য সুবর্ণবণিকের উপযুক্ত উপপদ।

এবং 'ধন' পদও যথারুচি ব্যবহৃত হইতে পারে।

কিন্তু বৈশ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে, পুনরায় 'দাস' পদটির ব্যবহার অযুক্ত।

স্ত্রীলোকের নামের উপপদ সম্বন্ধে শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত ও রঘুনন্দনোদ্ধৃত শাস্ত্র বচন এই—

"দেব্যন্তা শ্চ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাঃ, শূদ্রী দাস্যন্তকা স্মৃতা।"

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য আরও বলেন, যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের স্ত্রীনামে শর্ম্মন্‌ ও বর্ম্মন্‌ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ 'শর্ম্মণী' ও 'বর্ম্মণী' শব্দের ব্যবহার নাই। কিন্তু তিনি বৈশ্যা সম্বন্ধে 'ভূতি' শব্দের তদ্রূপ সাক্ষাৎ নিষেধ দেখান নাই, এবং ব্যাকরণ মতে 'ভূতি' শব্দটি

* ধন, বা ধনলক্ষণ 'আঢ্য' 'দেয়' 'দত্ত' প্রভৃতি বংশগত নাম।

সমরূপেই পুংলিঙ্গে ও স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হইতে পারে। সুতরাং সুবর্ণবণিক্ জাতীয় স্ত্রীলোকের নামের উপপদ যথারুচি 'দেবী' বা 'ভূতি' হইতে পারে। কিন্তু প্রচলিত প্রথার 'দাসী' নাম হইতে একেবারে 'দেবী' নাম গ্রহণে সহৃদয়তা প্রকাশ পায় না। সংস্কৃত নাটকেও দেখা যায়, যে কেবল ব্রাহ্মণী, ও ক্ষত্রিয় জাতি মধ্যে রাজমহিষীগণই 'দেবী' পদ বাচ্য হয়েন।

উপসংহার।

এতক্ষণে আর্য্যসমাজের চাতুর্ব্বর্ণ্যত্ব, তথায় বৈশ্যবর্ণের অবশ্য-ব্যাপ্তিত্ব ও দ্বিজাতিত্ব, সুবর্ণবণিকের ইতিহাস বৈশ্যত্ব ও বল্লালনিগ্রহে তদীয় বৈশ্যত্বের বহিরঙ্গলোপ এবং তৎসংস্কার জন্য শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা সকল যথানুক্রমে সঙ্কলিত ও প্রদর্শিত হইল। অতঃপর ইহাই বিবেচ্য, যে সুবর্ণবণিক্ জাতি প্রকৃতপক্ষে বৈশ্যকুল-সম্ভূত হইলেও, বঙ্গেশ্বর বল্লালসেনের আক্রোশজনিত কঠোর দণ্ডাজ্ঞায় অদ্য প্রায় আট শত বৎসর হইল, তাঁহারা যজ্ঞোপবীত বর্জ্জিত ও দেশমধ্যে শূদ্র জাতি বা সঙ্কর জাতি মধ্যে পরিগণিত হইয়া আসিতেছেন। এবং তাঁহারা নিজ নিজ কর্ম্মে ব্যবসায়ে ও সামাজিকতায় বহুতর বৈশ্যাচার এখনও পর্য্যন্ত পালন ও প্রদর্শন করিলেও, বিবিধ সঙ্কর ও শূদ্র জাতির সহিত সর্ব্বদা সহবাস জন্য অলক্ষিত ভাবে অনেক শূদ্রাচারও ইঁহাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অধুনা ইঁহা-দিগের মধ্যে বৈষ্ণবাচার প্রভূত পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইলেও, তৎ-সাধারণে বৈশ্যসন্ধ্যা-প্রকরণ ও বৈশ্যগায়ত্রী-জপ এক প্রকার লুপ্ত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং তজ্জন্য যদি সুবর্ণ-বণিক্‌গণের ব্রাত্যতা দোষ জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই বণিক্ সাধারণের পুনরায় সন্ধ্যা-বন্দনা ও গায়ত্রী-জপ দ্বারা তাঁহাদিগের সে দোষ খণ্ডিত হইতে পারে কি না? সর্ব্বথা, তাঁহাদিগের বৈশ্যত্ব কতটা বা কিরূপ সংস্করণীয়?

এতদ্বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের মনুসংহিতার একাদশ অধ্যায়ের ২৩৬ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যা ও স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের এতদ্বিষয়ক মত ইতি পূর্ব্বেই বিবৃত করা হইয়াছে। পরন্তু এতাবৎ আরও দুই চারি খানি সংস্কৃত ব্যবস্থাপত্র সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে কতিপয় প্রখ্যাতনামা শাস্ত্রদর্শী অধ্যাপকের স্বাক্ষরিত এক খানি ব্যবস্থা পত্রই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা পরলোকগত শিবচন্দ্র মল্লিক মহাশয় প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে অনেক যত্নে সংগ্রহ করেন, এবং ইহারই বিষয় এডুকেশন গেজেটের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত সংবাদপত্রে উল্লেখ করেন। সেই ব্যবস্থাপত্র খানি বঙ্গানুবাদ সহ অতঃপর প্রদর্শিত হইতেছে।

ব্যবস্থা-পত্রম্।

প্রশ্নঃ।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাণাং চতুর্ণাং বর্ণানাং মধ্যে সুবর্ণবণিক্ কতমো বর্ণঃ?

অস্যোত্তরং।

সুবর্ণবণিক্ বৈশ্যবর্ণ এব, নাত্র সন্দেহঃ, বণিজো বৈশ্যপর্য্যায়ত্বাৎ। সুবর্ণবণিক্ শব্দো যৌগিকঃ, নো পারিভাষিকঃ, অবয়বার্থস্য গম্যমানত্বাৎ। সুবর্ণস্য বণিক্, বাহুল্যেন সুবর্ণ-ব্যবসায়ী

বণিগিত্যর্থঃ। সুবর্ণং হিরণ্যং, বণিক্ বৈশ্যঃ। "বৈশেষ্যাত্তদ্বাদ স্তদ্বাদ" ইতি শ্রুতেঃ। অধিকেন ব্যপদেশা ভবন্তীতি ন্যায়াচ্চ। অথবা, সুবর্ণ শব্দেন তৈজসং বস্তুমাত্র মুচ্যতে। অতএব,

"স মৃণ্ময়ে বীত-হিরণ্ময়ত্বাৎ" ইতি কালিদাসঃ।

সুবর্ণ-হিরণ্যয়ো রেকার্থত্বাৎ। সুবর্ণ-রজতাদীনাং ক্রয়-বিক্রয়াদি-ব্যবহারস্য বৈশ্য-ব্যবসায়ত্বাৎ সর্ব্বসাধারণে ব্যক্ত এবায়মর্থঃ। মন্বাদি শাস্ত্রেষু চ সুস্পষ্টং অভিহিত এব। তত্র প্রদর্শনার্থং কতিপয় প্রামাণিক-বচনানি প্রদর্শ্যন্তে ; যথা

"পঠন্ দ্বিজো বাগৃষভত্ব মীয়াৎ
ক্ষত্রান্বয়ো ভূমিপতিত্ব মীয়াৎ।
বণিগ্ জনঃ পণ্যফলত্ব মীয়াৎ
শৃণ্বন্ হি শূদ্রো২পি মহত্ত্ব মীয়াৎ॥"

ইতি বাল্মীক রামায়ণং।

"স প্রোষিবানেত্য পুরং প্রবেক্ষ্যন্
শুশ্রাব ঘোষং ন জনৌঘজন্যম্।
আকর্ণয়ামাস ন বেদনাদান্
নচোপলেভে বণিজাং পণ্যায়াঃ॥"

ইতি ভট্টিকাব্যং॥

রামায়ণে ভট্টিকাব্যে চ বৈশ্যে বণিক্-শব্দ-প্রয়োগ-দৃষ্ট্যা, তত্র বণিক্ পদস্য শক্তিগ্রহণং আপ্তবাক্যত্বাৎ, শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমান-কোষাপ্তবাক্যাদ্ব্যবহারত শ্চেত্যাদি প্রমাণাৎ। অতএব,

"বৈশ্যস্তু ব্যবহর্ত্তা বিট্ বার্ত্তিকঃ পণিতো বণিক্"

ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ।

"শস্ত্রাস্ত্রভৃত্ত্বং ক্ষত্রস্য বণিক্ পশু-কৃষি বিশঃ।
আজীবনার্থং, ধর্ম্মাস্তু দান মধ্যয়নং যজিঃ॥" ১০।৭৯

"মণিমুক্তা-প্রবালানাং লোহানাং তান্তবস্য চ।
গন্ধানাঞ্চ রসানাঞ্চ বিদ্যাদর্ঘ-বলাবলম্॥" ৯।৩২৯

"ক্রয-বিক্রয মধ্বানং ভক্তঞ্চ সপরিব্যযম্।
যোগ-ক্ষেমঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বণিজো দাপযেৎ করান্॥" ৭।১২৭

"পঞ্চাশদ্ভাগ আদেযো রাজ্ঞা পশু-হিরণ্যযোঃ।
ধান্যানা'মষ্টমো ভাগঃ ষষ্ঠো দ্বাদশ এব বা॥" ৭।১৩০

"কারুকান্ শিল্পিন শ্চৈব শূদ্রাং শ্চাত্মোপজীবিনঃ।
একৈককং কারযেৎ কর্ম্ম মাসি মাসি মহীপতিঃ॥" ৭।১৩৮

"ধান্যেঽষ্টমং বিশাং শুল্কং বিংশং কার্ষাপণাবরম্।
কর্ম্মোপকরণাঃ শূদ্রাঃ কারবঃ শিল্পিন স্তথা॥" ১০।১২৮

ইতি মানবং।

অত্র "বণিজো দাপযেৎ করান্" ইতি প্রতীকেন বণিজো বৈশ্য-পর্য্যাযতা স্পষ্টতযাঽবগম্যতে। ততশ্চ 'সুবর্ণবণিক্' ইত্যনেন সুবর্ণব্যবসাযী বৈশ্য ইতি ফলিতং। নহি কদাচিৎ কুত্রচিদপি 'সুবর্ণবৈশ্য' ইতি জাত্যন্তরং দৃষ্টচর মস্তি। "কোঽসৌ বলি, তমাহ 'ধান্য' ইতি; ধান্যবিষযে উপচযে বৈশ্যানা মষ্টমং ভাগং শুল্কং আহারযেৎ। ধানান্যাং দ্বাদশোঽপি ভাগ উক্তঃ। আপদ্যযং

অষ্টম উচ্যতে, অত্যন্তাপদি প্রাগুক্ত শচতুর্থো বেদিতব্যঃ ; তথা হিরণ্যাদীনাং কার্ষাপণান্তানাং বিংশতিতমং ভাগং শুল্কং গৃহ্লীয়াৎ। তত্রাপি, 'পঞ্চাশদ্ভাগ আদেযো রাজ্ঞা পশু-হিরণ্যযো' রিত্যাদিনা পঞ্চাশদ্ভাগ উক্তঃ, আপদ্যযং বিংশ উচ্যতে। তথা শূদ্রাঃ, কারবঃ সূপকারাদযঃ, শিল্পিন স্তক্ষাদযঃ, কর্ম্মণৈবোপকুর্য্যস্তি, নতু তেভ্য আপদ্যপি করো গ্রাহ্যঃ" ইতি কুল্লূকভট্টঃ। এতেন মনুবচনানাং সর্ব্বেষা মেবৈকপ্রকরণীযত্বং প্রতীযতে। নতু বণিজো বাণিজ্য-ব্যবসাযিনো যস্য কস্যচিদ্বাচকশঙ্কাস্তীতি ভাবঃ।

"লাভ-কর্ম্ম তথা রত্নং গবাঞ্চ প্রতিপালনম্।
বাণিজ্যং কৃষিকর্ম্মাণি বৈশ্যবৃত্তি রুদাহৃতা ॥"
ইতি পারাশরীযং।

যানি লাভ-কর্ম্মাদীনি বণিজাং, তানি সর্ব্বাণি বৈশ্যবৃত্তিঃ। লাভ-কর্ম্ম কুশীদং বৃদ্ধ্যোপজীবন মিত্যর্থঃ। রত্নং মণিমুক্তাদি, তেন চ তৎ-পরীক্ষণ-ক্রয-বিক্রযৈঃ কুশীদাদীনাং বৈশ্যধর্ম্মত্ব মাহ, সুবর্ণরজতাদে রর্ঘ-পরিজ্ঞান-ক্রযাদিকং তৎ কর্ম্মেতি ব্যাখ্যেযং। লোহানাঞ্চ ইতি মনুপঠিতত্বাৎ লোহেতি সুবর্ণ-রজতাদি সর্ব্বধাতূনাং উপলক্ষণাৎ।

"মণি-মুক্তা-প্রবালানাং লোহানাং তান্তবস্য চ।
গন্ধানাঞ্চ রসানাঞ্চ-বিদ্যাদর্ঘ-বলাবলম্॥"
ইতি পরাশরভাষ্যে মাধবাচার্য্যঃ।

"বণিক্ কুশীদী দদ্যাত্তু বস্ত্র-গো-কাঞ্চনাদিকম্
কৃষীবলো হ্‌ন্ন-পানানি যান*-শয্যাসনানিচ ॥
পণ্যোভ্যো বিংশকং দদ্যাৎ পশু-স্বর্ণাদিকং শতম্ ।
বণিক্-কুশীদ্যদোষঃ স্যাদ্ ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূজনাৎ ॥"
ইত্যাহ্নিকতত্ত্বে বৃহস্পতিবচনং।

মনু-পরাশরাদি-মতানুযায্যহমরকোষান্তর্গত-বৈশ্যবর্গ-মধ্যে বৈশ্য-পর্য্যায-গণনাযাং বর্ণিগিতি নামৈকং, তত স্তদ্ব্যবসাযানাং বহূনাং দ্রব্যাণাং বিশেষতঃ সুবর্ণরজতাদীনাং নাম চ লিখিতং।

"বৈদেহকঃ সার্থবাহো নৈগমো বাণিজো বণিক্" ইতি।
সার্থবাহ শব্দস্য বৈশ্যপর্য্যাযতা সুপ্রসিদ্ধৈব। অতএব,
"অবন্তিপুর্য্যাং দ্বিজ সার্থবাহো
যুবা দরিদ্রঃ কিল চারুদত্তঃ।"
ইতি মৃচ্ছকটিক প্রকরণং।
তথা, "স্বর্ণং সুবর্ণং কনকং হিরণ্যং হেম হাটকং।"
"দুর্ব্বর্ণং রজতং রূপ্যং খর্জুরঃ শ্বেত মিত্যপি ॥"
ইতি।

এতদ্বৈপরীত্যেন ইতিহাসাদি নাম্না যদি কস্মিংশ্চিৎ সুবর্ণবণিক্ বৈশ্যেতরোহন্যঃ কশ্চিজ্জাতিবিশেষ ইদানীং প্রকাশ্যতে, তদৈতৈ-র্বক্ষ্যমাণৈ র্হেতুভি রস্মৎ-প্রদর্শিতৈঃ সো হপ্রামাণিক এবাহবশ্যং সুধীভি র্মন্তব্য এব। প্রথমতঃ, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা সর্ব্ববিদিতঃ

---

* 'ফল' ইতি বা।

প্রধানাভিধানকর্ত্তা হমরসিংহো নাম মহারাজাধিরাজ-বিক্রমাদিত্য-সভা-শোভমানো নবরত্ন-মধ্যে একং প্রধান-রত্নং মদ্‌গ্রন্থ প্রমাণং, বাচস্পতিমিশ্র-হেমাদ্রি-শূলপাণি-শ্রীধরস্বামি-রঘুনন্দন-প্রভৃত্যনেক-প্রাচীনাহর্ব্বাচীনৈঃ স্ব স্ব গ্রন্থ-প্রমাণার্থং স্বীকৃতং। যদি কস্মিং-শ্চিদিতি হেমাদ্রি-গ্রন্থে সুবর্ণবণিক্ জাতিগণনায়া মন্ত্যবিধ্যো রূর্ত্তেত, তদাহসৌ তং দৃষ্ট্বাহবশ্যমেব স্বকীয-গ্রন্থে হধারযিষ্যৎ। তচ্চাপি পণ্ডিত-সমাজে প্রত্যোষ্যতে। চতুর্ব্বিংশতি সংহিতা হষ্টাদশ পুরাণোপপুরাণানি অমরসিংহাহপঠিতাম্যাসন্, সুতরাং তত্তদ্‌গ্রন্থ-বিচার-মঞ্জরীক-মহারাজ-বিক্রমাদিত্যস্য সভামধ্যে হপ্যবিদিত মেতদ্ বচনং, এতদ্বচনং ন কে হপি বক্তু মুৎসহন্তে। যদ্যপি কস্মিংশ্চিদিতিহাসাদি-গ্রন্থে হমরার্থ-বৈপরীত্যেন সুবর্ণবণিজো বৈশ্যত্বো হন্যার্থে বর্ণন মস্তি, তদুক্তহেতো রপ্রমাণং, নাহত্র সন্দেহ, ইতি ভাবঃ। দ্বিতীযতঃ, যদ্যেবং কল্প্যতে, অথবা হমরসিংহেন তাদৃগিতিহাসো ন দৃষ্টঃ, দৃষ্ট্বাপি সুবর্ণবণিক্-জাতি-বিষযক-বচনে সত্যপি তদ্বিচারঃ স্বাভিধানে নাহধারি, ইতি বাঢং। তদা, নিরপেক্ষ-শাস্ত্রকর্ত্তা তৎপ্রকারক-বচনং দৃষ্ট্বাহপি নহি ধৃতং তত্র কিমপি মহৎকারণ মবশ্য মন্বেষ্যং ধীমদ্ভিঃ। নহ্যেতদ্‌বচনম্ পুরাণং পুরাণীয মিতি। অথবা স্মৃতিবিরুদ্ধং পুরাণবচন মপি ন প্রমাণং। তথাচ,

"শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণানাং বিরুদ্ধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তযো র্দ্বৈধে স্মৃতি র্বরা॥"

ইতি পুরাণ-প্রণেতা ব্যাসঃ। তৃতীয়তঃ, যদ্যেবং কল্প্যতে, এতদ্বচনং মন্বাদি সংহিতোক্তং পুরাণমধ্যে ধৃত মপি তদ্বচনং সূক্ষ্ম-হেতুবশাদমরসিংহেনাপ্রামাণ্যং কৃত্বা স্বগ্রন্থে নহি ধৃতং, তদগ্রাহ্যং, মন্বাদি সংহিতানাং বলবত্বাৎ। যথাহ বৃহস্পতিঃ—

"বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে॥" ইতি।

শ্রুতিরপি, "যৎকিঞ্চিন্মনু রবদত্তদ্ ভেষজম্" ইতি। বণিগর্থা-দ্বৈশ্যরূপাদ্ভিন্নোঽর্থো ন হ্যস্তি। সুবর্ণশব্দো গন্ধাদিশব্দশ্চ তদ্দেশীয-বণিক্-জনস্যাভিনবোপাধিরেব প্রত্যক্ষ-সিদ্ধঃ। যথা কাশী-প্রযাগ-মিথিলাঽযোধ্যা-মথুরা-বৃন্দাবন-কান্যকুব্জ-দ্রাবিড—প্রভৃতি-প্রাচীনদেশা, যত্র ধর্ম্মশাস্ত্রাদি-প্রবক্তারো মহর্ষিগণাঃ পণ্ডিতগণাশ্চাবতিষ্ঠন্তে, পুনঃ পুন রুদ্ভবন্তি চ, এবং তত্র সুধার্ম্মিকৈ রাজভির্যথাশাস্ত্রং রাজ্যশাসন মপি কৃতং, এতৎকালাবধি-বর্ত্তমানকাল-পর্য্যন্তং চতুর্ব্বর্ণা নিবসন্তি, তত্র বৈশ্যগণঃ সর্ব্বসাধারণৈঃ বণিগিতি শব্দেন প্রসিদ্ধোঽস্তি। সুবর্ণবণিজো গন্ধবণিজশ্চ পৃথক্ পৃথক্ জাতিত্বং দূরত স্তন্নামাপি কৈ র্ন শ্রুতং, কেবলং বঙ্গদেশীযানাং কিযৎ সংখ্যকানাং বৈশ্যানাং সুবর্ণবণিগিতি বিশেষণ মেবং, তচ্চাধুনিকং, নতু প্রামাণিকং সাধীয়ঃ। যথা ব্রাহ্মণাদীনাং রাঢ়ি-বৈদিক-বারেন্দ্র-শ্রেণ্যাদি বিশেষণ-মাধুনিকং। সচোপাধিঃ কশ্চিদ্ বাসস্থানোপলক্ষঃ, কশ্চিদ্বস্তু-বিষয-সম্বন্ধোপলক্ষঃ, কশ্চিদ্দ্ব্যাণা মাধিক্যেন ব্যবসাযনিবন্ধঃ, সাধারণ-জন-মুখত এবোৎপদ্যতে। যথা

ব্রাহ্মণাদীনাং রাঢ্যাদ্যুপাধয়ঃ, যথা বা পটবায-কায়স্থো বঙ্গজ-কায়স্থ ইত্যাদয়ঃ। বস্তুতো ন তেষাং কশ্চিদস্তি ভেদঃ। তথৈবতদ্দেশাযো বৈশ্য ইতোঽধিকং কি মনুমীযতে সুধীভিঃ। বণিজাং যদি বঙ্গদেশে সুবর্ণ-শব্দো বিশেষণ মাধুনিকং ন স্যাৎ, গন্ধবণিক্ সুবর্ণবণিগিতি নাম্না পৃথক্ পৃথক্ শূদ্রজাতিঃ স্যাৎ, তদেতৎ সর্ব্বং মতীবাশ্চর্য্যাস্পদং ভবতি, যৎ পূর্ব্বোক্ত-পশ্চিমদক্ষিণাদি-দেশেষু চাতুর্ব্বর্ণ্যৈ র্বহুসংখ্যকৈ র্মনুষ্যৈ র্নিবাসঃ ক্রিয়তে, তত্র গন্ধবণিজঃ সুবর্ণবণিজঃ কেচন ন সন্তি, মহদদ্ভুত মেতৎ। কিঞ্চ বঙ্গরাজ্য-নিবাসিনোঽসংখ্যকা লোকাঃ সন্তি, তত্র কেবলং ত্রয়ো বর্ণা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-শূদ্রাঃ সন্তি। তত্র কথং তদ্ভিন্নো বৈশ্যবর্ণো নহি দৃষ্টচরঃ। অতোঽনুমানং সুধিযা মুচিতং, সুবর্ণবণিজাং বৈশ্যেতরগণনা, তস্যাং বোধোঽপি ভ্রমনিবন্ধ এব। নান্যৎ কিঞ্চিৎ কারণং প্রদৃশ্যতে। এবং অযুক্তিসিদ্ধাঽসঙ্গত-বিষয়-সহকার-মধ্যে শাস্ত্র-প্রমাণ-সত্ত্বেঽপি তদগ্রাহ্যং, সুধীভি রিতি প্রতিপন্নং, যথা,

"কেবলং শাস্ত্র মাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন-বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

ইতি বার্হস্পত্যং প্রমাণং। তৎ সমস্ত-বৈশ্যগণ-রাজেন বল্লালসেনেন স্বকীয-কিঞ্চনোদ্দেশ-বিশেষ-বশতোঽন্যাযাচরণং আচরতা তন্মধ্যাত এবাঢ্যাংশ-জনোপরি বিশেষ-বিদ্বেষ-ভরেণ বাচা পতিতং কৃত্বা, তদবধি পতিত-প্রায়েণ গণনা কৃতা, ইদ মতীবাশ্চর্য্যং কিন্নবেতি।

ইদানীন্তন-রাজানাং কাঽস্তি শাপাঽনুগ্রহ-ক্ষমতা, যথাহ মনুঃ—

"বেদোক্ত মায়ুর্মর্ত্ত্যানা মাশিষশ্চৈব কর্ম্মণাম্।
ফলন্ত্যনুযুগং লোকে প্রভাবশ্চ শরীরিণাম্॥" ইতি।

যতস্তৎ সর্ব্বং নিতান্ত মশাস্ত্র মগ্রাহ্য ঞ্চাস্তি। তদবধি কেবলং লোকান্ বঞ্চয়িতুং তৎসম্বন্ধে জাতিমালা-সংগ্রহোঽপি সংগৃহীত এব। স চ যথার্থ-শাস্ত্র-বিপরীতঃ। স চাপি প্রাগুক্ত-ধর্ম্মশাস্ত্র-ক্ষেত্র-প্রাগেশাদ্যবিদিত-প্রযুক্তঃ, নিঃসন্দেহং প্রতারণার্থং প্রচারিতঃ স্বকপোল-কল্পিত এব জ্ঞায়তে। যদি কশ্চিদেবং পূর্ব্বপক্ষয়তি, রাজ্ঞো বল্লালসেনস্য সভায়াং মহামহোপাধ্যায়াঃ সর্ব্বশাস্ত্রালোচন-নিযোজিতা নিবসন্তি, তে চ শাস্ত্রাণাং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং বিচারয়ন্তি, কাঠিন্যং নিঃসারয়ন্তি চ, তে চ যাং সর্ব্বেষাং জাতিমালাং নির্ণয়ন্তি, সা চাঽবশ্যং সর্ব্বৈ র্মাননীয়া, নাত্র সন্দেহ ইতি। উত্তরং, রাজ্ঞো বল্লালসেনস্য সভায়াং সভ্যাদি-মধ্যে ঈদৃশো দিগ্বিজয়িনঃ কে প্রসিদ্ধাঃ, পণ্ডিতাঃ কিয়ন্তো বা আসন্। তেষাং কঃ কিংনামধেয়ঃ, কো বা কো বা কিং কিং প্রসিদ্ধং শাস্ত্রং প্রণীতবান্, কেষাঞ্চিদ্ ভারত-খণ্ডান্তর্ব্বর্ত্তিনাং এতাদৃশো বোধো নাস্তি। যৎ বল্লালসেন-সভায়াং নবরত্নাদিবদ্ বিখ্যাতাপন্নাঃ পণ্ডিতা আসন্, তৎ পিতৃ-ব্যাক্যেনৈবং প্রকাশো জগতি। যদি তদ্রাজ্যে মহান্তঃ পণ্ডিতা আসন্, তৎপিতা কান্যকুব্জ-দেশাৎ বহুক্লেশেনানীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণান্ স্বরাজ্যে কথং স্থাপিতবান্। যদি তদ্বংশাবল্যাং পঞ্চভ্যোঽধিকো বিদ্বান্ অথবা জ্ঞানবান্ কশ্চিদাসীত্তদা তৎপ্রকাশো হবশ্যং অভবিষ্যৎ। কেবলং মুখোপাধ্যায়-বন্দ্যোপাধ্যায়-চট্টোপাধ্যায়-

গঙ্গোপাধ্যায-ঘোষালেতি নাম্না কুলীনাঃ পঞ্চ আসন্ তৎসময়াৎ কিয়ৎশত-বর্ষেভ্যোঽপি বা। মহাত্মনো বিক্রমাদিত্যস্য তথা ভোজরাজস্য সভাযাং মহামহোপাধ্যাযাঃ সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা দিগ্বিজযিনঃ পণ্ডিতাঃ, ধন্বন্তরী-ক্ষপণকাঽমরসিংহ-শঙ্কু-বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাস-বরাহ-মিহির-বররুচি-প্রভৃতযঃ তৎ-সভাযাং নিযুক্তা আসন্। তত্তন্মহাত্মনাং গুণাঃ যশাংসি চ প্রণীতা গ্রন্থাশ্চ লোকে দৃশ্যন্তে, প্রণীতা গ্রন্থাশ্চ বিজ্ঞান-বিবৃদ্ধ্যর্থং পঠ্যন্তে চ। কিঞ্চ, তৎসমস্ত-মহারাজানাং বিদ্যা-গুণগ্রহণ-কারণতো দানশক্ত্যা চাঽন্যাঽন্য-স্থানতঃ সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদানাং কেষাঞ্চিদ্বৈদান্তিকানাং কেষাঞ্চিদ্ নৈযাযিকানাং স্মার্ত্তানাং পৌরাণিকানাং জ্যোতির্ব্বিদাঞ্চ নানাগুণরাশিকানাং কবিতাদিশক্তিশালিনাং সমাগমঃ সর্ব্বজন-সুগোচর আসীৎ। অস্তি তাদৃশসভাযাং আচার-বিচার-ধর্ম্মশাস্ত্র-বিদ্যা-সমস্যাপূরণ-কবিতাদিকানাং সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মতা-বিষযক মালোচন মসংশয মাসীৎ। যদেতদ্বিশ্বব্যাপ্তং, এতাদৃশসমযে কিং পণ্ডিতাভাবস্য শাস্ত্রোল্লঙ্ঘনস্য শাস্ত্রানুশীলনস্য চ সম্ভাবনা ভবিতু মর্হতি। ভগবৎ-শ্রীরামচন্দ্র-কৃষ্ণচন্দ্র-পাণ্ডব-পরীক্ষিৎ-জন্মেজয-বিক্রমাদিত্য-প্রভৃতযো ধার্ম্মিকবরা রাজানঃ, তথা ধর্ম্মশাস্ত্রাদিবক্তৃ-মন্বাদি-শুকাদি-মহর্ষযঃ, তদনু শঙ্করাচার্য্য-মাধবাচার্য্য-বিজ্ঞানেশ্বরাচার্য্য-মাধবাচার্য্য-চূড়ামণি-ভবদেবভট্ট-ময়ূরভট্ট-কুল্লূকভট্ট-কালিদাস-বররুচ্যঽমরসিংহ--বল্লভা-চার্য্য-প্রভৃতযো বিখ্যাতাঃ পণ্ডিতাঃ। এতৈ র্ধর্ম্মশাস্ত্রীযো জাতি-মালা-প্রসঙ্গো ন কৃতো, নো বা জ্ঞাতঃ, এতৈশ্চ য আচারো না

স্বীকৃতঃ নো বা বিজ্ঞাতঃ, বল্লালসেন-সভায়াং চতুর্ণাং পঞ্চানাং বা সামান্যানাং মুক্ত্যা জাতিমালায়াং তস্যাং কিং সত্যং প্রত্যয়ো ভবিতু মর্হতি। তথাচোক্তং—

যন্ন পশ্যতি পদ্মাক্ষী ভ্রষ্টাক্ষী কিং তদীক্ষতে।
প্রলাপ্যেকো হ্যবং ব্রূতে তত্র কাস্থা সতাং সতী॥

মহামহোপাধ্যায-বাচস্পতিমিশ্র-শূলপাণি-রঘুনন্দনভট্টাচার্য্য-প্রভৃতিভিঃ নব্যপণ্ডিতগণৈঃ বিক্রমাদিত্যাদনন্তরং ভোজরাজ-সভায়াং ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রধানায়াং বিশ্বাস্য মুক্তকণ্ঠং ব্যক্তীকৃত মেতৎ, যদ্ ভোজসভায়াং অনুক্তং যৎ যৎ প্রধানং প্রমাণং, যৎ যৎ পুরাণং, কিংবা হ্যন্যৎ যৎ কিঞ্চিৎ শাস্ত্রজাতং, তত্তদমূল মেব জ্ঞাতব্য মিতি। যদি বল্লালীয-মতানুযায়ি শাস্ত্রং সত্যং মূলসম্মতং ভবতি, তদা পূর্ব্বোক্তো মহাত্মা জনগণঃ কথং স্ব স্ব গ্রন্থে তৎপ্রচারং ন কৃতবান্। লোকসমাজে কথং বা তদাচরিত-ব্যবহারাণাঞ্চ চলনং নাসীৎ। এতদ্দেশীয়ো মহাত্মা স্মার্ত্তোপনামকঃ সর্ব্বদেশবিখ্যাতঃ পণ্ডিতো মহামহোপাধ্যায়ঃ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যো, যস্য মতে বঙ্গরাজ্যে সর্ব্বধর্ম্ম শ্চাচলাতে, তেন হি

"কুলশীল-বয়োবৃত্ত-বিত্তবদ্ভি রমৎসরৈঃ।
বণিগ্ভিঃ স্যাৎ কতিপয়ৈঃ কুলভূতৈ রধিষ্ঠিতম্॥"

ইতি কাত্যায়নীয়ং বচনং ধৃতং।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ-ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণস্থায়া ভার্গবরাম-কৃতাহভিনব-জাতিমালায়াঃ সমূলত্বং জ্ঞাত্বা, তদনুযায়ি-কাত্যায়ন-বচনস্য অন্য-

সমস্ত-বচনান্তর্গত-বণিগ্জাতিবিশেষস্য মীমাংসা হ্যবশ্যমেব কর্ত্তব্যা-সীৎ, অর্থাৎ তদ্বণিজোঽর্থঃ গন্ধবণিক্ স্বর্ণবণিক্ বেতি মীমাংসা কর্ত্তব্যাসীৎ ইহ বণিক্ শব্দার্থো গন্ধবণিক্ স্বর্ণবণিগিত্যর্থঃ, তেন হি ন কৃতো হ্যস্তি। ইহ যো বণিক্, তদতিরিক্তঃ স্বতন্ত্রতযা বণিগন্তর মস্তি, এবং প্রকারেণ পুরাণস্থাঽন্যান্য-জাতিমালাযাশ্চ যত্র যত্রান্যোন্যং বিরোধ স্তস্যাপি সিদ্ধান্তীকরণ মুচিত মাসীৎ। এতাবতা শাস্ত্রতো যুক্তিতশ্চ সর্ব্বতোভাবেন নিঃসন্দেহং সংপ্রতিপন্নোয মর্থঃ, যৎ স্বর্ণবণিক্ বৈশ্যভিন্নো হ্যন্যঃ কশ্চিজ্জাতি-বিশেষো নহ্যস্তি, চাসৌ বৈশ্য এবেতি নিশ্চযঃ।

ইতি সর্ব্ব-বিদ্বন্মত-বিরচিতা স্বর্ণবণিক্ বিষযক-ব্যবস্থা সমাপ্তা।

প্রশ্নঃ।

কিযদ্বর্ষশত-পর্য্যন্ত মনুপনীতানাং স্বর্ণবণিজাং শাস্ত্রসম্মত্যা উপনযনং বৈধং ভবতি কিং ন বা? কথঞ্চিদুপনযনস্য বৈধত্বে প্রথমতঃ প্রাযশ্চিত্তং কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যং ন বা।

অস্যোত্তরং। সামান্যাচারং দৃষ্ট্বা এতদ্দীর্ঘকালাবধ্যনুপনীতানাং (স্বর্ণ) বণিজাং পুনরুপনযন-বিধানং দুষ্করমিতি সকলানা মাপা-ততো বোধো জাযতে। তথা প্রাযশ্চিত্ত-সম্বন্ধে হ্যপ্যতিশয-সংশযো জাযতে। এতদ্রূপস্থলে ভগবান্মনু রবদৎ, যদ্যপি দুস্তরং পাতকং স্যাদথবা দুষ্করং কিমপি কার্য্যং স্যাৎ, তথাপি তৎসিদ্ধৌ উপাযঃ কেবলং তপ এব। তপসাঽসাধ্যং এতাদৃশং কিমপি কার্য্যং ন বরী-বৃত্যতে। তথা চ মনুসংহিতাযা মেকাদশাধ্যাযে শ্লোকঃ—

"যদ্দুস্তরং যদ্দুরাপং যদ্দুর্গং যচ্চ দুষ্করম্।
তৎ সর্ব্বং তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্॥" ইতি।
অপিচ। "ইত্যেতত্তপসো দেবা মহাভাগ্যং প্রচক্ষতে।
সর্ব্বস্যাস্য প্রপশ্যন্তস্তপসঃ পুণ্যমুত্তমম্॥"

চাতুর্ব্বর্ণ্য-তপস্যায়াং বিভাগেন মনু রলেখীৎ; যথা—ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং, ক্ষত্রিয়স্য প্রজারক্ষণং, বৈশ্যস্য বাণিজ্যং, শূদ্রস্য দ্বিজসেবন মিতি।

"ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্।
বৈশ্যস্য তু তপো বার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনম্॥"
"যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানূচ্যেত যথাবিধি।
তাংশ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথাবিধ্যুপনায়য়েৎ॥"

অতএব বণিগ্জনঃ সুবর্ণ-ক্রয়-বিক্রয়-বৃত্তিত্যাগ মকৃত্বা বংশাবলি-পর্য্যন্ত-সাধ্যবৃত্তি মধ্যে পুরুষানুক্রমেণ তৎপরিশ্রমে নিযুক্তো বর্ত্ততে। এবং যজ্ঞোপবীত-ধারণ-ব্যতিরিক্তা সর্ব্ব-ধর্ম্ম-দান-ধ্যান-পরম্পরা সাম্প্রত মপি চাচল্যতেতৈষাং। বণিগ্জনস্য তপো বলবদ্বিধায় ব্রতাদিঃ সর্ব্বদোষতো বিনির্ম্মুক্ত এব। কিঞ্চ, তদ্ধেতুত্বাৎ বল্লিনং* প্রতি মুনিনোক্তং যথা,—

"যজ্ঞাঽধ্যয়ন-দানানি কুর্য্যান্নিত্য মতন্দ্রিতঃ।
পিতৃকার্য্যপরশ্চৈব নরসিংহার্চ্চনাপরঃ॥" ইতি।

---

* 'বণিজং ইতি বা।

এতদ্বচন-প্রামাণ্যেন বৈশ্যবর্গো জন্মাবধি শ্রীনৃসিংহ-দেবস্য অর্থাৎ বিষ্ণো রবতারান্তরস্য মন্ত্রোপাসকঃ সর্ব্বজনগোচরোঽস্তি। তদনুযায়ী প্রকাশ-রূপেণ জনৈ দৃষ্ট এব, যৎ সুবর্ণবণিগ্‌বর্গ-মধ্যে সর্ব্বঃ পুরুষানুক্রমেণ পরমভাগবতো মহাত্ম-গোস্বামি-দত্ত-বিষ্ণু-মন্ত্রোপাসকঃ হরিভক্তি-পরায়ণ-বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়গণশ্চ। সুতরাং, বিষ্ণুমন্ত্রজপো হরিসংকীর্ত্তন ঞ্চৈতেষাং দিবানিশ মনিশ-স্তবতি। হরিনামাঽপি মহৎ প্রায়শ্চিত্তং প্রায়শ্চিত্তবর্গাণাং, যথা—

"হরি র্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈ রপি স্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াঽপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাতকম্॥"

ইতি প্রায়শ্চিত্তবিবেক-প্রভৃতি-ধৃত-বচনং প্রমাণং। তথা,—

"নাম্নোঽস্য যাদৃশী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ॥"

ইতি বচনঞ্চ। তন্মধ্যে নিত্য মনেক কার্য্য মস্তি, যথা—মহাভারতে অজামিলোপাখ্যানে, তথা শ্রীমদ্ভাগবতেঽপি সুস্পষ্টং প্রমাণং। যদ্যেকবারং ভগন্নামোচ্চারণেন তচ্ছ্রবণেন, কিংবা ভগবদ্ভক্ত-চরণ-গ্রহণেন মহাগর্হিতাঽসংখ্যাতিশয়পাতকাদি-নাশ-প্রকারেণাঽধমজনৈ রনায়াসেন মোক্ষলাভঃ ক্রিয়তেস্ম। কেবল মনুপনীতত্বেন ব্রাত্য-রূপো যো দোষঃ, অথবাঽন্যৎ কিঞ্চন প্রকারং পাতকং উপযুক্ত বিষ্ণূপাসকগণস্য স্পর্শকরণে নহি সাবকাশো ভবেদিতি। অতএব তৎসর্ব্ববংশাবল্যাঃ ক্রমেণাবিচ্ছেদেন পরম-মঙ্গল-স্বরূপ-ভগবচ্ছ্রী-

বিষ্ণো র্নাম্নো হ্যহরহঃ স্মরণ-কীর্ত্তন মতিপবিত্রং সর্ব্বপাপনাশকারণং প্রবল মস্তি, নাহত্র সংশয়ঃ। শ্রীমদ্ভাগবত বচনং—

"কিরাত-হূনান্ধ্র পুলিন্দ-পুক্কসা
আভীর-কাকা যবনাঃ খশাদয়ঃ।
যেহন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥"

অস্যার্থঃ, কিরাত-প্রভৃতয়ো জীবনাদি-পাপজাতীয়া ভগবদ্ভক্তাশ্রিতভবনেন শুদ্ধা ভবন্তি, ইতি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে ভগবতে নমোহস্তু।

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনো হয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতি র্বত মায়যা হলম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতি র্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যোজ্যমানঃ॥"

ইতি শ্রীধরস্বামি-টীকায়া মুক্তং। কথং তর্হি দ্বাদশাব্দাদিস্মরণং, ইত্যাহ প্রায়েণেতি। মহাজনো মন্বাদিঃ। অয়ং ভাবঃ, যথা—মৃতসঞ্জীবনৌষধ মজানন্তো বৈদ্যাঃ রোগনির্হরণায় কটুক-নিম্বাদীনি স্মরন্তি, তথা স্বয়ম্ভু-শম্ভু-প্রমুখ-দ্বাদশব্যতিরেকেণায়ং মহাজনোহতি-গুহ্য মিদ মজ্ঞাত্বা দ্বাদশাব্দিক মিদং স্মরতীতি। কিঞ্চ, মায়য়া অলং অতিশয়েন মধু মধুরং যথা ভবিতব্যংপুষ্পিতায়াং পুষ্পস্থানীয়ৈ-রর্থবাদৈ র্মনোহরায়াং, ত্রয্যাং জড়ীকৃতা নিবিষ্টা মতি র্যস্য, অতএব মহত্যপি কর্ম্মণি শ্রদ্ধয়া প্রদৃশ্যমানো নাল্পে প্রবর্ত্ততে। দৃশ্যতে হি প্রাকৃতস্য লোকস্য মহতি মন্ত্রাদৌ শ্রদ্ধা, অল্পে চাহশ্রদ্ধা। তস্মাদস্য

গ্রাহকো নাস্তীতি তৈ র্নোক্তং। যদ্বা, স্বাধীনঃ সিংহো নাস্তীতি এতাবতা শৃগালাদি-নিবারণাথ তং যথা ন নিযুজ্যতে, তথা তুচ্ছত্বাৎ পাপস্য ন তন্নিবারণায় পরম-মঙ্গল-হরের্নাম স্মরতীতি। যথা নাম-মাহাত্ম্যজ্ঞানে সর্ব্বমুক্তিপ্রসঙ্গা দিত্যেব মাদিকং গ্রন্থবিস্তার-ভয়ান্নাতি প্রপঞ্চয়তি। এতৎসমস্ত-কারণতো বিষ্ণু পাসকো যো বণিকুবর্গ-স্তস্যোপরি ব্রাত্যপ্রভৃতি কিমপি পাতকং নাহধিকরোতীতি তস্য নিত্যকর্ম্ম বিষ্ণুস্মরণার্চ্চনাদি কৃষ্ণোপনয়নঞ্চ কর্ত্তব্য মিতি সমস্ত-বিদ্বজ্জন-সম্মতি রস্তীতি।

শ্রীরামঃ শরণং	ওঁ
শ্রীমধুসূদন দেবশর্ম্মণাম্*	শ্রীতারিণীপ্রসাদ শর্ম্মণাম্§ বিক্রমপুরনিবাসিনাম্
শ্রীচন্দ্রমোহন শর্ম্মণাম্§ বিক্রমপুরনিবাসিনাম্	
	শ্রী দুর্গা
শ্রীবিশ্বেশ্বরো জয়তি	শরণম্
শ্রীভবশঙ্কর শর্ম্মণাম্†	শ্রীসর্ব্বানন্দ শর্ম্মণাম্‡

---

* অয়ং সুপ্রসিদ্ধনাম্নো নবদ্বীপনিবাসিনঃ শ্রীরামশিরোমণেঃ পুত্রো রাজকীয়-সংস্কৃতকলেজাখ্য-পাঠশালায়া ভূতপূর্ব্বঃ স্মৃতিশাস্ত্রাহধ্যাপকঃ স্মৃতিরত্নোপাধিক আসীৎ।

† অয়ং কলিকাতায়াং হাতীবাগানস্থ-চতুষ্পাঠীমধ্যে বিদ্যারত্নোপাধিকঃ প্রখ্যাতনামাহধ্যাপক আসীৎ।

‡ অয়মপি কলিকাতায়াং হাতীবাগানস্থ-চতুষ্পাঠীমধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদোহতি বৃদ্ধো ন্যায়বাগীশোপাধিকঃ সুপ্রসিদ্ধঃ অধ্যাপক আসীৎ।

§ বিক্রমপুরনিবাসিনো র্দ্বয়ো রধ্যাপকপণ্ডিতয়োঃ পরিচয়ো নাহদ্যাপি সম্প্রাপ্তঃ।

ব্যবস্থাপত্রের বঙ্গানুবাদ।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণমধ্যে সুবর্ণবণিক্ কোন্ বর্ণ?

উত্তর। বণিক্ শব্দ বৈশ্য শব্দের সমার্থকহেতু সুবর্ণবণিক্ জাতি নিশ্চয়ই বৈশ্যবর্ণ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বণিকের অবয়বার্থ (অথবা শ্রেণী) বোধকতা জন্য সুবর্ণবণিক্ শব্দটি যৌগিক শব্দ, পারিভাষিক অর্থাৎ শাস্ত্রীয় কোন ইঙ্গিতসূচক শব্দ নহে। ইহার অর্থ সুবর্ণের বণিক্, অর্থাৎ যে বণিক্ বাহুল্যরূপে সুবর্ণেরই ব্যবসায় করিয়া থাকেন। সুবর্ণশব্দের অর্থ হিরণ্য বা স্বর্ণ, এবং বণিক্ শব্দের অর্থ বৈশ্য। শ্রুতিতে আছে যে, "বিশেষত্ব প্রযুক্ত নামকরণ হয়", এবং ন্যায়শাস্ত্রেও বলে যে "কোন বিষয়ের আধিক্য প্রযুক্তই তদ্বোধক নামকরণ হয়। অথবা, সুবর্ণ বা হিরণ্য শব্দে তৈজস ধাতব বস্তুই বুঝায়, যথা—কালিদাসের রঘুবংশে বর্ণিত আছে যে "তিনি হিরণ্ময় পাত্রাভাবে মৃণ্ময় পাত্রে (অর্ঘ্যদান করিয়াছিলেন)"। সর্ব্বসাধারণে ব্যক্ত আছে যে, সুবর্ণরজতাদির ক্রয় বিক্রয়াদি বৃত্তিই বৈশ্যের ব্যবসায়, এবং ইহা মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে অতি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত আছে। ইহার উদাহরণ জন্য কতিপয় শাস্ত্রীয় প্রামাণিক বাক্য উল্লেখ করা যাইতেছে, যথা—

বাল্মীকি রামায়ণে—

"এই রামায়ণ পাঠ করিলে ব্রাহ্মণ বাক্‌পটুতা লাভ করে,

ক্ষত্রিয়সন্তান রাজ্য লাভ করে, বণিক্‌জন বাণিজ্য ফল লাভ করে, ও ইহা শ্রবণ করিলে শূদ্রও মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। (সুতরাং ইহা চতুবর্ণেরই উপকারী)।"

ভট্টিকাব্যে—

"ভরত (মাতুলালয়ে) প্রবাস করণান্তর (অযোধ্যা) পুরী প্রবেশ কালে (নাগরিক) জনগণের কোলাহল শুনিতে পাইলেন না, বেদধ্বনিও তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল না, এবং তিনি বণিক্‌গণের ব্যবসায়াড়ম্বরও দেখিতে পাইলেন না।"

বণিক্‌পদের শক্তিগ্রহ অর্থাৎ অর্থবোধক বৃত্তি এবং ঋষিবাক্যত্ব হেতুক রামায়ণে ও ভট্টিকাব্যে বৈশ্যার্থেই এই বণিক্ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হইতেছে। শব্দ সকলের শক্তিগ্রহও ব্যাকরণ উপমান অভিধান আপ্তবাক্য ব্যবহার প্রভৃতি প্রমাণেই নির্ণীত হইয়া থাকে। এইজন্য রাজনির্ঘণ্ট নামক অভিধানে দেখা যায় যে, ব্যবহর্ত্তা, বিট্, বার্ত্তিক, পণিত ও বণিক্ শব্দগুলি বৈশ্যার্থক।

মনুসংহিতাতেও দেখা যায়, যে—

"জীবিকা নির্ব্বাহ জন্য ক্ষত্রিয় অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিবে, এবং বৈশ্য বণিগ্‌বৃত্তি পশুপালন ও কৃষিকর্ম্ম করিবে, কিন্তু এই উভয় বর্ণেরই দান অধ্যয়ন ও যজ্ঞ ধর্ম্ম্য কর্ম্ম হইয়া থাকে।" ১০ম অধ্যায় ৭৯ শ্লোক।

"বৈশ্য মণি, মুক্তা, প্রবাল, সুবর্ণাদি ধাতু, বস্ত্র, কর্পূরাদি গন্ধদ্রব্য, লবণাদি রস, এই সকল বস্তুর উত্তমাধম মধ্যম ভেদে

মূল্যের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ স্থির করিবেন।” ৯ম অধ্যায় ৩২৯ শ্লোক।

“বাণিজ্য দ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয়ের মূল্য, তাহা কতদূর হইতে আনাত, পাথেয় ব্যয়, এবং চৌরাদি হইতে রক্ষণাবেক্ষণ জন্য তাহাতে যে ব্যয়, এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়া এবং তজ্জন্য যত ব্যয় হয় তাহা ধরিয়া, তদতিরিক্ত যাহা লব্ধ নিশ্চয় হইবে, তদনুসারে বাণিজ্য দ্রব্যাদির উপর বণিক্‌দিগের নিকট হইতে রাজা কর লইবেন।” ৭ম অধ্যায় ১২৭ শ্লোক।

“পশু ও সুবর্ণ সম্বন্ধীয় লভ্যের কর পঞ্চাশদ্ভাগের এক ভাগ, ধান্যাদি শস্য বিষয়ের কর (ক্ষেত্রের বলাবল এবং ভূমি বিশেষে পরিশ্রমের ন্যূনাধিক্য বিবেচনায়) ষষ্ঠ বা অষ্টম বা দ্বাদশ অংশের একাংশ রাজা লইবেন।” ৭ম অধ্যায় ১৩০ শ্লোক।

“কারুক, শিল্পিক, দাস পদবাচ্য শূদ্র, এবং যাহারা কায়িক পরিশ্রমে জীবিকা সাধন করে, সেই সকল ব্যক্তিকে রাজা মাসে মাসে এক এক দিন কর্ম্ম করাইয়া লইবেন।” ৭ম অধ্যায় ১৩৮ শ্লোক।

“বৈশ্যবর্ণের নিকট হইতে ধান্যাদি শস্যের অষ্টম ভাগ কর গ্রহণ করিবেন। সুবর্ণাদি কার্ষাপণ পর্য্যন্তের বিংশতি ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করিবেন। আর শূদ্র, কারুক এবং শিল্পিক জাতির নিকট কর গ্রহণ করিবেন না, তাহাদিগকে কর্ম্ম করাইয়া লইবেন।” ১০ম অধ্যায় ১২০ শ্লোক।

এই সকল বচনে বণিক্ ও বৈশ্য শব্দ একার্থে প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। সুতরাং সুবর্ণবণিক্ এই শব্দের ফলিতার্থ সুবর্ণব্যবসায়ী বৈশ্য মাত্র। যেহেতু 'সুবর্ণবৈশ্য' নামক অন্য কোন জাতি কোথাও বর্ত্তমান নাই, বা কোথাও কখন দেখা যায় নাই।

মনুসংহিতার ৭ম অধ্যায় ১২৭ শ্লোকে কথিত হইয়াছে, যে "বণিক্দিগের নিকট হইতে রাজা কর লইবেন"। সেই কর কি কি প্রকার, তাহারই বিবৃতি ১০ অধ্যায়ের ১২০ শ্লোকে রহিয়াছে। কুল্লূকভট্ট সেই শ্লোকের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা, "রাজা উপচিত ধান্য বিষয়ে বৈশ্যগণের নিকট হইতে অষ্টম ভাগ শুল্ক আহরণ করিবেন। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে কথিত হইয়াছে, যে ধান্যাদি শস্যে দ্বাদশ ভাগও কর লইবেন; সুতরাং ইহা অনাপৎ কালেরই জন্য। কিন্তু আপৎ কালে অষ্টম ভাগ ও অত্যন্তাপৎকালে পূর্ব্বোক্ত চতুর্থ ভাগই গ্রহণীয় জানিতে হইবে। এবং হিরণ্যাদি কার্ষাপণ পর্য্যন্তের বিংশতিতম ভাগ শুল্ক গ্রহণ করিবেন। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে আছে, যে 'পশু ও সুবর্ণ সম্বন্ধীয় লভ্যের কর পঞ্চাশভাগের এক ভাগ রাজা লইবেন'; এতদ্বারা পঞ্চাশভাগও উক্ত হইয়াছে, সুতরাং বুঝিতে হইবে যে তাহা অনাপৎ কালেরই জন্য। কিন্তু এখানে আপৎকালের জন্য বিংশাংশ উক্ত হইল। পরন্তু শূদ্র, সূপকারাদি কারুক, ও তক্ষাদি শিল্পিকগণের নিকট হইতে আপৎ বা অনাপৎ কোন

কালেই কর গ্রহণ করিবেন না, তাহাদিগকে কর্ম্ম করাইয়া লইবেন।”

অতএব (ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়স্থিত) মনুবচন সকলের একই প্রকার তাৎপর্য্য প্রতিপন্ন হইতেছে। (সুতরাং মনুসংহিতার এই সকল শ্লোকে বণিক্ ও বৈশ্য শব্দ একার্থক, এবং বৈশ্য ভিন্ন শূদ্রাদির নিকট রাজার কর গ্রহণ অনুচিত, এই উপদেশে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে বণিক্‌জাতি বৈশ্য ভিন্ন শূদ্র বা কারুক বা শিল্পিক জাতি নহে)। পরন্তু শাস্ত্রগ্রন্থে যে কোন বাণিজ্য ব্যব-সায়ীকে বণিক্ বলে না। পাছে ইহাতে কাহারও কোন সন্দেহ বা আশঙ্কা জন্মে, তজ্জন্য পরাশরসংহিতায় দেখা যায়, যে “লাভ-কর্ম্ম, রত্নব্যবসায়, গোপালন, বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্মই বৈশ্যবৃত্তি হইয়া থাকে”। অর্থাৎ, বণিক্‌গণের লাভকর্ম্ম প্রভৃতি কার্য্য সকলই বৈশ্যবৃত্তি। লাভকর্ম্মের অর্থ কুসীদ বা দত্তঋণের উপর বৃদ্ধি আদান। রত্ন শব্দের অর্থ মণিমুক্তাদি মহামূল্য পদার্থ। সুতরাং রত্নের পরীক্ষা ক্রয় ও বিক্রয়কেই রত্নব্যবসায় কহে। এই রত্নব্যবসায় ও কুসীদগ্রহণাদিই বৈশ্যধর্ম্ম। অর্থাৎ সুবর্ণরজতা-দিরও মূল্যজ্ঞান ও ক্রয়বিক্রয়াদি কার্য্য বৈশ্যবৃত্তি, কারণ মনু-সংহিতার ৯ম অধ্যায়ের ৩২৯ শ্লোকে যে, ‘লোহ’ শব্দ উল্লিখিত আছে, সেই লোহ শব্দ সুবর্ণ রজত প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ধাতুরই উপলক্ষণ মাত্র। তজ্জন্য পরাশর ভাষ্যে মাধবাচার্য্যও ঐ শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আহ্নিকতত্ত্বে বৃহস্পতিবচনও এইরূপ ; যথা—

"বণিক্ কুসীদজীবী হইয়া বস্ত্র গো ও সুবর্ণাদি দান করিবে, কৃষিজীবী হইয়া অন্ন পান শয্যা আসন যান * প্রভৃতি দান করিবে, এবং পণ্যদ্রব্যে বিংশাংশ ও পশু হিরণ্যাদিতে শতাংশ কর দিবে। ব্রাহ্মণসেবা জন্য বণিক্‌গণের কুসীদজীবিকায় দোষ হয় না।"

মনু পরাশর প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতৃগণের ন্যায় অমরসিংহ স্বরচিত কোষ গ্রন্থের বৈশ্যবর্গে বৈশ্যপর্য্যায মধ্যে 'বণিক্' এই একটি শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাহাদিগের ব্যবসায়ান্তর্গত বহুবিধ দ্রব্যের মধ্যে সুবর্ণ রজতাদির নামও লিখিয়াছেন। তাঁহার বৈশ্যপর্য্যায় এই এই, যথা—বৈদেহক, সার্থবাহ, নৈগম, বাণিজ, বণিক্ ইত্যাদি। 'সার্থবাহ' শব্দের বৈশ্যপর্য্যায়তা সুপ্রসিদ্ধ। অতি প্রাচীন মৃচ্ছকটিক নাটকে লিখিত আছে, যে "অবন্তিপুরীতে চারুদত্ত নামক একটি যুবা, দরিদ্র, উপনয়ন সংস্কার বিশিষ্ট সার্থবাহ ছিলেন।"

অমরকোষের সুবর্ণের পর্য্যায় এই এই; "স্বর্ণ, সুবর্ণ, কনক, হিরণ্য, হেম ও হাটক"। এবং রজতের পর্য্যায় এই এই; "দুর্ব্বর্ণ, রজত, রূপ্য, খর্জ্জুর ও শ্বেত"।

অতএব মনু পরাশরাদির ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী অমরসিংহের এই

---

* ফল (?)

কোষগ্রন্থের বিরুদ্ধে যদি কোন ইতিহাসাদি গ্রন্থে আধুনা প্রকাশিত হয়, যে সুবর্ণবণিক্ জাতি বৈশ্য ভিন্ন অপর কোন জাতিবিশেষ, তাহা হইলে আমরা অতঃপর যে কয়েকটি বক্ষ্যমাণ হেতু প্রদর্শন করিতেছি, তাহাতে সহৃদয় পণ্ডিতগণ বুঝিতে পারিবেন, যে উহা অবশ্যই অপ্রামাণিক।

প্রথমতঃ—সকলে জানেন যে সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা সর্ব্ববিষয়াভিজ্ঞ ও সর্ব্বপ্রধান কোষগ্রন্থ প্রণেতা অমরসিংহ মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভামধ্যে একটি শোভমান প্রধান রত্ন ছিলেন। যাঁহার কোষগ্রন্থকে বাচস্পতিমিশ্র হেমাদ্রি শূলপাণি শ্রীধরস্বামী রঘুনন্দনভট্টাচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্ব স্ব রচিত গ্রন্থের প্রমাণার্থ স্বীকার করিয়াছেন, সেই অমরকোষ গ্রন্থই আমাদিগের এই প্রবন্ধের প্রমাণ। 'যদি কোন গ্রন্থে' এইটি বলিবার তাৎপর্য্য এই, যে হেমাদ্রি স্বীয় গ্রন্থের জাতিগণনায় যদি সুবর্ণবণিক্‌কে অন্য প্রকার কহিয়া থাকেন, তাহা হইলে বলিতে হয়, যে তিনি এ বিষয়ে অমরকোষ দেখেন নাই। তাহা দেখিলে তিনি অবশ্যই তথায় সুবর্ণবণিক্‌কে বৈশ্য বলিয়া ধরিতেন, এবং তাহাতে পণ্ডিতসমাজেরও প্রত্যয় জন্মিত। অমরসিংহ চতুর্বিংশতি সংহিতা, অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ পাঠ করেন নাই, এবং সেই সেই গ্রন্থের বিচারক্ষম মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভামধ্যে হেমাদ্রিধৃত এই বচনটি অপরিজ্ঞাত ছিল, ইহা স্বীকার করিতে কাহারও সাহস হয় না। যদি কোন

ইতিহাসাদি গ্রন্থে এ প্রকার অমরার্থ-বৈপরীত্যে সুবর্ণবণিক্‌কে বৈশ্য ভিন্ন অন্য জাতি বলিয়া বর্ণিত থাকে, তাহা হইলে উহা পূর্ব্বোক্ত হেতুবশতঃ অপ্রামাণিক, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

দ্বিতীয়তঃ। যদি ইহাই কল্পনা করা যায়, যে কোন ইতিহাস গ্রন্থে সুবর্ণবণিক্‌কে বৈশ্য ভিন্ন অন্য জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ আছে সত্য, কিন্তু অমরসিংহ সে ইতিহাস কখনও দেখেন নাই, অথবা দেখিয়াও তিনি তদ্বিষয়ক বিচার ফল স্বীয় অভিধান গ্রন্থে উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, নিরপেক্ষ কোষকর্ত্তা হইয়া, এবং সে প্রকার ঐতিহাসিক বাক্যের অস্তিত্ব দেখিয়াও তিনি তাহা স্বীয় গ্রন্থে কেনই বা সন্নিবেশিত করিলেন না? সুতরাং ইহাতে অবশ্যই কোন বিশেষ কারণ আছে, এবং পণ্ডিতগণের তদনুসন্ধান কর্ত্তব্য; যেহেতু সেই ঐতিহাসিক বচনটি কোন পুরাণোক্ত বা পুরাণ সম্মত নহে! অথবা যদি তাহা কোন (আধুনিক) পুরাণ সম্মতই হয়, তাহা হইলেও, উহা স্মৃতি শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া অপ্রামাণিক। যেহেতু পুরাণ প্রণেতা স্বয়ং ভগবান্ বেদব্যাসই কহিয়াছেন, যে "যথায় শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণ শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ দেখা যায়, তথায় শ্রুতিই প্রমাণ, এবং যথায় কেবল স্মৃতি ও পুরাণ এতদুভয়ের বিরোধ থাকে তথায় স্মৃতিই বলবত্তরা হয়।"

তৃতীয়তঃ—যদি এ প্রকারও কল্পনা করা যায়, যে মন্বাদি ভিন্ন ভিন্ন যে সকল স্মৃতি শাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে কোনটিতে উক্ত ঐতি-

হাসিক বচন আছে, এবং তাহা পুরাণ মধ্যেও ধৃত আছে, অথচ তাহার হেতু সূক্ষ্ম বলিয়া অমরসিংহ তাহাকে অপ্রামাণিক বোধ করিয়া স্বীয় গ্রন্থে উহাকে সন্নিবেশিত করেন নাই। কিন্তু ইহা অগ্রাহ্য; কারণ, মন্বাদি স্মৃতি সকলের মধ্যে মনুস্মৃতিই সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। যেহেতু বৃহস্পতি বলিয়াছেন, যে "বেদার্থসকল উপনিবদ্ধ আছে বলিয়া মনুসংহিতাই সকল সংহিতার মধ্যে প্রধান। যে স্মৃতি মনুর বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে, তাহা প্রশংসনীয় নহে।" বেদেও উক্ত আছে যে, "যাহা কিছু মনু বলিয়াছেন, তাহাই পরম ঔষধ স্বরূপ।" ইতি।

অতএব 'বণিক্' শব্দের বৈশ্যার্থ ভিন্ন অন্য অর্থ নাই। এবং ইহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে ইহার উপপদে সুবর্ণ শব্দ ও গন্ধাদি শব্দ কেবল তদ্দেশবাসী বণিক্‌গণের আধুনিক উপাধি ভেদ মাত্র। কাশী প্রয়াগ মিথিলা অযোধ্যা মথুরা বৃন্দাবন কান্যকুব্জ দ্রাবিড় প্রভৃতি যে সকল প্রাচীন দেশ আছে, যথায় বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা মহর্ষি ও পণ্ডিতগণ বাস করেন ও সময়ে সময়ে তাঁহারা প্রাদুর্ভূত হয়েন, এবং যে সকল দেশে ধর্ম্মপরায়ণ নৃপতিগণ শাস্ত্রমতে রাজত্ব করিয়াছেন, সেই সকল দেশে পূর্ব্বাবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত চতুর্বর্ণ লোক বাস করিতেছেন, তথায় দেখা যায় যে সর্ব্বসাধারণ বৈশ্যগণ বণিক্ নামেই অভিহিত হইয়া থাকেন। তথায় সুবর্ণবণিক্ বা গন্ধবণিক্ নামে পৃথক্ পৃথক্ জাতি থাকা দূরে থাকুক, তাহাদের এই এই নাম পর্য্যন্তও শুনা যায় না।

কেবল মাত্র বঙ্গদেশেই কিয়ৎসংখ্যক বৈশ্যের সুবর্ণবণিক্ এই নাম-বিশেষণটি দেখা যায়, এই নামটি আধুনিক, কোন প্রামাণিক শাস্ত্রোক্ত নহে। তথায় ব্রাহ্মণাদি জাতিরও রাঢ়ী বৈদিক বারেন্দ্র প্রভৃতি আধুনিক শ্রেণী-বিশেষণ নাম আছে। এই সকল বিশেষণ-উপাধির কোনটি বাসস্থানকে উপলক্ষ করিয়া, কোনটি বস্তু বিশেষের বিষয় সম্বন্ধকে উপলক্ষ করিয়া, কোনটি বা বাণিজ্য দ্রব্যের কোন একটির আধিক্য নিবন্ধন, সাধারণ জন মুখেই উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র। যেমন ব্রাহ্মণদিগের রাঢ়ী প্রভৃতি উপাধিভেদ, কায়স্থদিগের পটবায় বঙ্গজ প্রভৃতি উপাধিভেদ ইত্যাদি বস্তুতঃ এই সকল আধুনিক উপাধিভেদে জাতির বা বর্ণের কোন ভেদ হয় না। সুতরাং (সুবর্ণ গন্ধাদি উপাধি ভেদ সত্ত্বেও) এতদ্দেশীয় বৈশ্যগণের বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, ইহা অপেক্ষা পণ্ডিতগণ আর কি অনুমান করিতে পারেন? যদ্যপি বঙ্গদেশে বৈশ্যগণের সুবর্ণ প্রভৃতি উপপদ বিশেষণ গুলি আধুনিক না হয়, সুবর্ণবণিক্ ও গন্ধবণিক্ এই দুই নামে যদি পৃথক্ পৃথক্ দুইটি শূদ্র জাতি থাকে, তাহা হইলে ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় হয়, যে পূর্ব্বোক্ত পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চল দেশ সকলে, যথায় বহু সংখ্যক চাতুর্বর্ণ্য মনুষ্য বাস করিতেছে, তথায় সুবর্ণবণিক্ ও গন্ধবণিক্ নামক কোন শূদ্র জাতি দেখিতে পাওয়া যায় না কেন? ইহা তো নিতান্তই অদ্ভুত! আবার দেখা যায় যে বঙ্গদেশেও বহুতর লোকের বাস রহিয়াছে, অথচ তথায় কেবল ব্রাহ্মণ

ক্ষত্রিয় ও শূদ্র এই তিনটি মাত্র বর্ণ থাকে, তদ্ভিন্ন বৈশ্যবর্ণই বা কেন তথায় দেখা যায় না। অতএব পণ্ডিতগণের ইহাই অনুমান হয় যে, সুবর্ণবণিক্‌দিগকে বৈশ্যেতর বলিয়া গণনা করা, অথবা ইহা বিশ্বাস করা ভ্রম নিবন্ধ মাত্র। ইহা ভিন্ন অন্য কোন কারণই দেখিতে পাওআ যায় না। সুতরাং শাস্ত্র প্রমাণ থাকিতেও এ প্রকার অযুক্তি-সিদ্ধ ও অসঙ্গত বিষয় কখনই পণ্ডিতগণের গ্রাহ্য হইতে পারে না, তাঁহারা বৃহস্পতি-বাক্যে ইহা প্রতিপন্ন করেন, যে "কেবল শাস্ত্রবাক্য মাত্র আশ্রয় করিয়া কোন বিষয়ের মীমাংসা নির্ণীত হইতে পারে না, তাহাতে যুক্তিও আবশ্যক। যুক্তিহীন বিচারের ধর্ম্মহানি হইয়া থাকে।"

(কথিত আছে যে) ভূপতি বল্লালসেন সমস্ত বৈশ্যগণের প্রতি প্রভুত্ব প্রকাশ করত নিজের কোন উদ্দেশ্য সাধন জন্য তাঁহাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আবার কোন বিশেষ আঢ্য ব্যক্তির উপর তাঁহার সমধিক আক্রোশ জন্মে, সেই জন্য তিনি তাঁহার নিজের আজ্ঞায় বৈশ্যগণকে পতিত করিয়াছেন। সেই জন্য বঙ্গে বৈশ্যগণ প্রায় পতিত বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকেন। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় কি না? ইদানীন্তন রাজগণের শাপানুগ্রহের কি ক্ষমতা আছে, (যে তাঁহারা ইচ্ছামতে উৎকৃষ্ট জাতিকে নিকৃষ্ট, বা নিকৃষ্ট জাতিকে উৎকৃষ্ট করিতে পারেন?) মনু কহিয়াছেন, যে "মর্ত্ত্যজীবের পরমায়ু বেদোক্ত শতবর্ষ মাত্রই হইয়া থাকে, কর্ম্মগুণেই তাহাদের আশী-

র্ব্বাদে ফলবান্ হয়, এবং স্থূল শরীরেই তাহারা স্ব স্ব প্রভাব প্রকাশ করিতে পারে মাত্র, ইহা প্রতিযুগে এইরূপই হইয়া থাকে।” অতএব বল্লালসেনের তত্তৎকার্য্য নিতান্ত শাস্ত্রবহির্ভূত ও অন্যায়-সম্ভূত হইয়াছিল, এবং সেই অবধিই লোক সকলকে বঞ্চিত করিবার জন্যই তৎসম্বন্ধে আধুনিক বিবিধ জাতিমালা-গ্রন্থের কুলবার সঙ্কলন হইয়াছে। এই সকল জাতিমালা-গ্রন্থ যথার্থ শাস্ত্রের বিপরীত, এবং ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত কুরুক্ষেত্রাদি ও প্রাগ্‌দেশাদি দেশ সকলে একেবারে অপরিজ্ঞাত। সুতরাং এই সকল জাতিমালা-গ্রন্থ (বল্লালরাজ-প্রসাদনার্থ তৎপ্রযুক্ত ব্যক্তিগণের) স্বকপোল কল্পিত এবং নিঃসন্দেহ অপরকে প্রতারিত করণার্থ প্রচারিত মাত্র।

এ বিষয়ে যদি কেহ এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করেন, যে বল্লালসেন রাজার সভামধ্যে যে সকল সর্ব্বশাস্ত্রালোচনশীল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত থাকিতেন, তাঁহারা শাস্ত্র সকলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মর্ম্ম বোধে সমর্থ, তত্তদ্বিচারে সক্ষম ও তাহার কাঠিন্য নিঃসারণে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহারা (সুবিচার পূর্ব্বক) সকল লোকের যে জাতি-মালা নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা অবশ্যই সকলের মাননীয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার উত্তর এই যে, রাজা বল্লাল-সেনের সভায় সভ্যগণমধ্যে এ প্রকার কে কে বা কতগুলি দিগ্বি-জয়ী পণ্ডিত ছিলেন? তাঁহাদের নামই বা কি কি? এবং কে কেই বা কোন্ কোন্ প্রসিদ্ধ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন? সমুদয়

ভারতবর্ষে কুত্রাপি কাহারও বিদিত নাই যে বল্লালসেনের সভা-মধ্যে নবরত্নাদিবৎ কোন পণ্ডিত ছিলেন কি না। তাঁহার পিতৃ-পুরুষের বৃত্তান্তেই ইহা জগতে প্রকাশিত আছে ; কারণ, যদি সেই রাজ্যে মহা মহা পণ্ডিত থাকিতেন, তাহা হইলে সেই আদি-শূর নৃপতিই বা তত কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক কান্যকুব্জ দেশ হইতে পাঁচটি বেদজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে আনাইয়া, তাঁহাদিগকে তত যত্নে স্বরাজ্যমধ্যে বাস করাইবার কেন চেষ্টা করিবেন ? যদি বা তদ্ব-ংশোৎপন্ন সেই পাঁচটির অধিক বিদ্বান্ বা জ্ঞানবান্ কেহ থাকি-তেন, তাহা হইলে সে বিষয়ও অবশ্য প্রকাশ হইত। কিন্তু তাহা না হইয়া আদিশূরের পর হইতে শতাধিক বর্ষমধ্যে বল্লালের সময়ে কেবলমাত্র মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গো-পাধ্যায় ও ঘোষাল নামক পাঁচটি ব্রাহ্মণ 'কুলীন' বলিয়াই বিদিত হইয়াছিলেন। (তৎপূর্ব্বে) মহাত্মা বিক্রমাদিত্যের ও ভোজ-রাজের সভায় সর্ব্বগুণালঙ্কৃত মহামহোপাধ্যায় দিগ্বিজয়ী বহুতর পণ্ডিত ছিলেন। সেই সেই সভায় ধন্বন্তরী, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির, বররুচি প্রভৃতি নানা পণ্ডিত নিযুক্ত থাকিতেন। সেই সকল মহাত্মার গুণ যশ ও প্রণীত গ্রন্থ সকলও লোকমধ্যে প্রচারিত আছে। সর্ব্বলোকে বিজ্ঞান বিবৃদ্ধি জন্য তাঁহাদের প্রণীত সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন। আবার সেই সেই নৃপতির গুণগ্রাহিতা বিদ্যোৎসাহিতা দানশৌণ্ডতা প্রভৃতির যশোরাশি বিস্তার হেতু অন্যান্য নানা দিগ্দেশ

হইতে সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ নানাবিধ বিদ্বজ্জনের তত্তৎসভায় সমাগম হইত, ইহাও সুপ্রসিদ্ধ। এই সকল বিদ্বজ্জনের মধ্যে কেহ কেহ বৈদান্তিক, কেহ কেহ নৈয়ায়িক, কেহ কেহ স্মার্ত্ত, কেহ কেহ পৌরাণিক, কেহ কেহ জ্যোতির্ব্বিদ্, কেহ কেহ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন, এবং কেহ কেহ বা অন্যান্য বিবিধ গুণরাশি-সম্পন্ন থাকিতেন। সুতরাং সেই সেই প্রকার সভায় আচার, বিচার, ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্যা, সমস্যাপূরণ, কবিতা প্রভৃতির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মতাবিষয়ক সমালোচনা নিঃসংশয়রূপেই হইত। যখন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই সমাচার সুবিদিত আছে, তখন তাদৃশ সময়ে কি বিদ্বজ্জনের অভাব, বা শাস্ত্রানুশীলনের অভাব, বা শাস্ত্রোল্লঙ্ঘন ভয় থাকিবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে? ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব, পরীক্ষিত, জনমেজয় বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি নানা ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা মনু প্রভৃতি ঋষিগণ ও শুকদেবাদি মহর্ষিগণও ছিলেন। তাঁহাদিগের পর শঙ্করাচার্য্য মাধবাচার্য্য বিজ্ঞানেশ্বরাচার্য্য মাধ্বাচার্য্য চূড়ামণি, ভবদেবভট্ট ময়ূরভট্ট কালিদাস বররুচি অমরসিংহ বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিত সকলও আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলে যে ধর্ম্মশাস্ত্র সঙ্গত জাতিমালার প্রসঙ্গ কখনও করেন নাই, বা শুনেন নাই, এবং তাঁহারা যে আচারের বিষয় কখনও স্বীকার করেন নাই, বা যাহা তাঁহারা কখনও জানিতে পারেন নাই, বল্লালসেনের সভাস্থ চারিটি বা পাঁচটি সামান্য ব্যক্তির উক্তিতে সেই আধুনিক জাতিমালায়

কি সজ্জনের প্রত্যয় জন্মিতে পারে? এইরূপ প্রবাদ আছে যে, "পদ্মাক্ষী যাহা দেখিতে না পান, ভ্রষ্টাক্ষী কি তাহা দেখিতে পারে? কোন ব্যক্তি প্রলাপোক্তিতে দুই প্রকার কথা কহিলে, সজ্জন ব্যক্তি কি তাহাতে আস্থাবান্ হইতে পারে?"

মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতিমিশ্র শূলপাণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি নব্য পণ্ডিতগণ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পর ভোজরাজের সভাকেও ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রধান বলিয়া স্বীকার করত মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যে যে প্রধান প্রমাণগ্রন্থ বা যে যে পুরাণ বা অন্য যাহা কিছু শাস্ত্রজাত বিষয় ভোজরাজের সভায় আলোচিত হয় নাই, তাহা অমূলক বলিয়া জানিতে হইবে। যদি বল্লাল মতাবলম্বী গ্রন্থ বা বচন সকল সত্য বা মূলশাস্ত্রসম্মত হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত মহাত্মগণ কেনই বা তাঁহাদের স্ব স্ব গ্রন্থে সেই সকল প্রচার না করিতেন? এবং সমগ্র লোকসমাজেই বা তৎপ্রচারিত ব্যবহার সকল কেন না প্রচলিত হইত? এতদ্দেশীয় স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্য নামক মহাত্মা সর্ব্বদেশবিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, যাঁহার মতে সমুদয় বঙ্গরাজ্যে ধর্ম্মবিষয়ক সকল বিষয়ই চলিতেছে, তিনি স্বীয় গ্রন্থে এই কাত্যায়ন বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—"সৎকুল সমুদ্ভূত মাৎসর্য্যহীন ধনবান্ ব্যবসায়পরায়ণ কুলশীলসম্পন্ন কতিপয় বর্ষীয়ান্ বণিক্ কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের প্রতিপত্তি রক্ষা হইতেছে।" যদি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও ভার্গবরাম কৃত (পরাশর-পদ্ধতি নামধেয়)

জাতিমালাকে তিনি সমূলক বলিয়া জানিতেন, তাহা হইলে তিনি তদুদ্ধৃত কাত্যায়ন বচনের বণিক্ পদকে তদনুনায়িকরূপে ইহারা কোন জাতিবিশিষ্ট অর্থাৎ সুবর্ণবণিক্ কি গন্ধবণিক্ ইহার একটা মীমাংসা অবশ্যই করিতেন। কিন্তু ঐই বচনের বণিক্ শব্দে তিনি সুবর্ণবণিক্ ও গন্ধবণিক্ দুইই জানিয়া সে প্রকার কোন মীমাংসা করেন নাই। এবং বণিক্ শব্দে এখানে যেদুই বণিক্‌কে তিনি বুঝিয়াছিলেন, তদতিরিক্ত অন্য কোন বণিক্‌জাতি আছে বলিয়া যদি তাঁহার উপরিউক্ত পুরাণান্তর্গত বা অন্য কোন জাতিমালায় পরস্পর-বিরুদ্ধ বচন সকলে আস্থা থাকিত, তাহা হইলে তিনি এখানে তাহার বিশেষরূপ সিদ্ধান্তীকরণ উচিত বোধ করিতেন, (কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই)। সুতরাং শাস্ত্রতঃ ও যুক্তিতঃ সর্ব্বতোভাবে ইহা নিঃসংশয় প্রতিপন্ন হইতেছে, যে সুবর্ণবণিক্ বৈশ্যব্যতীত অন্য কোন জাতিবিশেষ নহে, উহা নিশ্চয়ই বৈশ্য।

এই বিদ্বজ্জনগণের সর্ব্ববাদী মতসম্বলিত সুবর্ণবণিক্‌বিষয়ক

ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইল

প্রশ্ন।

কত শত বর্ষ পর্য্যন্ত সুবর্ণবণিক্‌গণ অনুপনীত থাকিলে তাহা-দিগের পুনরায় শাস্ত্র সম্মত উপনয়ন সংস্কার বৈধ বা অবৈধ হয়? এবং যদি কোনরূপে উহা বৈধ হয়, তাহা হইলে প্রথমতঃ কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন আছে, কি না?

উত্তর।

সচরাচর যে আচার ব্যবহার দেখা যায় তাহাতে এতাদৃশ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অনুপনীত সুবর্ণবণিক্‌গণের পুনর্ব্বার উপনয়ন সংস্কার দুষ্কর বলিয়াই আপাততঃ সকলের বোধ হয়, এবং প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধেও অতিশয় সংশয় জন্মে। এরূপ স্থলে ভগবান্ মনু কহিয়াছেন, যে যদি কোন পাতক অতি দুস্তর, অথবা কোন কার্য্য অতি দুষ্কর হয়, তথাপি তৎসিদ্ধির উপায় কেবল মাত্র তপস্যা। তপস্যার অসাধ্য কোন কার্য্যই থাকিতে পারে না। এতদ্বিষয়ে মনুসংহিতার একাদশ অধ্যায়ের ২৩৯ ও ২৪৫ শ্লোকের (মহামহোপাধ্যায় ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের) ব্যাখ্যা এই—

"যে বস্তু দুস্তর অর্থাৎ দুঃখেতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, যেমত দুষ্টগ্রহ সূচিত আপদ্, যাহা দুরাপ অর্থাৎ দুঃখেতে প্রাপণীয়, যেমত বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ্যাদি, ও যাহা দুঃখে গমনীয় অর্থাৎ সুমেরুর উপরি ভাগ প্রভৃতি, আর যাহা দুষ্কর, যেমত বহু গো প্রদানাদি, এ সকল তপস্যার অসাধ্য নহে; যেহেতু তপস্যা দুরতিক্রম হয়, অর্থাৎ তপস্যা দ্বারা দুষ্কর কার্য্য সুকর হয়।" এবং "(ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত জন্তুর যে দুর্লভ জন্ম, তাহা তপস্যায় হয়), দেবতারা ইহা দর্শন করত এই স্থাবর জঙ্গম জগৎকে তপোমূল, ইত্যাদি বাক্যে তপস্যার মাহাত্ম্য ও উৎকৃষ্ট পুণ্য কহিয়া থাকেন।"

চতুর্ব্বর্ণে এই তপস্যার বিভাগ সম্বন্ধে মনু লিখিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের প্রজারক্ষণ, বৈশ্যের বাণিজ্য ও শূদ্রের

দ্বিজসেবাই তপস্যা। এতদ্বিষয়ে মনুসংহিতার একাদশ অধ্যায়ের ২৩৬ ও ১৯২ শ্লোকের (উক্ত প্রকার) ব্যাখ্যা এই এই—

"ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্যাত্মক বেদান্তের বোধই তপস্যা, ক্ষত্রিয়ের তপঃ প্রজাপালন ও বৈশ্যের বাণিজ্য পশুপালনাদি তপস্যা। (ইহাতে এইটি সমুদিত হইল, যদ্যপি ব্রাহ্মণের উৎকট পাপজনিত দোষ জন্মে, যথাসম্ভব বেদাধ্যয়ন করিলে ঐ পাপ হইতে অনায়াসে ব্রাহ্মণ মুক্ত হয়। ক্ষত্রিয়ের যদ্যপি ঐরূপ দোষ জন্মে, ও প্রজা পালনাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান থাকে, তবে তাহাতে উক্ত পাপ ক্ষয় হইবে। সুবর্ণবণিকাদির যদি ব্রাত্যাদি দোষ জন্মে, তবে তাহার বাণিজ্যাদি স্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান থাকিলে অনায়াসে উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ইচ্ছা·ত উপনয়ন সংস্কারের যোগ্য হইবে, প্রায়শ্চিত্তান্তর অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা থাকিবে না)। শূদ্রের ব্রাহ্মণ-পরিচর্য্যাই তপস্যা, তাহাতেই শূদ্র কৃতকার্য্য হয়।" এবং "ব্রাহ্মণাদির উপনয়নে যে মুখ্যকল্প ও অনুকল্প বিধান কাল উক্ত আছে, উহাতে যদি উপনয়ন না হয়, তবে তদ্দোষ নিবারণ জন্য তিনটি প্রাজাপত্য করিয়া উপনয়ন দিবে। জাতি ও শক্তির অনুসারে ব্রাত্যস্তোম প্রায়শ্চিত্ত বিকল্প জানিবে।"

অতএব যখন এই বণিকেরা সুবর্ণের ক্রয় বিক্রয় রূপ ব্যবসায় পরিত্যাগ না করিয়া পুরুষানুক্রমে বাণিজ্য বৃত্তিতে থাকিয়া তাহাতেই বংশপরম্পরায় পরিশ্রম করিয়া আসিতেছে, এবং যখন যজ্ঞসূত্র ধারণ ব্যতীত দান ধ্যান প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম কার্য্য

সকল এখনও পর্য্যন্ত করিতেছে, তখন তাহাদিগের তপস্যা বল-বতী থাকা প্রযুক্ত তাহাদিগের অনুষ্ঠিত ব্রতাদি সকল সর্ব্ববিধ দোষ হইতে বিমুক্ত হইয়া রহিয়াছে। আরও, বণিরাজার* প্রতি মুনি কহিয়াছিলেন, যে—

—"সর্ব্বদা নিরালস্যভাবে যজ্ঞ দান ও অধ্যয়ন করিবে, ও পিতৃ-কার্য্য তৎপর এবং নৃসিংহসেবায় রত থাকিবে।" এই বাক্যের প্রামাণিকতা মতে বৈশ্যবর্ণ ব্যক্তি জন্মাবধি শ্রীনৃসিংহদেবের অর্থাৎ বিষ্ণুরই অবতারবিশেষের মন্ত্র উপাসনা করিয়া থাকেন, ইহা সকলেই জানেন। তদনুযায়িক ইহাও সকলে প্রকাশ্যতঃ দেখিতেছেন, যে সুবর্ণবণিকগণের মধ্যে সকলেই পুরুষানুক্রমে বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ এবং মহান্ত গোস্বামীদিগের শিষ্য হইয়া তৎ-প্রদত্ত বিষ্ণুমন্ত্রেরই উপাসনা করিয়া থাকেন, এবং তাঁহারা সকলে হরিভক্তি পরায়ণ ও বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী হয়েন। সুতরাং তাঁহাদের গৃহে বিষ্ণুমন্ত্র জপ ও হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন নিত্য ও অহর্নিশি হইয়া থাকে। প্রায়শ্চিত্ত বিধি সকলের মধ্যে হরিনামও মহৎ প্রায়শ্চিত্ত, যথা উক্ত আছে, "দুর্ম্মতি ব্যক্তিও হরিকে স্মরণ করিলে তিনি সর্ব্বপ্রকার পাপ নষ্ট করেন, যেমন অনিচ্ছাবশতও স্পর্শ করিলে অগ্নি সকল বস্তুই দহন করে।" প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক প্রভৃতি গ্রন্থে এই বাক্য উদ্ধৃত আছে। আরও একটি বাক্য

---

* 'বণিকের' ইতি বা।

আছে, যে "পাপ বিমোচন নিমিত্ত এই হরির নামে যত শক্তি আছে, পাতকী জন তত পাপ করিতে সমর্থ নহে।" এই সকল বচন মধ্যে অনেক নিত্যানুষ্ঠেয় কর্ম্মেরও উল্লেখ আছে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ মহাভারতের অজামিলোপাখ্যানে ও শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থেও বিবিধ উক্তি আছে। সুতরাং, অধম জনে, যদি একবারও ভগবানের নাম উচ্চারণ করে, বা সেই নাম অন্যের মুখ হইতে শ্রবণ করে, অথবা ভগবদ্ভক্ত জনের চরণাশ্রিত হয়, তাহা হইলে যখন তাহার মহাগর্হিত অসংখ্য ও অতিশয় পাতকাদিও নষ্ট হয়, এবং সে অনায়াসে মুক্তিলাভ করে। তখন কেবল মাত্র অনুপনীতত্ব হেতুক ব্রাত্যাদি রূপ যে দোষ অথবা যে কোন প্রকার পাতক হয়, তাহা কি উপযুক্ত বিষ্ণুপাসকগণের সংসর্গে মুক্তিলাভের অবকাশ পাইতে পারে না? অতএব সেই সুবর্ণবণিক্‌গণের বংশপরম্পরাক্রমে এবং অবিচ্ছেদে অনুষ্ঠিত পরম মঙ্গল স্বরূপ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অহরহঃ স্মরণ ও নাম সংকীর্ত্তন অতি পবিত্র ও সর্ব্বপাপ নাশ পক্ষে বলবৎ কারণ বলিয়া জানিতে হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোকের অর্থ এই, যে "কিরাত, হূন, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, কাক, যবন, খশ প্রভৃতি যে সকল বন্য ও ম্লেচ্ছ আজীবন পাতকী জাতি আছে, তাহারাও যে ভগবানের ভক্ত জনের আশ্রয় পাইয়া শুদ্ধ হয়, সেই প্রভবিষ্ণু ভগবান্‌কে নমস্কার করি।"

তবে (ব্রহ্মহত্যা রূপ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত জন্য মনুসংহিতার

একাদশ অধ্যায়ের ৭৩ শ্লোকে) যে দ্বাদশবার্ষিক ব্রতের ব্যবস্থা আছে, ইহার তাৎপর্য্য কি ? এতৎসম্বন্ধে শ্রীধরস্বামীর টীকায় একটি শ্লোক এই মর্ম্মে আছে, যে "এই শাস্ত্রকৃৎ মহাজন মায়া-দেবী দ্বারা নিতান্ত বিমোহিত-মতি হইয়া প্রায়ই এ বিষয় সম্যক্ বিদিত নহেন, এবং তিনি বেদের অতি মধুর ও মনোহর ত্রৈগুণ্য উপদেশেই মুগ্ধ ও আগ্রহাতিশয় হইয়া দীর্ঘানুষ্ঠেয় যজ্ঞাদি কর্ম্মেই সকলকে নিয়োজিত করেন"। এখানে 'মহাজন' শব্দে মনুই অভি-হিত হইয়াছেন। শ্লোকটির ভাবার্থ এই, যে যেমন (সাধারণতঃ) বৈদ্যগণ মৃত সঞ্জীবন ঔষধ না জানিয়াই, রোগোপশম জন্য নিম্বাদি কটুক পদার্থই ব্যবহার করেন, সেইরূপ স্বয়ম্ভু মনু প্রভৃতি দ্বাদশ ঋষি ব্যতীত ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজক এই মহাজন মনু সেই অতি-গুহ্য বিষয় না জানিয়াই এই দ্বাদশবার্ষিক-ব্রতের কথাই স্মরণ করিয়াছেন মাত্র। এবং তাঁহার বুদ্ধি মায়াতে অলঙ্কৃত হইয়া অতি মধুর ভাবে পুষ্পিত অর্থাৎ অর্থবাদে মনোহর ত্রয়ী শাস্ত্রে বিমুগ্ধ হইয়াছে, এইজন্য কৃচ্ছ্রসাধ্য কঠোর ব্রতেই তাঁহার শ্রদ্ধা দেখা যায়, আশুসাধ্য অল্প বিষয়ে প্রবৃত্তি হয় নাই। এজন্য প্রাকৃত লোকেরও সুদীর্ঘ মন্ত্রাদিতে শ্রদ্ধা ও স্বল্প বা সামান্য মন্ত্রে অনাস্থা দেখা যায়। ফলতঃ, ইহার যে কেহ গ্রাহক হয় না, ইহা তাঁহারা বলেন নাই। অথবা, যেমন সিংহ কাহারও স্বীয় আয়ত্ত-ধীন নয় বলিয়া, কেহ শৃগালাদির উৎপাত নিবারণ জন্য তাহার নিয়োগ করে না, সেইরূপ পাপকে তুচ্ছ বোধ করিয়া (কঠোর

ব্রতের অনুষ্ঠানকে অনাবশ্যক বোধে) তন্নিবারণ জন্য কেবল পরম মঙ্গলনিদান হরিনামই লোকে স্মরণ করিয়া থাকে। নাম মাহাত্ম্য জ্ঞানে যে সর্ব্ব প্রকার মুক্তিলাভ হয়; (ইহা একান্ত সত্য), গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে আর তাহা বিস্তারিত করা হইল না। এই সমস্ত কারণ বশতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে বণিক্‌গণ বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের উপর ব্রাত্যতা প্রভৃতি পাতকের অধিকার নাই। সুতরাং সমস্ত বিদ্বজ্জনের সম্মতি এই, যে সুবর্ণ বণিক্‌গণের নিত্যকর্ম্মভূত বিষ্ণুস্মরণ ও বিষ্ণুপূজা পূর্ব্বক উপনয়ন সংস্কার কর্ত্তব্য।

এই ব্যবস্থার মুল পত্র খানি কলিকাতা হাতীবাগানের চতুষ্পাঠীর ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন ও সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ, সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, এবং বিক্রমপুর নিবাসী তারিণীপ্রসাদ ও চন্দ্রমোহন নামক প্রাচীন অধ্যাপকদ্বয়ের স্বাক্ষরিত। শেষ দুই জন অধ্যাপকের উপাধি বা পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নাই।

অতঃপর শাস্ত্রদর্শী অধ্যাপক ও নিরপেক্ষ সহৃদয় বিদ্বজ্জনগণের নিকট নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের সুবিচার-পূর্ণ যুক্তি-যুক্ত মীমাংসা জন্য সবিনয়ে প্রার্থনা।

১। ধর্ম্ম পরায়ণ জনের স্বধর্ম্মরক্ষাহেতু, শাস্ত্রাভিজ্ঞ জনের শাস্ত্র মর্য্যাদা রক্ষাহেতু, এবং ভদ্র সমাজের ব্যক্তিগণের শিষ্টাচার

রক্ষাহেতু, উদ্ধত স্বভাব আক্রমণকারীর যথেচ্ছব্যবহার হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য, যদি কোন কঠোর উপায় অবলম্বন করা নিন্দনীয় না হয়; তাহা হইলে, ধনবান্ বল্লভানন্দ আঢ্য বঙ্গাধিপতি বল্লালসেনকে পুনঃ পুনঃ ঋণদান করিয়া, এবং নির্দ্ধারিত প্রতিশ্রুতি অনুসারে যথাসময়ে তাহার আদানে বঞ্চিত হইয়া স্বীয় বৃত্তির যোগক্ষেম প্রতিপালন জন্য, অর্থাৎ অনধিগত বস্তুর উপার্জ্জন ও উপার্জ্জিত বস্তুর সংরক্ষণ জন্য, উক্ত বল্লভানন্দের পুনরায় যাচমান বলালসেনকে ঋণদান অস্বীকার করাটি তাঁহার পক্ষে নিন্দনীয় অপরাধ হইয়াছিল কি না ?

২। বল্লভানন্দের পূর্ব্বোক্ত ব্যবহারে জাতক্রোধ বল্লাল নৃপতির নির্বিশেষে সমগ্র সুবর্ণবণিক্ জাতিকে নীচজাতীয় মধ্যে গণনা করিবার সঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞা যুক্তিযুক্ত বা শাস্ত্রসম্মত হইয়াছিল কি না ?

৩। পূর্ব্বোক্ত সঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বল্লালসেন যে সম্বিদ্রা ও কূর্ম নামক দুই জন ব্রাহ্মণের সহিত চক্রান্ত করিয়া ছলপূর্ব্বক শ্রীবিন্দ পহিনীকে গোহত্যাকারী ও নৃপঞ্জয় পোতাদারকে স্বর্ণস্তেয়ী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহা সাধুজনানুমোদনীয় বা ধর্ম্ম-সঙ্গত কি না ?

৪। পূর্ব্বোক্ত শ্রীবিন্দ পহিনী ও নৃপঞ্জয় পোতাদার গোহত্যা বা স্বর্ণচৌর্য্য অপরাধে, এবং ধনঞ্জয় কৃত কুলার্ণব মতে, কোন অনুল্লিখিতনামা বণিক্ স্বীয় মাতৃকর্ণাভরণের স্বর্ণচৌর্য্যাপরাধে

অপরাধী হইলেও, ধর্ম্মাধিকরণে অধিষ্ঠিত হইয়া ধর্ম্মরক্ষক নৃপতি বল্লালসেনের সমগ্র সুবর্ণবণিক্‌মণ্ডলীকে অপরাধী বলিয়া স্থির করা রাজধর্ম্মোপযোগী ন্যায়সঙ্গত বা শাস্ত্রসঙ্গত কার্য্য হইয়াছিল কি না? এবং তাঁহাদিগের প্রতি সেই কঠোর রাজদণ্ডাজ্ঞা সমীচীনা হইয়াছিল কি না?

৫। যজ্ঞানুষ্ঠান কালে বল্লালসেন কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া সুবর্ণবণিক্‌গণ যজ্ঞ সভায় বৈশ্যজনোচিত আসন ও সমাদর * প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভোজ্যদিবস ভোজ্যশালায় তাঁহাদিগের জন্য স্বতন্ত্র পংক্তি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; তখন শূদ্রগণ ভোজন জন্য তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলে সংস্পর্শহেতুক অভুক্তাবস্থায় তাঁহারা যে ভোজ্যশালা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, ইহা তাঁহাদিগের পক্ষে অশিষ্টাচরণ হইয়াছিল কি না †? এবং ভোজ্য-

---

* "স্থানান্যুপকল্পিতানি সগণানাং পৃথক্ পৃথক্।
ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং বণিজাং কাহন্তাজন্মনাম্॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা তথা সৎশূদ্রজাতয়ঃ।
নৃপেণামন্ত্রিতাঃ সর্ব্বে তত্র রাসেরসং গতাঃ॥"
(আনন্দভট্ট কৃত বল্লালচরিত, ২১শ অধ্যায়)

† "ভুজ্যমানেষু সর্ব্বেষু বল্লালেন মুদা সহ।
সৎশূদ্রাণাঙ্গণা যত্রাহগময়া ভোজন-শালিকাঃ।
স্পর্দ্ধবা বিবিশু র্ভোক্তুং বিশাং নু দৃশ্যতে স্থলী॥
তস্মিন্নবসরে বৈশ্যা মন্ত্রয়ন্তঃ পরস্পরম্।
উত্তস্থু র্নির্যাতুকামা তদানীং রাজ-সদ্মনঃ॥"
(ঐ ২২শ অধ্যায়)

শালাধ্যক্ষ ভীমসেন তাঁহাদিগের অভুক্তাবস্থায় ভোজ্যশালা পরিত্যাগের কারণ শ্রবণ করত, তাঁহাদিগকে যে বলিয়াছিলেন, "শূদ্রের আবার এতদূর স্পর্দ্ধা ?"* ইহা কর্ম্মকর্ত্তার পক্ষে শিষ্টাচার হইয়াছিল কি না ? এবং বল্লালসেনের তজ্জন্য সুবর্ণবণিক্-গণের উপর ক্রোধ প্রকাশ করা † যুক্তি সঙ্গত বা শিষ্টাচার-সঙ্গত হইয়াছিল কি না ?

৬। সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ রাজদণ্ডধারী নৃপতি বল্লালসেন রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যদিই সমগ্র সুবর্ণবণিক্ মণ্ডলীকে তাঁহার সেই কঠোর দণ্ডাজ্ঞায় অপরাধী স্থির করিলেন, তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে এই বণিক্‌গণের অপরাধ বা পাপ, পাতক উপপাতক বা মহাপাতক, ইহার কোন্ শ্রেণীভুক্ত হইবে ? এবং তাহার মোচন বা অবসানের কোন উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে কি না ?

৭। সুবর্ণবণিক্‌গণের অপরাধ যদি শাস্ত্রমতে কামকৃত পাতকাদি মধ্যে গণ্য না হয়, এবং তাহা যদি কেবল মাত্র জাতক্রোধ নৃপতির বিদ্বেষ জনিত নিষ্ঠুর আজ্ঞাতেই খ্যাপিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই রাজা ও তদ্বংশীয় গণের তিরোধান ও রাজ্যচ্যুতির সাত আট শত বৎসর পরেও, সদাচার নিষ্ঠ স্বধর্ম্মপরায়ণ ও সুবর্ণবাণিজ্যরত এই বণিক্‌গণের এতাবৎকাল বহুবিধ অবাচ্যবাদাদি

---

* "শূদ্রাণা মীদৃশী স্পর্দ্ধা, ইত্যুক্ত্বা তানবাক্ষিপৎ।"
(বল্লালচরিত, ২২শ অধ্যায়)

† বল্লালচরিত ত্রয়োবিংশ অধ্যায় দেখুন।

গ্লানি সহ্য করিয়াও, এক্ষণে তাঁহাদের স্বকীয় বৈশ্যবর্ণের গৌরব প্রাপ্তি উচিত বা সুরুচিসিদ্ধ হইতেছে কি না ?

৮। এক জনের কল্পিত পাপে যদি সমগ্র জাতিকে সেই পাপে লিপ্ত বলা যুক্তিযুক্ত হয়, তবে এক জনের প্রকৃত পুণ্যে তজ্জাতীয় সকলে কেন সেই পুণ্যের ফলভাজন না হয়েন ? সেই রূপ যদি শ্রীবিন্দ পহিনীর গোহত্যা (অর্থাৎ স্বর্ণময়ী গোমূর্ত্তির হত্যা) অপরাধে সমুদয় সুবর্ণবণিক্ জাতি সেই পাপে লিপ্ত হয়, এবং যদি নৃসিংহ পোতাদারের কল্পিত স্বর্ণ চৌর্য্য অপরাধে নির্বি-শেষে সুবর্ণবণিক্ ব্যক্তিমাত্রই সেই পাপে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে উদ্ধারণ দত্ত যে স্বীয় পুণ্য বলে প্রভু নিত্যানন্দ অবতারের সখ্য ও সাযুজ্য লাভ জন্য হিন্দুগণের পূজনীয় হইয়াছেন, তজ্জাতীয় সকল সুবর্ণবণিক্ কেন সে প্রকার মর্য্যাদা না প্রাপ্ত হয়েন ?

৯। আর্য্য বা হিন্দু শাস্ত্রের উপদেশ এই যে, সকল প্রকার পুণ্য ও সকল প্রকার পাপই ভোগে ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কোন-টিই অক্ষয় বা চিরন্তন নহে। আবার, অনেক পাপ প্রায়শ্চিত্তেও বিনষ্ট হয়। সুবর্ণবণিক্গণ যথেচ্ছাচারী বল্লাল নৃপতি কর্ত্তৃক বল পূর্ব্বক তাঁহাদের যজ্ঞোপবীত ও বৈশ্যোচিত বাহ্যাচার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহাদের ইচ্ছা বা উপায়ান্তর ছিল না। সুতরাং, অন্তরঙ্গ আচার ব্যবহারে এবং ব্যবসায়াদি কর্ম্মে বৈশ্যত্ব রক্ষা করিলেও, বাহ্যে তাঁহারা ব্রাত্য বা উপবীত হীন ও মাসাশৌচ গ্রহণাদি কতকগুলি শূদ্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সুবর্ণবণিক্গণের এই মাত্র পাপ কি অক্ষয় বা নিরবসান হইয়া থাকিবে ? না, এই সুদীর্ঘ আটশত বৎসর কাল নানা প্রকার গ্লানি বা সংযমনী ভোগে তাঁহাদিগের সেই অগত্যাজনিত পাপ ক্ষয় বা অবসান প্রাপ্ত হইবে ? অথবা পূর্ব্বোদ্ধৃত শাস্ত্রমতে এখনও তাঁহাদিগকে কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া শাস্ত্রমর্য্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে ও তাঁহাদিগকে স্বপদে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে, কি না ?

ইতি কস্যচিৎ সুবর্ণবণিজঃ ।

যাজক ব্রাহ্মণগণের নিকট প্রার্থনা।

সুবর্ণবণিগ্‌যাজক, পূজনীয় শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্মণগণ শ্রীচরণেষু প্রণতিপূর্ব্বক বিনীত নিবেদনম্।

আপনারা বিস্মৃত নহেন, যে আপনারা কেহ কেহ সারস্বত, কেহ কেহ কান্যকুব্জাগত পঞ্চগোত্রীয়, কেহ কেহ দাক্ষিণাত্য বা পাশ্চাত্য বেদপারগ বৈদিক ব্রাহ্মণগণের বংশসম্ভূত। আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বঙ্গদেশে আগমনাবধি বংশ পরম্পরাক্রমে বৈশ্যযাজী ছিলেন, এবং এখনও আপনারা সুবর্ণবণিক্ ভিন্ন কোন শূদ্রের যাজকতা করেন না। কুলাচার্য্য গোপালভট্ট ও আনন্দভট্ট তাঁহাদিগের স্ব স্ব রচিত বল্লালচরিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যে সুবর্ণবণিক্‌গণ বৈশ্যবর্ণ, কিন্তু বল্লালসেনের আক্রোশে তাঁহারা উপবীত ত্যাগে বাধ্য ও শূদ্রবৎ গণ্য হইয়াছেন। সুতরাং, তাঁহাদিগের এই নিগ্রহ বা পাতিত্য কোন শাস্ত্রোক্ত পাপজন্য নহে, কিন্তু কেবলমাত্র একটি উন্মার্গগামী রাজার আক্রোশজন্য। এবং তাঁহাদিগের যাজক বলিয়াই সেই আক্রোশের ফল স্বরূপ বঙ্গদেশে সাধারণে আপনাদিগকে "একজেতে" বা পতিত বলিয়া অনুমান করে। বস্তুতঃ আপনারাও শাস্ত্রমতে পতিত বা ভ্রষ্ট নহেন, কিন্তু অশূদ্রযাজী, বৈশ্যযাজী, নিষ্ঠাবান্ উচ্চকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ। সুবর্ণবণিক্‌গণের চিরাগত আচার ব্যবহারে এখনও অনেক বৈশ্যলক্ষণ বিদ্যমান থাকিলেও এই সাত আট শত বৎসর তাঁহারা শূদ্রবৎ

গণ্য হইয়া, এবং অন্যান্য শূদ্র জাতির সহিত একত্র সহবাস জন্য কালপ্রভাবে তাঁহারা প্রায়ই আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া মনে করেন, এবং কতকগুলি শূদ্রভাবও অলক্ষিত ভাবে ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আবার বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে তাঁহারা ভক্তি, তিতিক্ষা ও দৈন্যপ্রকাশেও বিলক্ষণ অভ্যাসিত হইয়াছেন। সেই জন্যই যজনকার্য্যে তাঁহাদিগের নামে 'দাস' পদ প্রয়োগ হয়, এবং হরিনাম মহামন্ত্রের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা দ্বিজজনোচ্চার্য্য প্রণব, স্বধা বা অন্য মন্ত্র স্থলে 'নমঃ' মন্ত্রমাত্র উচ্চারণ করিয়া ও কার্য্যশেষে 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন। আপনারাও তাঁহাদিগকে সেই রূপ যাজিত করেন। পরন্তু সত্যবস্তু মিথ্যাবরণে সুদীর্ঘকাল প্রচ্ছন্ন থাকিলেও তাহার প্রভাব নষ্ট হয় না, প্রগাঢ় মেঘে অধিকক্ষণ আচ্ছন্ন থাকিলেও সূর্য্যদেব নির্ব্বাপিত হয়েন না। পূর্ব্বোক্ত বল্লালচরিত গ্রন্থদ্বয় এক্ষণে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে; সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্ব, বল্লালের চরিত্র এবং তাঁহার আক্রোশজন্য বণিক্জাতির পাতিত্য তাহাতে স্পষ্ট লিখিত আছে। এদিকে, মনুসংহিতার ব্যাখ্যায় পরলোকগত অদ্বিতীয় স্মৃতিশাস্ত্রবেত্তা মহামহোপাধ্যায় ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় স্পষ্টাক্ষরে বঙ্গদেশবাসী সুবর্ণবণিক্‌কে বৈশ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এবং সেই মনুসংহিতার ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণে পণ্ডিতবর শ্রীযুত মথুরানাথ তর্করত্ন ও শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ও উক্ত শিরোমণি মহাশয়ের ব্যাখ্যা

সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। এবং পরলোকগত স্মৃতি-শাস্ত্রাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয়ও বহুবিধ কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক সুবর্ণবণিক্‌কে বৈশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্যান্য অনেক কৃতবিদ্য, গবেষণাপ্রিয় ও শাস্ত্রদর্শী সুধীগণেরও ইহাই মত। সুতরাং, ইতিহাস শাস্ত্র আচার ও ব্যবহারমতে সুবর্ণবণিক্‌জাতি বৈশ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। বল্লালের আক্রোশে ও রাজদণ্ডভয়ে সাধারণে মুগ্ধ হইয়াই তাঁহাদিগকে শূদ্র ও আপনাদিগকে পতিত মনে করেন। সুতরাং আপনারা এতদিনের সেই অসত্য মোহকে উচ্ছেদ পূর্ব্বক স্বকীয় যথার্থ গৌরবের প্রতি দৃষ্টিপাত করত, নিজ নিজ আভিজাত্য ও স্বীয় যজমানগণের বৈশ্যত্ব বিষয় বিবেচনা করিয়া আপনাদিগের উচিত পন্থা অবলম্বন করুন। মনুস্মৃতির একাদশ অধ্যায়ে ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত স্মৃতিশাস্ত্রের সংস্কারতত্ত্বে সাবিত্রীভ্রষ্ট ও অনুপনীত বৈশ্যজাতির ব্রাত্যতা দোষ ক্ষালনের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থাগুলি একবার দৃষ্টিগোচর করিয়া আর আপনাদিগের যজমানদিগকে শূদ্র বা আপনাদিগকে শূদ্রযাজী বোধ করিবেন না। তাঁহাদিগকে বৈশ্য জানিয়া, যথাশাস্ত্র তাঁহাদিগের সংস্কার করত যাজনকালে তাঁহাদিগের নামের পর (প্রথমান্ত) 'দাসঃ' বা 'দাসী' পদস্থলে 'ভূতিঃ', (সম্বোধনে) 'দাস' বা 'দাসি' পদস্থলে 'ভূতে', ও (ষষ্ঠান্ত) 'দাসস্য' বা 'দাস্যাঃ' পদস্থলে 'ভূতেঃ' ও স্ত্রীলিঙ্গে 'ভূত্যাঃ' পদ বলাইবেন, এবং ক্রমশঃ প্রণব 'স্বধা' প্রভৃতি দ্বিজবর্ণোচ্চার্য্য

মন্ত্র সকলও পাঠ করাইবেন। আপনাদিগের যজমানগণও ক্রমে বৈশ্যোচিত গায়ত্রী জপ ও সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্যে আত্মোন্নতি সাধন করিলে, ক্রমশঃ তাঁহাদিগের উপনয়ন সংস্কার ও বৈশ্যাশৌচ গ্রহণে উন্নীত করিবেন। ইতি

যুষ্মদীয় বিনীত যজমানানাম্।

মন্ত্রদাতৃগুরুগণের নিকট প্রার্থনা।

পরমারাধ্য পূজ্যপাদ গোস্বামিপ্রভু পাদারবিন্দেষু
ভূমিষ্ঠ-প্রণিপাত পূর্ব্বকং বিনীত নিবেদনম্।

প্রভুপাদপদ্ম সকলের অবিদিত নহে, যে আপনাদের পরম ভক্ত সুবর্ণবণিক্ শিষ্যগণ বৈশ্যবর্ণ-সম্ভূত। ভবদীয় গোস্বামিগ্রন্থ-নিচয়ে ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন রহিয়াছে। বঙ্গাধিপ বল্লালসেনের আক্রোশে ও নিগ্রহে ইঁহারা উপবীত ত্যাগে বাধ্য হইয়া, বাহ্যতঃ শূদ্রভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছেন; কিন্তু আপনাদিগের আদিষ্ট বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ও হরিনাম মহামন্ত্রের সুধাপান করিয়া ইঁহারা বাহ্যিক বৈশ্যাভিমানকে তুচ্ছ করিতেছেন। পরন্তু সংসারাশ্রমের প্রবৃত্তিমার্গের পথিক হইয়া স্ব স্ব বর্ণাশ্রমধর্ম্মও জীবের অবশ্য প্রতিপাল্য। সুতরাং সুবর্ণবণিকের স্ববর্ণোচিত বৈশ্যগায়ত্রী জপ করত ব্রাত্যতা দোষ হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্তিও বাঞ্ছনীয়; এবং

তদ্বিষয়ে ভবৎপাদপদ্মই একমাত্র উপায়। বৈশ্যগায়ত্রীর অপর নাম গোপালগায়ত্রী। আপনারা অনেক স্থলে এই মন্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ জনেই এই অমূল্য রত্নে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছেন, সুতরাং ইহা আপনাদিগেয় শ্রীপাদ পুণ্ডরীকের শৈবাল-কালিমা। অতএব ভবদীয় ভক্তজনের ভিক্ষা এই যে, এখন হইতে ভক্ত সুবর্ণবণিক্ শিষ্যগণকে এই গায়ত্রী মন্ত্র প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের সম্ভাবিত ব্রাত্যতা দোষ পরিহরণ পূর্ব্বক শ্রীপাদপদ্মের মহিমা ও সৌরভ প্রকাশ করুন।

ইতি ভবদীয় ভক্তশিষ্যাণাম।

বণিক্ সাধারণের নিকট নিবেদন।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ স্বজাতিবৎসল কর্ত্তব্যপরায়ণ সুবর্ণবণিক্ মহোদয়গণ সমীপে বিনীত নিবেদন।

বল্লাল-নিগ্রহে আজ প্রায় আট শত বৎসর কাল আপনারা পুরুষানুক্রমে দুর্বিষহ নিন্দা কটূক্তি ও অশ্রদ্ধা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। সমগ্র বঙ্গদেশের সাধারণ লোক আপনাদিগকে গতানুগতিক ন্যায়ে ঘৃণা করে, এবং আপনাদিগের যাজক ব্রাহ্মণদিগকেও তাহারা পতিত জ্ঞান করে। কিন্তু এ সকলের মূলে আপনাদিগের কোন শাস্ত্রোক্ত পাপ বা দুষ্কৃতি নাই; কেবল সেই উন্মার্গগামী স্বেচ্ছাচারী দুষ্প্রধর্ষ বল্লাল নৃপতির আক্রোশ জন্য আপনাদিগের এই লাঞ্ছনা হইতেছে। কুলাচার্য্য আনন্দ ভট্টের বিরচিত বল্লালচরিত গ্রন্থই ইহার সত্যতা প্রমাণ করিতেছে। এই গ্রন্থ এতদিন অপ্রকাশ্য ছিল বলিয়া সাধারণে আপনাদিগের বিষয় গ্রাহ্য পর্য্যন্ত করিত না। সৌভাগ্যক্রমে সেই অমূল্য গ্রন্থ এক্ষণে আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তথায় আপনাদিগের বৈশ্যবর্ণত্ব, বল্লালের সহিত নিষ্কারণ বিরোধ, ও আপনাদিগের প্রতি তাঁহার অন্যায় ও কঠোর ব্যবহার সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে। এদিকে মনুসংহিতাদি গ্রন্থ আপনাদিগের বৈশ্যত্ব ও আপনাদিগের অগত্যাসম্ভূত ব্রাত্যত্ব খণ্ডনের উপায় স্পষ্ট

বিধানে বলিয়া দিতেছে। আপনারা সেই জন্য সমবেত হইয়া আপনাদিগের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার জন্য গবেষণাপ্রিয় ও তথ্য-নির্ণয়ী রাজপুরুষের নিকট আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু শুদ্ধ মাত্র ইহাতেই আপনাদের কর্ত্তব্য সমাপন হইতেছে না। এই লুপ্ত গৌরব উদ্ধারহেতু আপনাদিগকে নিজ নিজ উন্নতি ও আপনাদিগের সামাজিক উন্নতির জন্য এখন হইতেই চেষ্টা করিতে হইবে। "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ মুপৈতি লক্ষ্মীম্" উদ্যোগ পূর্ব্বক পুরুষার্থ প্রকাশ করিলে লক্ষ্মীর কৃপা অবশ্যই হইবে। তবে ইহাও বিবেচ্য, যে সামাজিক পরিবর্ত্তন বা সামাজিক উন্নতি শীঘ্র বা অনায়াসে হয় না, তাহা কাল-সাপেক্ষ। সমাজের উপাদানভূত প্রত্যেক ব্যক্তির সমষ্টিভাবে বা গুরুসংখ্যায় একতান না হওআ পর্য্যন্ত সামাজিক উন্নতি হয় না। সে জন্য আপনা-দিগের বৈশ্যোচিত বিলুপ্ত বাহ্যব্যবহার সকল সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, তাহা ক্রমসাধ্য। কিন্তু আপনাদিগের ব্যক্তিগত নিজ নিজ উন্নতি সাধন সম্বন্ধে সকলেরই বদ্ধপরিকর হওআ একান্ত প্রয়োজন। সাবিত্রী উপাসনা অর্থাৎ গায়ত্রী মন্ত্র জপই ব্রাত্যতা পরিহারের একমাত্র উপায়। আপনাদিগের মধ্যে অনে-কেই সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহাদিগের গুরুমুখে এই মন্ত্র শিক্ষা করিয়া এখনও তাহা জপ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারাও সেই মন্ত্রকে বৈশ্যগায়ত্রী মন্ত্র বলিয়া জানেন না। আহা! বলুন দেখি, যে যখন তাঁহারা জানিবেন, যে তাঁহাদিগের সেই নিত্যজাপ্য মন্ত্রটি

তদীয় বর্ণোচিত গায়ত্রী মন্ত্র, তখন তাঁহাদিগের অন্তরে কি আনন্দ উদ্ভূত হইবে! তাঁহারা বুঝিবেন, যে তাঁহারা কার্য্যতঃ ব্রাত্যতা পঙ্কে পতিত হয়েন নাই। কিন্তু সকলের ভাগ্যে সে সৌভাগ্য উদয় হয় নাই, অধিকাংশ সুবর্ণবণিক্‌ই এ মন্ত্র প্রাপ্ত হয়েন নাই। সুতরাং, ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে, নিজ নিজ রুচি অনুসারে, সেই মন্ত্রটি স্ব স্ব গুরু বা পুরোহিত মুখে শ্রবণ বা শিক্ষা করিয়া, তাহা নিত্য জপ করিলে, উপনয়ন সংস্কার ব্যতিরেকেও অপকর্ষ ভাবে তাঁহারা আর ব্রাত্য হইবেন না, তাঁহাদের দেহ পবিত্র হইতে থাকিবে, অথচ ইহাতে সমগ্র সমাজের মতামতেরও অপেক্ষা থাকিবে না। ক্রমে উৎকৃষ্ট অধিকার প্রাপ্ত হইলে বৈশ্যোচিত সমগ্র সন্ধ্যাবন্দনাও করিতে পারিবেন। এবং তখন সমাজটি উপনয়ন সংস্কারের জন্য আপনিই অগ্রসর হইবে। ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য আর একটি বিষয় আছে, অর্থাৎ যখন সকলে আপনাকে বৈশ্য বলিয়া প্রতীত করিলেন, তখন সঙ্কল্পাদি যাজ্য ক্রিয়ায় আপনাদের স্ব স্ব নামের উপপদে আর 'দাস' শব্দটি প্রয়োগ না করিয়া বৈশ্যোচিত 'ভূতি' শব্দটি ব্যবহার করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ইহাতেও আপনাদিগের আধুনিক সমাজকে বিব্রত হইতে হইবে না। সুতরাং গায়ত্রী মন্ত্র জপ করত আপনাকে বৈশ্য জানিয়া স্বচ্ছন্দে আপনারা প্রণবাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিবেন, তাহাতে শাস্ত্রমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে না। সামাজিক উন্নতি সাধনের পূর্ব্বে এই কয়েকটি ব্যক্তিগত উন্নতি সাধন আপ-

নাদের প্রতিজনের কর্ত্তব্য, তাহাতে যদি কেহ কেহ ভিন্নমত হয়েন, তাহাতেও ব্যক্তিগত উন্নতির ব্যাঘাত হইবে না। আপনাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মায়ামোহে বিমুগ্ধচিত্ত ও সংসারিকভাবে অবসন্নবুদ্ধি হইয়া ইহা মনে করিতে পারেন যে, হাঁ আমরা বৈশ্যসন্তান বটে, কিন্তু যখন সাত আট শত বৎসর ধরিয়া আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ শূদ্রভাব গ্রহণ করিয়া এবং তাহাতেই সন্তোষ প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তখন পুনরায় আমাদের বৈশ্যত্ব জন্য স্পর্দ্ধা করায়, পিতৃপুরুষগণের গৌরব অতিক্রম করা হয়, এবং তাঁহারা যখন এতদিন 'দাস' পদবাচ্য হইয়া আসিতেছেন, তখন আমাদের 'ভূতি' পদ গ্রহণে তাঁহাদের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা হয় মাত্র। কিন্তু এ প্রকার যুক্তির নিঃসারতা সামান্য বিবেচনাতেই প্রতিপন্ন হইবে। ভাবুন, যৎকালে বল্লাল নিগ্রহে আমাদের পিতৃপুরুষগণ প্রথমতঃ বৈশ্যত্বের বহিরঙ্গ রক্ষায় বলপূর্ব্বক প্রতিহত হইলেন, তখন তাঁহাদিগের মনে অগত্যা কি উৎকট গ্লানি ও অপমানের উদ্রেক হইয়াছিল। মনে মনে তাঁহারা তখন তদীয় পরলোকগত পিতৃপুরুষের সম্মুখে আপনাদিগকে কতই অপরাধী বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। তখন কি তাঁহারা ভাবেন নাই যে, কতদিনে তাঁহাদের এই লাঞ্ছনা বিদুরিত হইবে, বা কত দিনে তাঁহারা স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবেন? এক্ষণে কিছু কালবিলম্ব হইল বলিয়াই কি তাঁহাদের সেই স্বাভাবিক ও স্বপ্রণোদিত প্রার্থনা একেবারে উন্মূলিত হইবে? হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে

বা দর্শনশাস্ত্রে তামাদির ব্যবস্থা নাই, সে সকল শাস্ত্রের উপদেশ এই যে—

"অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।
মাহভুক্তং ক্ষীযতে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈ রপি॥"

শুভাশুভ কর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, এবং সেই ভোগের দ্বারা কর্ম্মও ক্ষয হয়, তাহাতে কোটি কোটি কল্পকালও অতিবাহিত হইতে পারে। সুতরাং শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক কর্ম্মকে ক্ষয় হইতেই হইবে। কাল পূর্ণ হয় নাই বলিয়াই এতদিন আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ অগত্যা সেই দুর্বিষহ হৃদয়যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তাহা বলিয়া এমন কখনই হইতে পারে না যে, দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যে 'উন্নতি' শব্দটি একেবারে বিলুপ্ত হইবে। সৃষ্টিকল্পে উন্নতি ও অবনতি ক্রমান্বয়েই চলিতেছে। সুতরাং যেমন একসময়ে বল্লালনিগ্রহে পতিত হইয়া আমাদের পূর্ব্ব পিতৃপুরুষগণ তদীয় পূর্ব্বতন পুরুষদিগকে অগত্যা খিন্ন করিয়াছিলেন, সেইরূপ এক্ষণে এই শুভদিনে আবার আমরা তাঁহাদের সেই চিরন্তন কলঙ্ক অপনোদন করিয়া তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে পারি। তাহাতে কখনই তাঁহাদের গৌরব বা মর্য্যাদার লাঘব হইবে না, প্রত্যুত উহা বর্দ্ধিতই হইবে। আবার যদি বিবেচনা করিয়া দেখেন, যে আমাদিগের মায়ামোহ ও সাংসারিক ভাব জনিত বুদ্ধি অপেক্ষা আর্য্যশাস্ত্রোক্ত উপদেশ সকল বলবৎ প্রমাণ, এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ তাহাই অবলম্বন

করিয়া গিয়াছেন, তখন পূর্ব্বোক্ত কূট যুক্তির নিঃসারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে আর কিছু বাকি থাকে না। দেখুন, বায়ুপুরাণের গয়া-মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে যে, পিতৃপুরুষকে দেয় পিণ্ড গদাধরের শ্রীপাদপদ্ম শিলায় নিক্ষেপ করিলেই, তাহা সেই পিতৃপুরুষকেই পঁহুছে। এজন্য সকলে সেই শিলাতেই পিণ্ড প্রদান করেন। কিন্তু যখন ভীষ্মদেব তথায় পিতৃপিণ্ড প্রদান করিতে উদ্যত হয়েন, তখন শান্তনু আনন্দভরে দৃশ্যমান শরীর ধারণ পূর্ব্বক পিণ্ড প্রার্থনায় ভীষ্মদেবের সম্মুখে তাঁহার সেই মূর্ত্তিমান্ হস্ত প্রসারণ করেন। ভাবুন দেখি, তখন পিণ্ডদাতার মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল; যাঁহার উদ্দেশে তিনি পিণ্ডদানে প্রস্তুত, তিনি স্বয়ং পিণ্ড গ্রহণাভিলাষে হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন। কিন্তু ভীষ্মদেব শাস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষাহেতু স্বীয় বাম হস্ত দ্বারা পিতৃহস্তকে সরাইয়া আনন্দাশ্রু নিক্ষেপ করিতে করিতে দক্ষিণ হস্তে বিষ্ণুশিলায় পিণ্ড প্রদান করিলেন। শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা হইল, শান্তনুও সেই পিণ্ড প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, এবং দেবগণও স্বর্গ হইতে আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। অতএব মহাশয়গণ স্ব স্ব সংসারিক ভাব অপেক্ষা শাস্ত্রোপদেশকে প্রমাণ করিয়া মানুন। শাস্ত্রসকল একবাক্যে আপনাদিগকে বৈশ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে, এবং এই কয়েকশত বৎসর আপনাদিগের অগত্যা-সম্ভূত ও অকামতঃ বৈশ্যত্বের বহিরঙ্গলোপ জন্য পাপের বা ত্রুটির সংস্কার-ব্যবস্থাও বলিয়া দিতেছে। সুতরাং আর আপনারা

এ বিষয়ে কূট যুক্তি আনিয়া উন্নতির পথকে ব্যাহত করিবেন না। কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনীয়তা উত্থিত হইলেও আপনারা ভীত হইবেন না, শাস্ত্রে যে সকল ব্যবস্থা আছে, তাহাও সহজ। আপনাদের ব্রাত্যতা দোষ উপপাতক মধ্যে গণ্য হইলেও উহা অকামতঃ বা অনিচ্ছাকৃত ও অগত্যাসম্ভূত। সুতরাং যৎসামান্য অনুষ্ঠানে বা যৎসামান্য দানে সেই দোষ ক্ষয় হইবে। প্রায় আটশত বর্ষ কাল আপনাদের পিতৃপুরুষগণ অগত্যা অযথা নিন্দা ও গ্লানি সহ্য করিয়া শূদ্রভাবে চলিয়াছেন। এক্ষণে একটু উদ্যম দেখাইয়া লিঙ্গদেহধারী তাঁহাদিগকে প্রসাদিত করুন। সগর-সন্ততিগণ স্ব স্ব উদ্ধারের জন্য যেমন উত্তরপুরুষ ভগীরথের উদ্যম প্রতীক্ষা করিতেন, তাঁহারাও তেমনি আপনাদিগের উদ্যম প্রতীক্ষায় সতৃষ্ণ হইয়া রহিয়াছেন। আর বিলম্ব করিবেন না, একবার মোহনিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া প্রমাদালস্য পরিত্যাগ করুন, এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানে প্রবুদ্ধ হইয়া আপনাদিগের বর্ণোচিত সাবিত্রী মন্ত্রের উপাসনা করুন। দেখিবেন সাবিত্রী মাহাত্ম্যে শীঘ্রই আপনাদিগের কি উন্নতি হইবে! ভগবৎপ্রসাদে ত্বরায় আপনাদের সামাজিক সংস্কার হইবে।

শ্রীহরিঃ শ্রীহরিঃ শ্রীহরিঃ।

পরিশিষ্ট।

অথ

বৈশ্যসন্ধ্যাবন্দনম্।

ওঁ শ্রীগণেশায় নমঃ।

ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

(ইতি নমস্কারঃ)

ওঁ, কৃষ্ণায় বিদ্মহে, দামোদরায় ধীমহি,
তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ, ওঁ।

(ইতি শিখাবন্ধনং, শিখাস্থানে হস্তাগ্রদানং বা)

(ততো গঙ্গোদকেন গাঙ্গ্যমৃত্তিকয়া কুঙ্কুমেন চন্দনেন বা-)

চন্দনঞ্চ মহাপুণ্যং পবিত্রং পাপনাশনম্।
আপদং হরতে, দত্তে লক্ষ্মীঞ্চ সুখসম্পদঃ॥

(ইতি স্মৃত্বা ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রাকার-তিলক-ধারণম্)

ওঁ গঙ্গা বিষ্ণুঃ।

(ইতি মন্ত্রেণ দক্ষিণ করতলস্থ ব্রহ্মতীর্থাৎ * ওষ্ঠপুটেন দ্বিঃ ত্রি র্বা বিন্দুমাত্রজলং মুখান্তর্গতমাত্রং গ্রহণেন আচমনং, অঙ্গুষ্ঠমূলেন ওষ্ঠমার্জ্জনঞ্চ)

---

* অঙ্গুষ্ঠ মূলদেশাৎ।

ওঁ, অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥
(ইতি মন্ত্রেণ আত্মানং জলেন সংপ্রোক্ষ্য, পুনঃ শিখাস্পর্শনম্)
(ততো ভূমৌ জলাদিনা ত্রিকোণং বিলিখ্য)
ওঁ হ্রীং আধারশক্তি-কমলাসনায় নমঃ।
(ইতি আধারশক্তিং সম্পূজ্য, তদুপরি কুশ-কম্বলাদিক মাসন মাস্তীর্য্য)

পৃথ্বীতি মন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ, কূর্ম্মো দেবতা,
সুতলং ছন্দঃ, আসনোপবেশনে বিনিযোগঃ।
ওঁ, পৃথ্বি ত্বযা ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয মাং দেবি পবিত্রং কুরু চাসনম্॥
(ইতি সংপ্রার্থ্য)
ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ।
(ইতি আসনং সম্প্রোক্ষ্য তদুপরি প্রাঙ্মুখ উদঙ্মুখো বা উপবিশ্য)
ওঁ অনন্তাসনায় নমঃ।
ওঁ কূর্ম্মাসনায় নমঃ।
ওঁ বিমলাসনায় নমঃ।
ওঁ আধারশক্ত্যৈ নমঃ।
ওঁ দুষ্ট-বিদ্রাবণ-নৃসিংহাসনায় নমঃ।
ওঁ মধ্যে পরম-সুখাসনায় নমঃ।
(ইতি প্রণমেৎ)

অথ ভূতশুদ্ধিঃ)

অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভূমি-সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্ন-কর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥
অপক্রামন্তু ভূতানি পিশাচাঃ সর্ব্বতো দিশম্।
সর্ব্বেষা মবিরোধেন নিত্যকর্ম্ম সমারভে॥

(ইতি বামপাদং ত্রি স্তাডয়েৎ)

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥*
কৃষ্ণে কৃষ্ণাঙ্গসম্ভূতে জন্তূনাং পাপহারিণি।
নমস্তে সরিতাং শ্রেষ্ঠে মম পাপং বিনাশয়॥

(ইতি অঙ্কুশমুদ্রয়া গঙ্গাদিতীর্থাহ্বাহনম্)

তত স্তজ্জলেন মূর্দ্ধানং সংপ্রোক্ষ্য, পুনঃ শিখাং সংস্পৃশ্য)
ওঁ গোবিন্দায নমঃ, ওঁ অনিরুদ্ধায নমঃ।

(ইতি পুনরাচমনম্)

(ততো বারিণা আত্মানং বেষ্টয়িত্বা)
ওঁ, কৃষ্ণায বিদ্মহে, দামোদরায ধীমহি,
তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদযাৎ, ওঁ।

(ইতি আত্মরক্ষাং কুর্য্যাৎ)

ইতি গঙ্গেতর জলমাত্রে এব।

ওঁ, তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ,

দিবীব চক্ষু রাততম্।

ওঁ বিষ্ণু র্ব্বোঁ বিষ্ণু র্ব্বোঁ বিষ্ণুঃ।

(ইতি শ্রীবিষ্ণুস্মরণম্)

ওঁকারং বিন্দুসংযুক্তং নিত্যং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ।

কামদং মোক্ষদং চৈব ওঁকারায় নমোনমঃ॥

ওঁ হরয়ে নমঃ, ওঁ অচ্যুতায় নমঃ,

ওঁ গোবিন্দায় নমঃ, ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ।

(ইতি ঋষ্যাদিকং স্মৃত্বা, বদ্ধাসনঃ সম্মীলিতনয়নো মৌনী সংযতঃ প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্য্যাৎ। তত্র অঙ্গুষ্ঠেন দক্ষিণনাসামাবদ্ধ্য বামনাসয়া শনৈ র্বায়ু মাদদন্)

ওঁ, কৃষ্ণায় বিদ্মহে, দামোদরায় ধীমহি,

তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ, ওঁ।

(ইতি পঠন্, রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং ব্রহ্মাণং নাভৌ ধ্যায়েৎ। এষ পূরকনামা প্রাণায়ামঃ। ততো মধ্যমানামিকাভ্যাং বামনাসামাবদ্ধ্য চ শ্বাসং নিরুদ্ধ্য)

ওঁ, কৃষ্ণায় বিদ্মহে, দামোদরায় ধীমহি,

তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ, ওঁ।

(ইতি পঠন্, শ্যামবর্ণং চতুর্ভুজং বিষ্ণুং হৃদি ধ্যায়েৎ। এষ কুম্ভকনামা প্রাণায়ামঃ। ততোঽঙ্গুষ্ঠ মুৎসার্য্য দক্ষিণনাসয়া শনৈর্ব্বায়ুং রেচয়ন্)

ওঁ, কৃষ্ণায় বিদ্মহে, দামোদরায় ধীমহি,
তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ, ওঁ।

(ইতি পঠন্, শ্বেতবর্ণং ত্রিনেত্রং শিবং ললাটদেশে ধ্যায়েৎ। এষ রেচকনামা প্রাণায়ামঃ)

(অথ প্রাতঃরাচমনম্)

ওঁ সূর্য্যায় নমঃ, আচমনে বিনিয়োগঃ, ওঁ নীলকণ্ঠায় নমঃ।

(অথ মধ্যাহ্নে আচমনম্)

ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, আচমনে বিনিযোগঃ, ওঁ সর্ব্বাত্মনে নমঃ।

(অথ সায় মাচমনম্)

ওঁ রুদ্র ঋষয়ে নমঃ, আচমনে বিনিযোগঃ, ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ।

(অথ মার্জ্জনম্ ; কুশময়-ত্রিপত্রেণ অঙ্গুল্যগ্রে র্বা জলবিন্দুসেচনম্)

ওঁ বিষ্ণুঃ পুনাতু, মার্জ্জনে বিনিযোগঃ (শিরসি)

ওঁ কেশবায় নমঃ	”	”	”
ওঁ মাধবায় নমঃ	”	”	”
ওঁ বামনায় নমঃ	”	”	”
ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ	”	”	”
ওঁ শ্রীধরায় নমঃ	”	”	”
ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ	”	”	”
ওঁ বাসুদেবায় নমঃ	”	”	”
ওঁ বরাহায় নমঃ	”	”	(ভূমৌ)
ওঁ বিষ্ণবে নমঃ	”	”	(শিরসি)

ওঁ নমো জলশায়িনে পুনর্মার্জ্জনে বিনিযোগ.।

ওঁ বরুণায় নমঃ।

(ইতি ত্রিঃ পঠিত্বা শিরসি জলং ক্ষিপেৎ)

ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ, অঘমর্ষণে বিনিযোগঃ।

(ততঃ করস্থং জলং নাসিকায়াং সংযোজ্য, আয়তাসু-রনায়ত্যাসু র্বা)

ওঁ দামোদরায় নমঃ।

(ইতি ত্রিঃ পঠিত্বা তস্মিন্ জলে পাপপুরুষং মনসা ধ্যাত্বা স্ববামভাগে তজ্জলং ভূমৌ ক্ষিপেৎ)

(ইত্যঘমর্ষণম্)

(অথ সূর্য্যোপস্থানম্)

ওঁ নমোঽস্ত্বনন্তায, সূর্য্যোপস্থানে বিনিযোগঃ।

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে।

(ইতি আচমনম্)

ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃ-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ মকর-কুণ্ডলবান্ কিরীটী
হারী হিরণ্ময়বপু র্ধৃত-শঙ্খচক্রঃ॥

(ইতি ধ্যাত্বা, তত উত্থায় গন্ধপুষ্পমিশ্রিতং জলং হস্তাগ্রে চাদায় গায়ত্র্যা সূর্য্যাভিমুখং ক্ষিপেৎ)

ওঁ, কৃষ্ণায বিদ্মহে, দামোদরায ধীমহি,
তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদযাৎ, ওঁ।

ওঁ নমঃ শ্রী সূর্য্যনারাযণায্।

(ততঃ প্রাতঃ সাযঞ্চ কৃতাঞ্জলি র্মধ্যাহ্ন ঊর্দ্ধবাহুঃ সূর্য্যাভিমুখ মুপস্থায)

ওঁ, নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে
জগৎ-প্রসূতি-স্থিতি নাশ-হেতবে।
ত্রযীমযায ত্রিগুণাত্ম ধারিণে
বিরিঞ্চি-নারাযণ-শঙ্করাত্মনে॥

(ইতি প্রণমেৎ)

(অথ তর্পণম্। তৎসংক্ষেপো যথা)

আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষি-পিতৃ-মানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃ মাতামহাদযঃ।
অতীত-কুল-কোটীনাং সপ্তদ্বীপ-নিবাসিনাম্।
মযা দত্তেন তোযেন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রযম্॥

(ইতি ত্রিঃ, জলাঞ্জলিত্রযদানঞ্চ)

(অথ ন্যাসাঃ)

ওঁ কৃষ্ণায হৃদযায নমঃ,
ওঁ বিদ্মহে শিরসে স্বাহা,
ওঁ দামোদরায শিখাযৈ বষট্,
ওঁ ধীমহি কবচায হুম্,

ওঁ তন্নোবিষ্ণুঃ নেত্রত্রায় বৌষট্,

ওঁ প্রচোদয়াৎ অস্ত্রায় ফট্। (ইতি ষড়ঙ্গন্যাসাঃ)

ওঁ কৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ,

ওঁ বিদ্মহে তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ,

ওঁ দামোদরায় মধ্যমাভ্যাং নমঃ,

ওঁ ধীমহি অনামিকাভ্যাং নমঃ,

ওঁ তন্নোবিষ্ণুঃ কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ,

ওঁ প্রচোদয়াৎ করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

(ইতি করন্যাসাঃ)

ওঁ হরয়ে নমঃ, ওঁ অচ্যুতায় নমঃ,

ওঁ গোবিন্দায় নমঃ, ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ।

(ততো গায়ত্রীস্বরূপং ধ্যায়েৎ)

গায়ত্রীং ভাবয়েদ্দেবীং সূর্য্যাসন-কৃতাশ্রয়াম্।

উদ্যদাদিত্য-সঙ্কাশাং পুস্তকাক্ষং করে ধৃতাম্॥

(ইতি প্রাতর্ধ্যানম্)

চতুর্ভুজাং শ্যামবর্ণাং শঙ্খ-চক্র-লসৎকরাম্।

গদা-পদ্মধরাং দেবীং পদ্মাসন-কৃতাশ্রয়াম্॥

(ইতি মধ্যাহ্ন ধ্যানম্)

সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্দ্যুতিম্।

শুক্লাম্বরধরাং দেবীং বৃষাসন-কৃতাশ্রয়াম্॥

(ইতি সায়ংধ্যানম্)

(ততঃ আবাহনম্)

ওঁ, আযাহি বরদে দেবি অক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রি জগতাং মাত র্বিশ্বযোনে নমোঽস্তু তে॥

(ততো জপঃ)

ওঁ, কৃষ্ণায বিদ্মহে, দামোদরায ধীমহি,
তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ, ওঁ।

(ইতি যথাশক্তি অষ্টোত্তরশতং ১০৮, অষ্টাবিংশতিং ২৮,
দ্বাদশ ১২ বারান্ বা গায়ত্রীমন্ত্রং জপেৎ)

(ততঃ)

গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাঽস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধি র্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি॥

(ইতি জপনিবেদনম্)

নমোঽস্তু সূর্য্যায সহস্রভানবে
নমোঽস্তু বৈশ্বানর জাতবেদসে।
ত্বমেব চার্ঘ্যং প্রতিগৃহ্ণ সূর্য্য
দেবাধিদেবায নমোঽস্তু তুভ্যম্॥

(ইতি সূর্য্যায পুনরর্ঘ্যং দদ্যাৎ)

অগ্রত শ্চ নমস্তুভ্যং পৃষ্ঠত শ্চ সদা নমঃ।
পার্শ্বত শ্চ নমস্তুভ্যং নমস্তে চাঽস্তু সর্ব্বদা॥

যন্মণ্ডলং মৃদুমতি-প্রবোধং
ধর্ম্মে বুদ্ধিং কুরুতে জনস্য।

তৎসর্ব্ব-পাপক্ষয়-কারণঞ্চ

পুনাতু মাং তৎ সবিতু র্বরেণ্যম্ ॥

(ইতি নমস্কারঃ)

যানি যানি চ পাপানি জন্মান্তরকৃতানি চ।

তানি তানি প্রণশ্যন্তি প্রদক্ষিণ পদে পদে ॥

(ইতি প্রদক্ষিণম্)

(অথ উত্তরন্যাসাঃ)

ওঁ কৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ,

ওঁ বিদ্মহে তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ,

ওঁ দামোদরায় মধ্যমাভ্যাং নমঃ,

ওঁ ধীমহি অনামিকাভ্যাং নমঃ,

ওঁ তন্নোবিষ্ণুঃ কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ,

ওঁ প্রচোদয়াৎ করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

(ইতি করন্যাসাঃ)

ওঁ কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ,

ওঁ বিদ্মহে শিরসে স্বাহা,

ওঁ দামোদরায় শিখায়ৈ বষট্,

ওঁ ধীমহি কবচায় হুম্,

ওঁ তন্নোবিষ্ণুঃ নেত্রত্রায় বৌষট্,

ওঁ প্রচোদয়াৎ অস্ত্রায় ফট্।

(ইতি ষডঙ্গন্যাসাঃ)

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায ।

প্রমাদাৎ কুর্ব্বতাং কর্ম্ম প্রচ্যবেতাঽধ্বরেষু যৎ ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ ॥

শ্রীহরিঃ শ্রীহরিঃ শ্রীহরিঃ ।

(ততো গুরুদত্ত-বীজমন্ত্র-জপঃ, হরিনাম-জপশ্চ, যথাশক্তি ভগবদ্গীতোপনিষৎ-পাঠোঽপি ।)

ইতি বৈশ্যসন্ধ্যা সমাপ্তা ।

অথ

যুগলকিশোরাষ্টকং স্তোত্রম্ ।

১

নব-জলধর-বিদ্যুদ্দ্যোত-বর্ণৌ প্রসন্নৌ
বদন-নয়ন-পদ্মৌ চারু-চন্দ্রাবতংসৌ ।
অলক-তিলক-ভালৌ কেশ-বেশ-প্রফুল্লৌ
ভজ ভজ তু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥

২

বসন-হরিত-নীলৌ চন্দনালেপনাঙ্গৌ
মণিমরকত-দীপ্তৌ স্বর্ণমালাপ্রযুক্তৌ ।
কনক-বলয-হস্তৌ রাস-নাট্য-প্রসক্তৌ
ভজ ভজ তু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥

৩

অতি সুমধুর-বেশা-বঙ্গ-ভঙ্গি-ত্রিভঙ্গৌ
মধুর-মৃদুল-হাস্যৌ কুণ্ডলাকীর্ণ-কর্ণৌ ।
নটবর-বর-রম্যৌ নৃত্য-গীতানুরক্তৌ
ভজ ভজ তু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥

৪

বিবিধ-গুণ-বিদগ্ধৌ বন্দনীয়ৌ সুবেশৌ
মণিময-মকরাদ্যৈঃ শোভিতাঙ্গৌ স্ফুরন্তৌ ।
স্মিত-নমিত-কটাক্ষৌ ধর্ম্ম-কর্ম্ম-প্রদত্তৌ
ভজ ভজ তু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥

৫

কনক-মুকুট-চুড়ৌ পুষ্পিতৌ ভূষিতাঙ্গৌ
সকল-বন-নিবিষ্টৌ সুন্দরানন্দ-পুঞ্জৌ ।
চরণ-কমল-দিব্যৌ দেব-দেবাদি-সেব্যৌ
ভজ ভজ তু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥

৬

অতি-সুবলিত-গাত্রৌ গন্ধ-মাল্যৈ বিরাজৌ
কতি কতি রমণীনাং সেব্যমানৌ সুবেশৌ ।
মুনিবর-গণ-ভাব্যৌ বেদ-শাস্ত্রাদি-বিজ্ঞৌ
ভজ ভজ তু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥

৭

অতি-সুমধুর-মূর্ত্তৌ দুষ্ট-দর্প-প্রশান্তৌ
সুরবর-বরদৌ দ্বৌ সর্ব্ব-সিদ্ধি-প্রদানৌ।
অতি-রস-বশ-মগ্নৌ গীত-বাদ্যৌ বিতানৌ
ভজ ভজ তু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥

৮

সুগম-নিগম-সারৌ সৃষ্টি-সংহার-কারৌ
বয়স-নব-কিশোরৌ নিত্য-বৃন্দাবনস্থৌ।
শমন-ভয়-বিনাশৌ পাপিন স্তারয়ন্তৌ
ভজ ভজ তু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥

ইদং মনোহরং স্তোত্রং শ্রদ্ধয়া যঃ পঠেন্নরঃ।
রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ চ সিদ্ধিদৌ নাহত্র সংশয়ঃ॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিনা বিরচিতং যুগলাষ্টকং সমাপ্তম্।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-নমস্কারঃ।

রাধাকৃষ্ণৌ যুগল-তরুণৌ মূর্ত্তিমৎ-প্রেমরূপৌ
কণ্ঠাশ্লিষ্টৌ রহসি বিপিনে সংস্থিতৌ নীপমূলে।
বিদ্যুন্মেঘাবিব বিলসিতৌ নীল-পীতাম্বরৌ তৌ
সংসারাব্ধেঃ পরম-তরণৌ নৌমি বৃন্দাবনেশৌ॥

আদিশূর কর্ত্তৃক বঙ্গে ব্রাহ্মণানয়ন।

শকবর্ষের নবম শতাব্দীতে যখন দাক্ষিণাত্য হইতে সমাগত হিন্দুধর্ম্মানুরাগী আদিশূর নৃপতি বঙ্গের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীয় রাজাকে পরাভূত ও বিদুরিত করিয়া তত্রত্য সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন, তাহারই কিঞ্চিৎ পরে অযোধ্যা হইতে সনক আঢ্য প্রমুখ বণিকৃগণ তথায় আগমন করত এই বঙ্গাধিপের অনুমতিক্রমে তাঁহার বিক্রমপুরস্থ রাজধানীর সন্নিকটে বাস করিতে থাকেন। দীর্ঘকাল বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম ক্ষীণ হইয়া আসিতে ছিল, এবং তজ্জন্য এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণ তখন বেদোক্ত ক্রিয়াকাণ্ড বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের সংখ্যানুসারে তাঁহারা সপ্তশতী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। রাজা আদিশূর অপুত্রক ছিলেন, অনন্তর তিনি পুত্রকামনায় ও রাজ্যের তৎকালিক অমঙ্গল প্রশমন কামনায় যজ্ঞচিকীর্ষু হইয়া সেই সকল সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের সহিত মন্ত্রণা করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ বৈদিকযজ্ঞে তাঁহাদিগের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিলে, আদিশূর অনন্যোপায় হইয়া অযোধ্যা হইতে তদানীং নবাগত হিন্দুধর্ম্মানুরাগী সেই সনক আঢ্যের সহিত তদ্বিষয়ে পরামর্শ করেন। সনক স্বদেশের সন্নিকটস্থ কান্যকুব্জের বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন, এবং তিনি রাজাকে তথা হইতে যজ্ঞকর্ম্ম কুশল কয়েকটি ব্রাহ্মণ আনাইবার পরামর্শ দেন। এতৎ পুস্তকের ৩০ ও ৩১ পৃষ্ঠায়, ইহাই সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে।

পরন্তু বাচস্পতিমিশ্রোদ্ধৃত "দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকা" গ্রন্থের কয়েকটি শ্লোকে ইহা স্পষ্ট লিখিত আছে। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণ জন্য এস্থানে তৎসংক্রান্ত কয়েকটি শ্লোক দেওআ যাইতেছে।

"শ্রীমদ্রাজাদিশূরো হ্যভবদবনিপতি র্ধর্ম্মরাজো হি শান্তো
সল্লোকঃ সদ্বিচারৈ রদিতিসুতপতিঃ স্ব র্যথাসীৎ তথাসীৎ।
প্রাতাপাদিত্য-তপ্তাহখিল-তিমির-রিপু স্তন্ত্রবেত্তা মহাত্মা
জিত্বা বৌদ্ধাংশ্চকার স্বয়মপি নৃপতি র্গৌড়রাজ্যান্নিরস্তান্॥
পাত্রং * পপ্রচ্ছ পূতং পরমসুরপদদ্বন্দ্ব-পদ্মার্চ্চকোহসৌ
ক্বাসন্তে কাশ্যপীশাঃ ক্রতুকৃতিকুশলাঃ ক্বাপি শূদ্রাঃ কুলীনাঃ।
পাত্র* স্তেষা মবোচৎ পরিচয মখিলং ভূপবাক্যাদ্ দ্বিজা স্তে
কোলাঞ্চস্থাঃ কুরঙ্গা ইব কিল তপসা নৈব কেষা মধীনাঃ॥
কোলাঞ্চস্য মহীপতিঃ ক্ষিতিভুজা মেকপ্রধানঃ প্রধীঃ
স্বেষ্টে নিষ্ঠমতি র্মহাশয়বরঃ শ্রীবীরসিংহঃ স্বভূৎ।
তদ্দেশাবসিনঃ সমাধিকৃতিনঃ পাপালিসংহারিণঃ
সন্তি ব্যাসসমাঃ সভাসদ ইতো গৌড়েন্দ্র ভূমীশ্বরাঃ॥
ভূপো হ্যভূদ্ ভবনে স্বচেষ্টিতপরঃ সদ্ভৃত্যভার্য্যান্বিতান্
ভূদেবান্ বৃষলান্ বিচিত্রলিখনৈ রানেতুকামঃ স্বয়ম্।
পাত্রেণ প্রণয়প্রমোদ-রচিতাং শ্রীবীরসিংহে লিপিং
গৌড়ক্ষ্মাপতি রেব পুণ্যসুমতি র্দূতেন প্রাস্থাপয়ৎ॥

* ইহ সনকাদ্য এব তৎ পাত্র মিত্যনুমীয়তে।

স্বকৃতস্বকৃতসংস্থাঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থদক্ষা

লপিত-হৃত-বিপক্ষা স্বস্তিবাক্যাঃ শ্রুতিজ্ঞাঃ।

সুজিত-সুগত-বৃন্দে গৌড়রাজ্যে মদীয়ে

দ্বিজকুলবরজাতাঃ সনুকম্পাঃ প্রযান্তু ॥

নৃপতি-সুকৃতিসারঃ স্বীয়বংশাবতারঃ

প্রবল-বলবিচারো বীরসিংহোঽতিবীরঃ।

মযি বংশসখিতাস্তে ভূমিদেবান্ সশূদ্রান্

পুনরপি মম গৌড়ে প্রাপয ত্বং নিতান্তম্ ॥

মুদা গন্তুকামাঃ পুরাবাসগৌড়াঃ

সমাহায কোলাঞ্চ-দেশং ক্ষিতীশম্।

নৃপাজ্ঞাঞ্চ লব্ধ্বা সদারাদিভৃত্যা

মহাযোগিন স্তে বভূবুঃ সশূদ্রাঃ ॥

মহারাজরাজাদিশূরো মহাত্মা

ত্বযা বীরসিংহস্য মে হস্ত্যাদিসখ্যম্।

তবাজ্ঞানুসারাদ্ধি প্রস্থাপযামি

দ্বিজান্ পঞ্চগোত্রান সদারাদিভৃত্যান্ ॥”

* * * * * *

অর্থাৎ, সুরপতি ইন্দ্র যেমন স্বর্গে রাজত্ব করেন, শ্রীমান্ আদিশূর নৃপতি সেইরূপ পৃথিবীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। শাসনে তিনি ধর্ম্মরাজের ন্যায় ছিলেন, ও সদ্বিচারে তিনি নিতান্ত সৌজন্য প্রকাশ করিতেন। সূর্য্যদেব যেমন তাঁহার উজ্জ্বল কিরণ জালে

অন্ধকার সমূহ নষ্ট করেন, তিনি তেমন স্বীয় প্রতাপ প্রভাবে অরাতিকুল ধ্বংস করিতেন। তিনি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মা ছিলেন, এবং স্বয়ংই বৌদ্ধগণকে পরাভূত করিয়া স্বীয় গৌড় রাজ্য হইতে তাহাদিগকে নিষ্কাশিত করিয়াছিলেন।

তিনি পরম দেবতার পাদপদ্মদ্বয় সর্ব্বদাই অর্চ্চনা করিতেন। একদা তিনি তাঁহার সাধু ও পবিত্রচিত্ত (সম্ভবতঃ, স্বধর্ম্মরক্ষা হেতু তৎকালে অযোধ্যা হইতে সমাগত সনক আঢ্য নামক) পাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে কোথায় যাগযজ্ঞক্রিয়াকুশল ব্রাহ্মণ ও সদ্বংশজাত শূদ্রগণকে দেখিতে পাওআ যায়? নৃপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, পাত্র তাঁহাদের বৃত্তান্ত বলিবার জন্য উত্তর করিলেন, মহারাজ! (আমাদের জন্মস্থানের সন্নিকট) কান্যকুব্জ দেশের ব্রাহ্মণগণ তপোবলে স্বাধীনচেতাঃ, তাঁহারা তথায় কুরঙ্গের ন্যায় স্বচ্ছন্দে বাস করেন এবং কাহারও অধীন নহেন।

সেই কান্যকুব্জ দেশের অধীশ্বর রাজাধিরাজ মহারাজ শ্রীবীরসিংহ ধীশক্তি-সম্পন্ন উদারপ্রকৃতি ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হয়েন। তদ্দেশবাসী ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞকার্য্যকুশল পাপসংহরণক্ষম ও বেদব্যাসতুল্য তেজঃসম্পন্ন, এবং তাঁহারা রাজসভাতেও গতায়াত করেন। হে গৌড়াধিপতে আপনি সেই ভূদেবগণকে এখানে আনিবার চেষ্টা করুন।

গৌড়াধিপতি নৃপতি ইহা শুনিয়া নিজরাজ্যে সুভৃত্যদারাদি পরিজন সমন্বিত ব্রাহ্মণ ও লিপিকুশল শূদ্রগণকে আনয়ন করিবার ইচ্ছায় সেই পাত্রবরের সহিত পরামর্শ করিয়া আনন্দচিত্তে এই

প্রণয়-লিপি রচনা করত, দূত দ্বারা তাহা বীরসিংহ নৃপতির নিকট পাঠাইলেন।

হে বীরসিংহ নরপতে! আমি গৌড়রাজ্যে বৌদ্ধগণকে পরাজয় ও তথা হইতে দূরীভূত করিয়াছি, এক্ষণে ইচ্ছা করি পুণ্যকর্ম্মপরায়ণ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ বিপক্ষবিজয়ী স্বস্তিবাক্যযুক্ত বেদজ্ঞ সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ-গণ অনুকম্পার সহিত মদীয় এই রাজধানীতে আগমন করেন।

আপনি নৃপতিকুলে পুণ্যযশাঃ স্বীয় বংশের অবতংসস্বরূপ বীরাগ্রগণ্য এবং বলপ্রয়োগে ও বিচারকার্য্যে সুদক্ষ; আমি আপনার সহিত সখ্যবন্ধনে অভিলাষী। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক মদীয় গৌড়দেশে কতিপয় ব্রাহ্মণ প্রেরণ করুন, এবং তাঁহাদের সঙ্গে যেন কতিপয় শূদ্রও থাকে।

(অনন্তর কান্যকুব্জেশ্বর পত্রপাঠ করত তদ্বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে) কতিপয় মহাযোগী ব্রাহ্মণ নৃপাজ্ঞামতে কান্যকুব্জ দেশ ও তদ্ভূপতিকে পরিত্যাগ করিয়া দারাদি পরিজন ও শূদ্র ভৃত্যের সহিত গৌড়দেশে বাস করিবার জন্য আনন্দে তথায় গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন।

তখন বীরসিংহ নৃপতি পত্রোত্তর লিখিলেন, হে মহারাজাধিরাজ আদিশূর! আপনি মহাত্মা, আপনার সহিত অদ্য আমার প্রথম সখ্যবন্ধন হইল। আমি আপনার আজ্ঞামতে পঞ্চগোত্রীয় দ্বিজ-পঞ্চককে প্রেরণ করিলাম, তাঁহারা নিজ নিজ পরিজন ও ভৃত্য লইয়া যাইতেছেন।

গ্রন্থোক্ত কতিপয় পুরাতন ও প্রসিদ্ধ স্থানের বিবরণ।

রামগড়।

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের পুরাবৃত্ত পাঠে জানা যায়, যে তত্তদ্দেশে বহু পূর্ব্বে কত কত জনপদ নগর বা তীর্থস্থান অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিল, কিন্তু কালক্রমে তাহাদের কোন কোনটি সমুদ্র বা নদীগর্ভে প্লাবিত, কোন কোনটি অগ্ন্যুৎপাতে ভস্মাচ্ছাদিত, কোন কোনটি বা মহামারীতে জনশূন্য এবং ক্রমে ভগ্নাবশিষ্ট, ইত্যাদি নানা কারণে লুপ্ত হইয়াছে। আবার কোন কোনটির মাহাত্ম্য সংরক্ষণার্থ উত্তরকালের পুরুষগণ কর্ত্তৃক তৎসন্নিকট ক্ষেত্রে বিবিধ অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ জন্য তাহার স্মৃতি সংস্থাপিতও হইয়াছে। বর্ত্তমান দ্বারকা, অযোধ্যা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানই ইহার দৃষ্টান্তস্থল। ভগবান্ রামচন্দ্র যে অযোধ্যাপুরীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যাহা পূর্ব্বে সাকেতনগর বা উত্তরকোশল রাজ্য নামে অভিহিত হইত, তাহারই আর একটি নাম অযুধ্ ছিল। এই অযুধ্ নামেরই অপভ্রংশ মুসলমান সম্রাটগণের সময়ে অবুদ্ ও দানীন্তন ইংরাজ রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক আউড্ (Oudh) হইয়াছে। ফলতঃ আউড্ রাজ্যের বর্ত্তমান প্রধান নগর ফৈজাবাদ পূর্ব্বতন অযোধ্যা নগরী নহে, ইহা উহারই সন্নিকটে তত্রত্য অট্টালিকাদির

উপাদানে নির্ম্মিত। গবেষণাপ্রিয় দেশপর্য্যবেক্ষণকারী হেমিলটন্ সাহেব তদ্রচিত "East India Gazetteer" নামক পুস্তকের ২য় ভলুমের ৩৫৩ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বতন অযোধ্যার ভগ্নাবশিষ্ট স্থানের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে ইহা পৃথিবীর ২৬°-৪৮' উত্তরাক্ষবৃত্তে ও ৮২°-৪' পূর্ব্বদ্রাঘিমায় অবস্থিত। অন্যতম পর্য্যবেক্ষণকারী থর্ণ্টন্ সাহেব তদ্রচিত "Gazetteer of India" নামক পুস্তকের ৭৩৯ পৃষ্ঠায় বলেন, যে ঐ নগরের সন্নিহিত পূর্ব্বে এবং ঘর্ঘরা বা তদানীন্তন সরযূ নদীর বামেতর তীরে অতিবিস্তীর্ণ স্তূপাকার ভগ্নাবশেষ অট্টালিকাদির নিদর্শন রহিয়াছে। এবং তত্রত্য লোক ইহাকেই রাম চন্দ্রের ভূতপূর্ব্ব দুর্গ কহিয়া থাকে। তিনি বুকানন সাহেবের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, এই ভগ্নাবশিষ্ট প্রদেশের প্রায় ক্রোশার্দ্ধ পরিমিত অংশ নদীগর্ভে নিহিত হইয়াছে; এবং স্থানীয় স্তূপাকার ভগ্নাবশেষের বহুতর ইষ্টক ও প্রস্তরাদি লইয়া মুসলমান রাজগণ নিকটবর্ত্তী ফৈজাবাদ নগর প্রস্তুত করিয়াছেন। তথাপি এখনও স্থানে স্থানে উচ্চ উচ্চ স্তূপাকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওআ যায়। এই ভগ্নাবশেষ স্থানটি রামগড় নামে প্রসিদ্ধ। কিংবদন্তী এই যে ভগবান্ রামচন্দ্র এই স্থান হইতেই জনপদবাসিগণের সহিত সরযূপ্রয়াণ পূর্ব্বক তাঁহার লীলাবসান করেন, তদবধি এই স্থানটি জনশূন্য হয়। পরে রাজা বিক্রমাদিত্য প্রায় দুই সহস্র বৎসর হইল, পুনরায় ইহাকে প্রজাপূর্ণ করণার্থ ইহাতে ৩৬০টি দেব মন্দির প্রতিষ্ঠিত করত ইহার শ্রীবৃদ্ধি

সাধন করেন। একে তীর্থ স্থান, তাহাতে আবার ঘর্ঘরা নদী তীরস্থ বলিয়া বাণিজ্যোপযোগী, এজন্য এই রামগড় নগর শীঘ্রই চতুর্বর্ণ হিন্দু জাতিতে পরিপূর্ণ হইল, এবং বহুসংখ্যক বৈশ্যের বসতি জন্য ইহা পূর্ব্ববৎ সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু উত্তরকালে মুসলমান রাজগণ, বিশেষতঃ ঔরঙ্গজীব বাদশাহ এই পবিত্র ক্ষেত্র রামগড় নগরকে ধ্বংস করিয়া তদুপাদানে সন্নিকটে অন্যতর নগর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বিক্রমাদিত্য নির্ম্মিত সেই সকল দেবি মন্দিরের এক্ষণে আর একটিও বর্ত্তমান নাই।

"Gazetteer of the province of Oudh" নামক গ্রন্থের ১ম ভলুমের ২য় পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, যে এই রামগড় নামক স্থানের অপর নাম রামকোট, অর্থাৎ রামচন্দ্রের দুর্গ, এই দুর্গটি বহুবিস্তীর্ণ, এবং পুরাতন লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়, যে ইহার চতুর্দ্দিকে কুড়িটি গুপ্তিস্থান ছিল, প্রত্যেক গুপ্তিস্থানে এক একটি সামন্ত অধ্যক্ষতা করিতেন, এবং তাঁহাদিগের নামেই ঐ সকল গুপ্তিস্থানের নামকরণ হইত। দুর্গমধ্যে আটটি প্রাসাদ ও অন্যান্য নানা অট্টালিকাদি ছিল।

ক্যানিংহাম সাহেবের "Archœological Survey of India" নামক গ্রন্থের ১ম ভলুমের ৩১৭ পৃষ্ঠায় সাকেত বা অযোধ্যা নগরের বিবরণ আরম্ভ হয়, তাহার পূর্ব্বে তিনি যে মানচিত্রটি দিয়াছেন তাহাতে হনুমানগড়ি নামে একটি স্থান আছে। ৩২২ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন, যে এই হনুমানগড়ির অপর নাম

রামকোট। ৫২৫ পৃষ্ঠায় তিনি প্রায় তের শত বর্ষ পূর্ব্বে চীন পরি-ব্রাজক হুয়েনসাং বর্ণিত বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন, যে তিনি এই অযোধ্যায় কুড়িটি বৌদ্ধমঠ ও ৫০টি হিন্দুমন্দির দেখিয়াছিলেন, ঐ কয়েকটি মঠে তিন সহস্র শ্রমণ ছিল ও তথায় বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বিক্রমাদিত্য প্রতিষ্ঠিত ৩৬০টি মন্দিরের মধ্যে তখন কেবল মাত্র ঐ ৫০টি অবশিষ্ট ছিল, সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবে এ স্থানে হিন্দুগণের অবনতি অনেক পূর্ব্ব হইতেই হইতেছিল।

ভারতবর্ষের মানচিত্রে এক্ষণে রামগড় নামক আরও কয়েকটি নগর বা জনপদ উড়িষ্যা, বেহার, আলমোরা প্রভৃতি প্রদেশে দেখিতে পাওআ যায়। কিন্তু সেগুলি এ পুস্তকের উদ্দিষ্ট রামগড় নহে। এসিয়াটিক সোসাইটির জরনেল পুস্তকে দেখা যায়, যে আবুল ফাজেল বলেন, যে আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে রাজা তোডরমল্ল খৃঃ ১৫৮২ অব্দে অযোধ্যা প্রদেশকে পাঁচটি সরকারে বিভক্ত করেন, তন্মধ্যে উত্তরদিগস্থ গোরখপুর সরকারের অন্তর্গত রাপ্তি বা রেবতী নদীর উত্তরতীরস্থ বনভূমি এবং বলরামপুর ও তুলসীপুর নামক পরগণাদ্বয় রামগড় ও গৌরী বা গৌড় নামক দুইটি মহালে পর্য্যবসিত। সুতরাং অনুমিত হইতেছে যে রামচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ও বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক সংস্কৃত পূর্ব্বোক্ত রামগড নগরটি আকবর বাদশাহের সময়ে পূর্ব্ববৎ সমৃদ্ধভাবে ছিল না, তাহা তখন বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তবে তাহারই নামে তোডরমল্ল তদানীন্তন

একটি মহাত্মার নামকরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার কিয়ৎশত বর্ষ পূর্ব্বে এবং বিক্রমাদিত্যের পুনঃ সংস্কারের পর হইতে রামগড় নগরটি সমৃদ্ধিশালী ও চতুর্বর্ণ হিন্দুজাতি কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং সহস্রবর্ষ পূর্ব্বেও ইহা যে সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল তাহাতে আর কোন সন্দেহের কারণ দেখা যায় না। "Oudh Gazetteer" নামক গ্রন্থের ১ম ভলুমের ৩৪ পৃষ্ঠায় দেখা যায়, যে ঈদৃশ সময়ে অযোধ্যা প্রদেশ জৈন ধর্ম্মাবলম্বী সোম বংশীয় রাজগণের অধীনে ছিল। সেই সময়েই এই গ্রন্থোক্ত সনক আঢ্য মহাশয় তথায় পুরুষানুক্রমে বাস করিতেন, এবং বৌদ্ধধর্ম্মের তাৎকালিক প্রাদুর্ভাব দেখিয়াই তিনি তথা হইতে স্বগণে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন।

বিক্রমপুর।

প্রসিদ্ধ রাজকর্ম্মচারী পরলোকগত আশুতোষ গুপ্ত C. S. মহাশয় বিক্রমপুর ও তৎসন্নিকটস্থ প্রদেশ সকল নিরীক্ষণ করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটির জর্নাল পুস্তকে এই এই লিখিয়াছেন।

বিক্রমপুর এক্ষণে একটি সামান্য গ্রামমাত্রে পরিণত হইয়াছে, ইহা পৃথিবীর ২৩°-৩৪' উত্তরাক্ষ বৃত্তে ও ৯০°-৩২'-১০" পূর্ব্বদ্রাঘিমায়, এবং ঢাকা জেলার ইদানীন্তন প্রধান স্থান মুন্সীগঞ্জের ২ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। পূর্ব্বে সেন বংশীয় রাজগণের ইহাই রাজধানী ছিল, এবং তাঁহারা যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীয় রাজাকে পরাভূত করিয়া বিদূরিত করেন, কালক্রমে এই সেন

বংশের উচ্ছেদের পর সেই পালবংশীয়েরাই পুনরায় এই বিক্রমপুর রাজধানীতে রাজত্ব করিয়াছেন, এবং তখন হইতে ইহা 'রামপাল' নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ইহার সন্নিকটে কোন পালবংশীয় নৃপতি কর্ত্তৃক যে একটি সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা খনিত হয়, তাহা অদ্যাপি 'রামপাল দীঘি' নামে বর্ত্তমান আছে। এখানে যে একটি প্রকাণ্ড স্তূপ দেখা যায়, ইহাকেই তত্রত্য সকলে রাজা বল্লাল সেনের প্রাসাদ বা বল্লালবাড়ীর ভগ্নাবশেষ বলে। এই স্তূপের চতুর্দ্দিকে রামপালের সর্ব্বত্রই খনন করিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকরাশি দেখিতে পাওআ যায়। এই প্রকার রাশি রাশি ইষ্টক এই স্থান হইতে আধুনিক ঢাকা সহরে আনীত হইয়া তথায় বিবিধ অট্টালিকাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। রামপালের ভূমিগর্ভে ভূরি ভূরি প্রস্তরখোদিত দেব দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওআ যায়, ইহার অর্দ্ধক্রোশ পশ্চিমে 'আটপাড়া' নামক গ্রামের শিবমন্দিরের পার্শ্বে একটি বৃহৎ শিলা-ময়ী বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে, এবং সন্নিকটস্থ 'আবদুল্লাপুর' স্থানে বৈষ্ণবগণও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাময়ী দেবমূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। যে বৃহৎ স্তূপটিকে লোকে বল্লালবাড়ী কহে, তাহা চতুর্দ্দিকে গভীর পরিখা বেষ্টিত। স্তূপে অট্টালিকাদির কোন চিহ্ন এক্ষণে দেখিতে পাওআ যায় না, তবে অভ্যন্তরের এক স্থানে একটি কৃষ্ণবর্ণ গহ্বর দেখা যায়। সকলে বলে, যে বল্লালসেন সপরিবারে যে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পতিত হইয়া দগ্ধ হয়েন, ইহা সেই কুণ্ড। কিংবদন্তী আছে, যে আদিশূরের নিমন্ত্রিত কান্য-

কুম্ভাগত পঞ্চব্রাহ্মণ রাজাকে আশীর্ব্বাদ করণার্থ যে মন্ত্রপূত জল-গণ্ডূষ ধারণ করিয়াছিলেন, এবং তৎকালে তাঁহার সাক্ষাৎকার না পাইয়া তাঁহারা উক্ত যে মন্ত্রপূত জলগণ্ডূষ তত্রত্য হস্তিবন্ধন মল্লকাষ্ঠোপরি নিক্ষেপ করেন, তাহারই অনির্ব্বচনীয় শক্তি প্রভাবে সেই মল্লকাষ্ঠটি সজীব গজারি বৃক্ষে পরিণত হয়। রামপালে সেই বহুপুরাতন গজারি বৃক্ষটি অদ্যাপি রামপাল দীঘির উত্তর ধারে দেখিতে পাওআ যায়। এবং রেণেল সাহেব কৃত মানচিত্রে এখনও তাহার চিহ্ন আছে। ইহা এক্ষণে প্রায় একশত হস্ত উচ্চ এবং দুইটি প্রকাণ্ড কাণ্ডোপরি সংস্থিত। রামপালে আর একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর দীর্ঘিকা আছে, ইহাকে রাজা হরিশ্চন্দ্রের দীঘি কহে। আশ্চর্য্য ব্যাপার এই, যে এই দীর্ঘিকাটি প্রতিবৎসর মাঘী পূর্ণিমার সময় জলপূর্ণ হইয়া সপ্তাহ কাল সেই ভাবে থাকে, তৎপরে সম্বৎসর কাল শুষ্ক হইয়া যায়।

উক্ত জর্নাল পুস্তকে মৌলবী আবদুল খায়ের নামক আর এক জন রাজকর্ম্মচারী এইস্থান সম্বন্ধে বলেন, যে বল্লালবাড়ী নামক স্তূপটির চতুর্দ্দিকে যে পরিখা দেখা যায়, তাহা প্রস্থে প্রায় ২০০ হস্ত পরিমিত। স্তূপটি পূর্ব্বে পরিখাবেষ্টিত দুর্গ ছিল বলিয়াই বোধ হয়। বল্লালবাড়ীর অপর নাম রামপাল, ইহা আদম সাহীর মসজিদের সন্নিকট, এবং দুর্গাবাড়ীর অর্দ্ধমাইল অন্তরে অবস্থিত।

"Eastern India" নামক পুস্তকের ৮ম ভলুমের ৪৩ পৃষ্ঠায়

তল্লেখক মার্টীন সাহেব বলেন যে, যে সকল পণ্ডিত আমাকে তত্রত্য স্থান সকল দেখাইতে ছিলেন, তাঁহারা আমাকে রামপালের ভগ্নাবশেষ রাজবাটী দেখাইতে লইয়া গেলেন। তাঁহারা বলিলেন এই স্থানের প্রকৃত নাম বিক্রমপুর, কিন্তু এক্ষণে এই পরগণার নামও বিক্রমপুর হইয়াছে। এই স্থানটি ইদানীন্তন ফিরিঙ্গী-বাজারের ৩ মাইল দক্ষিণে, ইহার পরিখা ১০০ বা ১৫০ ফুট প্রশস্ত, এবং প্রতিদিকে ৪০০ বা ৫০০ গজ লম্বা হইয়া রাজবাটীকে বেষ্টন করিয়াছে। ইহা ইচ্ছামতী নদীর সহিত একটি খালের দ্বারা সংলগ্ন, এই খালটিকে 'নারায়ণ খাল' কহে। এই স্থান হইতে সুবর্ণগ্রামের সম্মুখস্থ নদীতীর পর্য্যন্ত একটি প্রশস্ত রাজপথের ভুতপূর্ব্ব অস্তিত্বও বিবিধ চিহ্নে বুঝিতে পারা যায়।

সর্ভেয়ার জেনেরেলের ইদানীন্তন মানচিত্রে দেখা যায় যে রামপাল স্থানটি পদ্মা বা স্থানীয় কীর্ত্তিনাশা নদীর অনেক উত্তরে ও ঢলেশ্বরী নদীর কিঞ্চিৎ দক্ষিণে, এবং 'বাড়ী বল্লালসেন' নামক একটি চতুষ্কোণ চিহ্নও তথায় দেখিতে পাওআ যায়। এই ঢলেশ্বরী নদীর উত্তর দিকে ব্রহ্মপুত্র নদের একটি অপ্রশস্ত শাখা ইহাতে মিলিত হইয়াছে, এবং তাহার আর কিছু পূর্ব্বে এই সংযুক্ত নদনদী মেঘনায় সঙ্গত হইয়াছে। রামপাল ও বাড়ীবল্লালের পশ্চিমে একটি প্রশস্ত রাজপথেরও চিহ্ন আছে, তাহা দক্ষিণ হইতে উত্তর-মুখী হইয়া ঢলেশ্বরী নদী পর্য্যন্ত গিয়াছে।

সুবর্ণগ্রাম

বিক্রমপুরের কিঞ্চিৎ উত্তরে ও ঈষৎ পূর্ব্বে, এবং ঢলেশ্বরী নদীর উত্তরস্থিত ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানই বাণিজ্যোপযোগী বলিয়া নৃপতি আদিশূরের আদেশক্রমে রামগড় হইতে প্রায় সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে আগত সনকআঢ্যপ্রমুখ বৈশ্যগণ তথায় বাস করত সুবণরজতাদির বাণিজ্য করিয়াছিলেন। কালক্রমে সেই স্থানটি সুবর্ণগ্রাম নামে অভিহিত হয়, এবং ক্রমে এই সুবর্ণগ্রাম প্রদেশটি বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। সার্দ্ধশত বৎসর পরে বল্লালসেনের রাজত্ব কালে ইহা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল, এবং তিনি তথায় একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া এই স্থানটিকে তাঁহার অন্যতর রাজধানী করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার সহিত সুবর্ণবণিক্‌গণের বিরোধ হয়, এবং ইঁহারা রাজনির্যাতনে অস্থির হইয়া দলে দলে এই স্থান পরিত্যাগ করিলেও, তাঁহাদের কিয়দংশ নানা কারণ বশতঃ তথায় অবস্থান করেন, সুতরাং সুবর্ণগ্রামে তখনও স্বর্ণ রৌপ্যাদির বাণিজ্য চলিয়াছিল। এবং তথাকার সমৃদ্ধি পূর্ব্ববৎ না থাকিলেও উহা একেবারে নষ্ট হয় নাই। উত্তর কালে মুসলমান রাজগণ প্রবল হইলে, তাঁহারাও এস্থানকে রাজধানী স্বরূপে ব্যবহার করিতেন, এবং আকবর বাদশাহের সময়ে রাজা তোডরমল্ল কর্ত্তৃক সুবর্ণগ্রামটি সোনারগাঁ নামে একটি পরগণায় পরিগণিত হয়। এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণাল গ্রন্থে দেখা যায়, যে এখানকার দমদমা নামক স্থানটি মুসলমান

রাজগণের দুর্গ ছিল, এবং তাহার সন্নিকটে মগরাপাড়া নামক স্থানটি পুরাতন সুবর্ণগ্রাম ছিল। সমুদয় প্রদেশে এত নালা আছে, যে বর্ষাকালে নৌকা যোগে সর্ব্বত্রই যাতায়াত করা যায়। এবং তৎকালে মধ্যে মধ্যে এরূপ জলপ্লাবন হয় যে লোকে উচ্চ মঞ্চোপরি গৃহাদি নির্ম্মাণ করে। সাগর পারে দুরস্থিত সিংহলাদি দ্বীপেও অর্ণবপোত যোগে সুবর্ণগ্রামের বাণিজ্য চলিত। খৃঃ ১৩৪১ অব্দে দেশপর্য্যটক ইবন্ বাটুটা সাহেব জপদ্বীপের বাণিজ্য পোত এস্থানে দর্শন করিয়াছিলেন। আধুনিক মানচিত্রে এই সুবর্ণগ্রাম প্রদেশটি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহার পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র ও পূর্ব্বে মেঘনা, এবং দাক্ষিণে এই দুই নদে তীর্য্যকভাবে সংযুক্ত মীনাখালি নামক একটি অপ্রশস্ত নদী আছে। সুবর্ণগ্রামটি ঢাকা সহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অবস্থিত। কার্পাসসূত্রের সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইত বলিয়া সুবর্ণগ্রাম বিখ্যাত ছিল।

সপ্তগ্রাম।

পৃথিবীর স্রোতস্বতী ও বেগবতী নদী সকল চঞ্চলা বলিয়া চির প্রসিদ্ধ। মৃত্তিকার কাঠিন্যের তারতম্য এবং এই নদী সকলের স্রোতোবেগের চাঞ্চল্য ও প্রাবল্য বশতঃ, কোন কোন সময়ে কোন কোন স্থানে একদিকের তীরভূমি ভাঙ্গিয়া পড়ে ও অপরদিকে চড়া পড়ে। উপর্য্যুপরি কিছু কাল এইরূপ হইলেই নদীর প্রবাহ স্থান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রভূত রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। আবার স্রোতোবেগে আনীত ধোআট বা পলি মৃত্তিকার

অধপাতন জন্য অনেক নদী ক্রমশঃ বুজিয়া আইসে, এবং কোথাও বা সেই স্রোতোবেগে অপ্রশস্ত নদী সকল প্রশস্ত ও গভীর হইয়া পড়ে। ভূগোল পৃষ্ঠে চঞ্চলা প্রকৃতির এই খেলা চিরকালই চলিতেছে। হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দুগণের চিরাগত বিশ্বাস মতে গঙ্গা ও যমুনা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থল প্রয়াগ তীর্থে সরস্বতী নদীও অন্তঃসলিলা হইয়া মিলিত হইয়াছে, তজ্জন্য এই স্থানের নাম "যুক্ত ত্রিবেণী"। নদীত্রয় সংযুক্তভাবে দক্ষিণপূর্ব্বে প্রবাহিত হইয়া নানা গ্রাম জনপদ ও নগরীকে ধৌত ও পবিত্র করত, মুরসিদাবাদের উত্তরে সূতিনগরের অদূরে পদ্মা নামে একটি পূর্ব্ববাহিনী শাখা বিস্তার করিয়া ভাগীরথী নামে দক্ষিণবাহিনী হইয়া ত্রিবেণী নামক স্থানে পুনরায় ত্রিধারায় বিভক্ত হইয়াছে, এজন্য এই স্থানের নাম "মুক্ত ত্রিবেণী"। মধ্যে গঙ্গা বা ভাগীরথী, পশ্চিমে সরস্বতী, ও পূর্ব্বে যমুনা আবার স্বতন্ত্র ভাবে সোতস্বতী হইয়া সাগরাভিমুখে গমন করিয়াছে। গঙ্গানদী ত্রিবেণী হইতে দক্ষিণ মুখেই প্রবাহিত হইয়া আধুনিক কলিকাতার দুর্গস্থলের নিকট ঘুরিয়া কালীঘাটের সম্মুখ দিয়া ক্রমে সাগরাভিমুখে পতিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে গঙ্গানদীর স্রোত প্রধানতঃ এইরূপেই প্রবাহিত হইত, এজন্য এখনও এই এই স্থানে প্রবাহিত নদীকেই গঙ্গা বলিয়া হিন্দুগণ পরম্পরাক্রমে বিশ্বাস করেন, এবং তত্রস্নানেই গঙ্গার মাহাত্ম্য স্মরণ ও অনুভব করেন। পূর্ব্বকালে ধনপতি ও শ্রীমন্ত সৌদাগর এই গঙ্গানদী দিয়াই সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিলেন, কবিকঙ্কণ রচিত চণ্ডী

গ্রন্থে তদ্রূপ বর্ণনাই দেখিতে পাওআ যায়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যকালে রেনেল সাহেব ভারতবর্ষ পরিদর্শন করত ইহার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মানচিত্র প্রস্তুতকরণ কালে, স্বরচিত গ্রন্থে গঙ্গা নদীর এই রূপ প্রবাহ বর্ণন করিয়াছেন। গঙ্গার পশ্চিমে সরস্বতী নদীও ভিন্ন ভিন্ন পথে স্রোতস্বতী ও ক্রমে দক্ষিণমুখী হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছিল। আধুনিক কলিকাতার দুর্গস্থান হইতে গঙ্গানদীর তখন একটি ক্ষুদ্র শাখা নির্গত হইয়া শাঁকরাল নামক স্থানে এই সরস্বতী নদীতে পতিত হয়। সরস্বতী নদী তখন নিকটবর্ত্তী ও প্রশস্ত বলিয়া ইয়ুরোপীয় বণিক্‌গণের বাণিজ্য পোত খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহারই উপর দিয়া গমনাগমন করিত, এবং ইহারই পূর্ব্বতীরস্থ সপ্তগ্রাম তখন প্রধান বাণিজ্য-ক্ষেত্র ছিল। পুরাণে উল্লেখ আছে. যে পূর্ব্বকালে কান্যকুব্জ নগরে প্রিয়াবন্ত নামক এক নৃপতি ছিলেন,তাঁহার সাতটি পুত্র অতীব ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাদিগকে সপ্তর্ষি কহিত। তাঁহারা পুণ্যনদী সরস্বতীর তীরে অগ্নিধ্র, রমণক, ভপিসন্ত, স্বরবানন, বস্রা, সবন ও দ্যুতিমন্ত নামক সাতটি গ্রামে বসতি করিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ সাতটি গ্রাম ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত ও সম্মিলিত হইয়া পরিশেষে 'সপ্তগ্রাম' বা 'সাতগাঁ' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সপ্তগ্রাম পরে তাম্রলিপ্তরাজের রাজত্ব মধ্যে পরিগণিত হয়। এবং 'সাটিগং' নামে টলেমিপ্রমুখ গ্রীক গণেরও সংস্রবে আইসে। তৎপরে মুসলমান রাজগণ এখানে দুর্গ ও প্রাসাদাদি

নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তখন রাজ্যের সমস্ত কর এই স্থানেই রক্ষিত হইত, এবং অত্রত্য সুবর্ণবণিক্‌গণ দ্বারা ইহার স্বর্ণ রৌপ্যাদি পরীক্ষিত হইত। ক্রমে পর্টুগীজ বণিকেরা ইহাকে তৎকালে প্রধান বাণিজ্যবন্দর করিয়া ইহাতে অবস্থিতি করিতেন। কর্জ্জনা সমাজের প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই অনেক সুবর্ণবণিক্ এই স্থানে বাণিজ্য জন্য আগমন করিতেন এবং অনেকে ব্যবসায়ানুরোধে এখানে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে সপ্তগ্রাম সুবর্ণবণিকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

কালক্রমে সুতিনগর হইতে ভাগীরথীর স্রোত হ্রাস হইয়া আসিল, এবং ইহার প্রধান স্রোত পদ্মায় সংক্রামিত হইল। পদ্মা ক্রমে বিস্তীর্ণ ও প্রবল স্রোতস্বতী হইয়া গঙ্গারই আকার ধারণ করিল, এবং পরিশেষে ইংরাজগণ কর্ত্তৃক ইহা গঙ্গা নামেই অভিহিত হইতে লাগিল। সুতি হইতে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত ভাগীরথী ক্রমে ক্রমে একেবারে স্রোতোহীন ও অল্পপরিসর হইয়া আসিল, কিন্তু তৎপরে গোআড়ী বা জেলেঙ্গী নাম্নী পদ্মার একটি শাখানদী হইতে নবদ্বীপে পুনরায় স্রোতোলাভ করত স্ফীত হইয়া উঠিল। আবার, কলিকাতার দুর্গস্থল ঘুরিবার পর গঙ্গা নদী উত্তর কালে স্রোতোহীন হইয়া ক্রমশঃ অপ্রশস্ত হইতে লাগিল, কিন্তু তথাপি হিন্দুগণ কর্ত্তৃক ইহা 'আদ্যগঙ্গা' নামে অভিহিত হইতেছে। এবং এই স্থান হইতে আদ্যগঙ্গার ভূতপূর্ব্ব স্রোত অত্রত্য পূর্ব্বোল্লিখিত শাখানদীতে সংক্রামিত হইয়া ইহাকে শাঁকরাল পর্য্যন্ত স্ফীত

করিয়া গঙ্গারই আকারে পরিণত করিয়াছে। শুনা যায় যে ইংরাজ বণিক্‌গণ এই শাখাটুকুকে কাটিয়াও প্রশস্ত করেন। এদিকে কাল-ক্রমে ত্রিবেণী হইতে সরস্বতীরও স্রোতের হ্রাস হইয়া আসিল, এবং ক্রমশঃ এখান হইতে শাঁকরাল পর্য্যন্ত নদীটি পলি পড়িয়া বুঁজিয়া আসিল। অতঃপর সরস্বতীর উপর বাণিজ্য কার্য্য ক্রমশঃ রহিত হইতে লাগিল। তখন ইয়ুরোপীয় বণিক্‌গণ সাগর হইতে সরস্বতী প্রবেশ পূর্ব্বক শাঁকরাল হইতে গঙ্গার সেই বর্দ্ধমান শাখা দিয়া গঙ্গানদীর উভয় তীরস্থ হুগলি চুঁচুড়া শ্রীরামপুর কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে ক্রমে ক্রমে বাণিজ্য করিতে লাগিলেন, এবং তদবধি তাঁহারা নবদ্বীপ হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত গঙ্গা, তৎশাখা ও সরস্বতীর এই শেষাংশকে 'হুগলী' নদী নামে অভিহিত করিয়াছেন, এবং আদ্য-গঙ্গাকে 'টালির নালা' বলিয়া থাকেন। কালের গতি এই প্রকার বিচিত্র! সরস্বতী নদীর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই সপ্তগ্রাম বণিক্-শূন্য ও ক্রমে শ্রীভ্রষ্ট হইতে লাগিল। এক্ষণে ইহার ধ্বংসাবস্থা, উদ্ধারণ দত্তের পাটভবন ও দেবালয়ই তথায় কেবল দর্শনযোগ্য।

এই অধ্যায়স্থ স্থানগুলির বিবরণ সঙ্কলনে শ্রীযুত বাবু নীলাম্বর পালের নিকট হইতে প্রভূত সাহায্য লাভ হইয়াছে। এবং তত্রত্য মানচিত্র সঙ্কলনেও তিনি ও শ্রীযুত বাবু বিহারীলাল আঢ্য অনেক সাহায্য করিয়াছেন।

কর্জ্জনা সমাজের কৌলীন্য বিবরণ।

এই পুস্তকের ১৪ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে, যে কর্জ্জনায় ১৪১৪ শকে অম্বর চন্দ্রের যজ্ঞকালীন কুলাচার্য্য গোবর্দ্ধন মিশ্র সভায় উপস্থিত বণিক্‌গণের তালিকা ও শ্রেণীবিভাগ করেন, এবং তালিকায় তাঁহাদিগের সংখ্যা ৭৯২ ঘর হইয়াছিল। এবং ১৬ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে, যে কুড়মনে ১৪৪০ শকে দক্ষিণ রাঢ়ী সমাজের প্রতিষ্ঠা কালে ১০২ ঘর মাত্র বণিক্ উপস্থিত ছিলেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণ জন্য সেই সকল বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

কুলাচার্য্য গোবর্দ্ধন মিশ্র সনক আঢ্যের পুরোহিত সারস্বত ব্রাহ্মণ জ্ঞানচন্দ্র মিশ্রের বংশীয় ছিলেন, তিনি প্রথমতঃ বণিক্‌গণকে সামাজিক শ্রেষ্ঠতা অনুসারে 'কুলীন', 'রাঢ়ী', 'বংশজ', 'গৌণ-বংশজ', 'মৌলিক', 'কষ্টমৌলিক' ও 'অতিকষ্টমৌলিক', এই সপ্ত শ্রেণীতে বিভাগ করেন। কুলীনের মধ্যে আজারখাঁ 'গোষ্ঠী-পতি' হইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। অবশিষ্ট কুলীনগণ 'মুখ্য' ও 'গৌণ' ভেদে দুই প্রকার। 'মুখ্যকুলীন' আবার 'প্রকৃত মুখ্য' ও 'সাধন মুখ্য' ভেদে দুই অবান্তর শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল। 'প্রকৃত মুখ্য' কুলীনগণ সামাজিক মর্য্যাদায় "প্রামাণিক" বলিয়া

উক্ত হইতেন, এবং একটি শ্রেণীস্থ কুলীনের মর্য্যাদার নাম "সম্মানী" ছিল। তৎকালে সামাজিক ব্যবহার মধ্যে কুলীনত্ব সংস্থাপন বিষয়ে এই সকল নিয়ম প্রচলিত ছিল; যথা, শ্রেষ্ঠ ঘরে বিবাহ সূত্রে আদান প্রদানেই কুলীনত্বের পরিচয়। তাহা তিন প্রকার; 'শৌর্য্য' 'সমাবেশ' ও 'নিন্দা'। উত্তমের সহিত কর্ম্ম করাকে 'শৌর্য্য', সমানের সহিত কর্ম্ম করাকে 'সমাবেশ' ও নিকৃষ্টের সহিত কর্ম্ম করাকে 'নিন্দা' কহিত।

কোন কুলীন নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র ও জ্যেষ্ঠ কন্যার শৌর্য্য বা সমাবেশ কর্ম্ম করিলে তিনি 'অতিশুদ্ধ কুলীন' হইতেন, অপর সন্তান গণের জন্য রাঢ়ী, বংশজ, গৌণবংশজ বা মৌলিক ঘরের সহিত কর্ম্ম করিলে, তাহা দোষাবহ হইত না, কিন্তু কষ্ট মৌলিকের সহিত কর্ম্ম করিলে কুল নষ্ট হইত। নিকৃষ্টের সহিত কর্ম্ম করিলে কষ্টমৌলিক ভাব প্রাপ্ত হইত, পশ্চাৎ কুলীনের সহিত ক্রমান্বয়ে তিন পুরুষ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিলে, পুনর্ব্বার কুল প্রাপ্তি হইত। এই প্রকার কুলের নাম 'মত্তভঙ্গকুল' বা 'নবভঙ্গকুল'।

যাঁহার চতুর্বিধ কুলীনের সহিত আদান প্রদান কর্ম্ম হইত, তিনি 'কুলাগ্রণী' ও 'কুলরাজ' খ্যাতি বিশিষ্ট হইতেন। যাঁহার নিজকুল, শ্বশুরকুল ও বৈবাহিক কুল কুলীন, তিনি 'সজ্জন'; যাঁহার নিজকুল, শ্বশুরকুল ও মাতামহকুল কুলীন, তিনি 'শুদ্ধভাব'; যিনি নিজে কুলীন হইয়া রাঢ়ী, বংশজ, গৌণবংশজ বা মৌলিকের সহিত কর্ম্ম করিতেন, তাঁহার 'বিসর্জ্জন' খ্যাতি লাভ হইত।

কুলীনে কুলীনে কর্ম্ম হইলে, যাঁহার তিন কুলে কোন দোষ না থাকিত, তাঁহারই সামাজিক মর্য্যাদা অধিক ছিল, এবং যে কুলীনের তিন কুলে উত্তম করণ না হইত, তিনি সভা মধ্যে অগ্রাহ্য ও মান্যরহিত হইতেন।

কুলীনের মধ্যে 'সম্মানী'গণও শ্রেষ্ঠ ছিলেন, এবং ইঁহাদের পুরুষানুক্রমে মর্য্যাদা ছিল, কিন্তু অহঙ্কার বশতঃ তাঁহাদের কুল নষ্ট হয়। ততঃপর ইঁহারা রাঢ়ীর সমান হইয়াছিলেন।

তৎকালে সামাজিক মর্য্যাদা অনুসারে বৈবাহিক আদান প্রদান কার্য্যে নিম্নলিখিত নিয়মমত পণ প্রাপ্তির নির্দ্দেশ ছিল; যথা, প্রকৃতমুখ্য সাধনমুখ্যের কন্যা গ্রহণ করিলে ২ সুবর্ণ পণ পাইতেন, সাধনমুখ্য প্রকৃতমুখ্যের কন্যা গ্রহণ করিলে ১ সুবর্ণ পণ পাইতেন, কুলীন রাঢ়ীর সহিত কর্ম্ম করিলে ৩ সুবর্ণ, বংশজের সহিত করিলে ৪ সুবর্ণ, গৌণবংশজের সহিত করিলে ৬ সুবর্ণ, ও মৌলিকের সহিত করিলে ৭ সুবর্ণ পণ পাইতেন। কিন্তু যে মৌলিক ক্রমান্বয়ে দশ পুরুষ পর্য্যন্ত কুলীনের সহিত কর্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহাকে পণ দিতে হইত না।

'সম্মানীগণ' বংশজ, গৌণবংশজ, মৌলিক কষ্টমৌলিক বা অতিকষ্টমৌলিকের সহিত কর্ম্ম করিলে ৩ সুবর্ণ পণ পাইতেন।

'রাঢ়ী' বংশজের সহিত কর্ম্ম করিলে ১ সুবর্ণ, গৌণবংশজের সহিত ২ সুবর্ণ, মৌলিকের সহিত ৩ সুবর্ণ, কষ্টমৌলিকের সহিত

৪ স্বর্ণ এবং অতিকষ্টমৌলিকের সহিত কর্ম্ম করিলে ৫ স্বুবর্ণ পণ পাইতেন।

'বংশজ' গৌণবংশজের সহিত কর্ম্ম করিলে ১ স্বুবর্ণ, মৌলিকের সহিত ২ স্বুবর্ণ, এবং কষ্ট বা অতিকষ্ট মৌলিকের সহিত কর্ম্ম করিলে ৩ স্বুবর্ণ পণ পাইতেন।

'গৌণবংশজ' মৌলিকের সহিত কর্ম্ম করিলে ½ স্বুবর্ণ এবং কষ্ট বা অতিকষ্ট মৌলিকের সহিত করিলে ১ স্বুবর্ণ পণ পাইতেন।

তাৎকালিক প্রথা অনুসারে গোবর্দ্ধন মিশ্র উপরি উক্ত নিয়ম মতে তাঁহার কুলপুস্তক প্রণয়ন করেন, এবং উক্ত সভায় সমবেত ৭৯২ ঘর বণিক্‌কে যথাযথ শ্রেণীবদ্ধ করেন। এই সময়ে তিনি কয়েকটি প্রধান বংশে এক একটি বিশেষণ সূচক পারিভাষিক আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার নাম "খ্যাতিবন্ধ" যথা, চন্দ্র বংশের রোহিতাগিরি বড়াল বংশের কর্ণাটক

আঢ্য	,,	বসনাশন	সাথ	,,	সুচাঁচর
দেয়	,,	কিরণাকর	মল্লিক	,,	রত্নাকর
দত্ত	,,	সুধাকর	নন্দী	,,	প্রভাকর
শীল	,,	কলসাঙ্কুর	বর্দ্ধন	,,	কুসুমাকুল
সিংহ	,,	বর্ষাপণ	দাস	,,	গুঞ্জামণি
ধর	,,	বলদণ্ডী	লাহা	,,	পত্রাশনি
পাল	,,	ভূরুষাপর্ণ (?)	সেন	,,	পুষ্পাঞ্জলি

অম্বর চন্দ্রের যজ্ঞকালে সেই বৃহৎ সভায় যে যে ব্যক্তি যে যে কর্ম্মের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সেই কর্ম্মের অধিকার তাঁহাদের পুরুষানুক্রমে চলিয়াছিল, কুলপুস্তকে ইহারও উল্লেখ আছে।

কর্জ্জনাবাসী সুবর্ণবণিকগণের বিবাহাদি সভায় এই কয়েকটি রীতি প্রচলিত ছিল ; যথা—

১ম। গুরু, পুরোহিত, ব্রাহ্মণবর্গ, গোষ্ঠীপতিদ্বয়, পঞ্চপ্রামাণিক, কুলীন, সম্মানী, রাঢ়ী, বংশজ, গৌণবংশজ, মৌলিক, কষ্টমৌলিক, অতিকষ্টমৌলিক ও সর্ব্বশেষে নবশায়কগণকে ক্রমান্বয়ে মালা চন্দন দ্বারা পূজা।

২য়। মাঙ্গল্য কার্য্যে নির্ব্বিঘ্নে কর্ম্মসমাপ্তির মানসে, সিদ্ধ ও মাঙ্গল্য বস্তু বোধে প্রথমতঃ গোষ্ঠীপতিদ্বয়কে, তদনন্তর প্রামাণিকাদি বণিক্‌গণকে গুবাক প্রদান।

৩য়। বিদায় কালীন অগ্রে গুরু পুরোহিত ও ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় দিয়া, তৎপরে গুরু ও পুরোহিতের পরিচারকদিগকে ৩ গুণ, গোষ্ঠীপতি দ্বয়কে ৩॥ গুণ, প্রামাণিক ও কুলীনদিগকে ৩ গুণ, সম্মানী ও অষ্টরাঢ়ীকে ২৷৷ গুণ, বংশজগণকে ২॥ গুণ, গৌণবংশজগণকে ২ গুণ, মৌলিকদিগকে ২ গুণ, কষ্টমৌলিকদিগকে ১৷৷ গুণ, এবং অতিকষ্টমৌলিকদিগকে ১॥ গুণ পণ দানে বিদায়।

৪র্থ। নিন্দাকর্ম্মকারী বণিক্‌গণ সভামধ্যে আসন বা সম্মান পাইতেন না।

অনন্তর কর্জ্জনাসমাজ ভঙ্গের পর ১৪৪০ শকে যখন ইতস্ততো বিক্ষিপ্ত সেই সকল বণিকগণের জুড়মনের সভায় ৩২ ঘর মাত্র লইয়া দক্ষিণরাঢ়ী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইতেই আবার সপ্তগ্রামে প্রায় বিংশতি বর্ষ মধ্যে সপ্তগ্রামী নামে আর একটি সমাজ উদ্ভূত হইয়াছিল। উক্ত দক্ষিণরাঢ়ী সমাজ প্রতিষ্ঠার নির্দ্ধারণ পত্রে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ স্বাক্ষর করেন ; যথা—

পুরোহিত, উদয়চন্দ্র দেবশর্ম্মা
গোষ্ঠীপতি, দুর্গাচরণ দত্ত
প্রামাণিক, বৈদ্যনাথ চন্দ্র
„ গদাধর চন্দ্র
কুলীন, দানপতি দত্ত

রাঢ়ী, ভানু পাল
বংশজ, জলেশ্বর দে
গৌণবংশজ, বারাণসী দত্ত
মৌলিক, করুণাময় নাথ

তাং ১৩ই ফাল্গুন ১৪৪০ শকাব্দ।

রাঢ়াশ্রেণী।

নাম	খ্যাতি	খ্যাতিবন্ধ	পূর্ব্বপুরুষ	নিবাস	কর্ম্মাধিকার	কর্জ্জনার তালিকা	কুড়মণের তালিকা
মার্কণ্ডেয়	সিংহ	বর্ষাপণি	রাজারাম সিংহ	বটগ্রাম	ব্যবস্থা ও মন্ত্রণা	১ ঘর	৩ ঘর
চিত্রসেন	ধর	বলদণ্ডী	শ্রীপতি ধর	নবগ্রাম	ঐ	১ „	২ „
খুল্লন	পাল	ভ্রূষাপর্ণ	গুণাকর পাল	মহানাদ	ঐ	১ „	১ „
মাধবদাস	নন্দী	প্রভাকর	হরিহর-নন্দী	বর্দ্ধমান	ঐ	১ „	৩ „
রত্নসেন	বর্দ্ধন	কুসুমাকুল	হিরণ্য বর্দ্ধন	চিত্রপুর	ঐ	১ „	২ „
মথুরানাথ	দাস	গুঞ্জামণি	দিবাকর দাস	জয়পুর	ঐ	১ „	২ „
শিখরমল্ল	লাহা	পত্রাশনি	মহানন্দ লাহা	বিদুরপাড়া	ঐ	১ „	৩ „
অম্বধর	সেন	পুষ্পাঞ্জলি	পুরন্দর সেন	আঝাপুর	ঐ	১ „	৩ „
					সমষ্টি	৮ ঘর	২২ ঘর

বংশজ শ্রেণী।

নাম	খ্যাতি	খ্যাতপুরুষ	নিবাস	কর্জ্জনার তালিকা	কুড়মনে তালিকা
বংশধর ও শিবদাস	চন্দ্র	জয়পতি চন্দ্র	কর্জ্জনা	২ ঘর	৩ ঘর
সাগরেশ্বর	ঐ	তরুণাকর চন্দ্র	ঐ	১ "	২ "
যশোদাকুমার	ঐ	কলসারণ চন্দ্র	ঐ	১ "	৪ "
বায়ুদাস	ঐ	অশ্বকর্ণ চন্দ্র	ঐ	১ "	২ "
নরহরি ও ৩ জন	দে	দর্পনারায়ণ দে	ঐ	৪ "	১৭ "
সোমকান্ত ও ২ জন	দে	সুধাকর দে	ঐ	৩ "	৯ "
বনমালী ও ৬ জন	দত্ত	ভাবাপন্ন দত্ত	ঐ	৭ "	১৬ "
শ্রীকান্ত, সোমভদ্র	আঢ্য	সাধন আঢ্য	গঙ্গাপুর	২ "	৭ "
চণ্ডীদাস ও ২ জন	ঐ	অশোকাসন আঢ্য	কৃষ্ণপুর	৩ "	১ "
[illegible]কান্ত	ঐ	সোধন আঢ্য	ঐ	১ "	০ "
কংশারি	শীল	মেঘু শীল	কর্জ্জনা	১ "	৩ "
নির্ভর ও ৪ জন	ঐ	শঙ্খধারণ শীল	হরিপাল	৫ "	১৬ "
রাজারাম ও ৩ জন	ঐ	বৈরাগী শীল	নবগ্রাম	৪ "	২ "
			সমষ্টি	৩৫ ঘর	৮২ ঘর

গৌরবংশজ শ্রেণী।

নাম	খ্যাতি	খ্যাত পুরুষ	নিবাস	কর্জ্জনার তালিকা	কুড়মনের তালিকা
আনন্দ ও ৫ জন	দে	মালাধর দে	বালী	৬ ঘর	৩ ঘর
গণেশ ও ৭ জন	দত্ত	পালশানি দত্ত	মান্দারণ	৬ "	৫ "
যশঃসেন ও ১৩ জন	চন্দ্র	তরুণাকর চন্দ্র	বাকল্সা	১৪ "	৬ "
ভৈরব ও ১১ জন	আঢ্য	সুসাধন আঢ্য	ব্রাহ্মণভূমি	১০ "	৩ "
			সমষ্টি	৩৬ ঘর	১৭ ঘর

সুবর্ণগ্রামে যে সকল বণিক্ 'পহিনী' ও 'পোতাদার' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শ্রীবিন্দ পহিনী ও নৃপঞ্জয় পোতাদারের লাঞ্ছনা স্মরণ পূর্ব্বকই, বোধ হয়, তাঁহারা বহুদিন সে আখ্যা ব্যবহার না করিয়া তাঁহাদিগের পূর্ব্বতন খ্যাতি ব্যবহার করিতেন। এই জন্য এই সকল তালিকায় সেই দুইটি আখ্যা দেখিতে পাওয়া যায় না।

মৌলিক শ্রেণী

নাম	খ্যাতি	খ্যাত পুরুষ	নিবাস	কর্জ্জনার তালিকা	কুড়মনের তালিকা
প্রাণকৃষ্ণ ও ২৭ জন	দে	করণ দে	আঝাপুর	২৭ ঘর	৮ ঘর
মাণিক ও ১৮ জন	দত্ত	হংসোপাসন দত্ত	মেদিনীপুর	১৭ „	১৩ „
ভৈরব ও ৩৯ জন	চন্দ্র	অশ্বকর্ণ চন্দ্র	বেণাটী	৪০ „	৬ „
হীরারাম ও ১৫জন	আঢ্য	আশাকর আঢ্য	বর্দ্ধমান	১৫ „	৫ „
গোবিন্দ ও ২৭ জন	শীল	গোপাল শীল	চাম্পানগর	২৭ „	১৩ „
ভরত ও ৩৯ জন	সিংহ	গুণাকর সিংহ	মহানাদ	৪০ „	৩ „
যুগল ও ২৯ জন	ধর	ব ণপতি ধর	বিষ্ণুপুর	৩০ „	৩ „
জনমেজয় ও ২৮জন	বড়াল	চাকলাই বড়াল	বর্দ্ধমান	২৯ „	৩ „
ভবানী ও ২২ জন	পাল	দরশনি পাল	ভুরস্থট	২১ „	৯ „
পুরুষোত্তম	নাথ	গণেশ্বর নাথ	নবগ্রাম	১ „	০ „
দর্পনারায়ণ ও ৩২	ঐ	সুদর্শন নাথ	ঐ	৩৩ „	২ „
অমর ও ৪ জন	মল্লিক	বাণেশ্বর মল্লিক	কর্জ্জনা	৫ „	৩ „
পার্ব্বতী ও ২৫ জন	নন্দী	কর্ণেশ্বর নন্দী	সপ্তগ্রাম	২৬ „	৫ „
প্রয়াগ ও ৩২ জন	বর্দ্ধন	কুলঞ্জয় বর্দ্ধন	বর্দ্ধমান	৩৩ „	৭ „
ব্রজনাথ ও ৪১ জন	দাস	বিদ্যাপতি দাস	নীলপুর	৪২ „	৬ „
শ্রীকান্ত ও ২১ জন	লাহা	পাটঞ্জলি লাহা	নবগ্রাম	২২ „	৬ „
রঘুনাথ ও ৩০ জন	সেন	সদবলি সেন	আঝাপুর	৩০ „	৮ „
			সমষ্টি	৪৩৮ ঘর	১০০ ঘর

কষ্ট মৌলিক শ্রেণী।

নাম	খ্যাতি	খ্যাত পুরুষ	নিবাস	কর্জ্জনার তালিকা	কুড়মনের তালিকা
অনন্ত ও ১৬ জন	দে	—	মান্দারণ	১৩ ঘর	১৩ ঘর
কালীদাস ও ১৭ জন	দত্ত	ঘনকুলী দত্ত	হরিপাল	১৬ ,,	৯ ,,
দেবকী ও ৮ জন	চন্দ্র	কেদারি চন্দ্র	নীলপুর	৯ ,,	৩ ,,
দুলাল ও ১৩ জন	আঢ্য	কুলঞ্জয় আঢ্য	বীরহট্ট	১২ ,,	৮ ,,
মনঃসুখ ও ৪ জন	শীল	কুন্দলী শীল	বিষ্ণুপুর	৪ ,,	২ ,,
হটুরাম ও ১৪ জন	সিংহ	ধরাপতি সিংহ	নীলপুর	১৫ ,,	৩ ,,
জয়ন্তীরাম ও ৭ জন	ধর	দুমূল্যা ধর	ক্ষীরপাই	৮ ,,	৫ ,,
ভদ্রসেন ও ১১ জন	বড়াল	বাসুলী বড়াল	গোলাহাট	১২ ,,	৪ ,,
রূপচন্দ্র ও ৩ জন	পাল	সরসাই পাল	বিষ্ণুপুর	৪ ,,	৩ ,,
গণেশ ও ৫ জন	নাগ	—	নীলপুর	৫ ,,	৪ ,,
লোহারাম ও ৯ জন	মল্লিক	সুধারণ মল্লিক	মৌড়গ্রাম	১০ ,,	৬ ,,
জয়কৃষ্ণ ও ৭ জন	নন্দী	মাটীয়র নন্দী	চন্দ্রকোণা	৮ ,,	৯ ,,
বিহারী ও ১০ জন	বর্দ্ধন	শাসনী বর্দ্ধন	কড়িংগাছি	৮ ,,	৫ ,,
কিশোর ও ৩ জন	দাস	কিঙ্করী দাস	বিষ্ণুপুর	৪ ,,	০ ,,
ধনঞ্জয় ও ৯ জন	লাহা	নিশাকর লাহা	নীলপুর	১০ ,,	২ ,,
অভিরাম ও ৭ জন	সেন	কুলাল সেন	রামপুর	৮ ,,	৩ ,,
			সমষ্টি	১৪৬ ঘর	৭৯ ঘর

অতিকষ্ট মৌলিক শ্রেণী।

নাম	খ্যাতি	নিবাস	কৈর্জ্জনার তালিকা	কুড়মনের তালিকা
জয়কৃষ্ণ ও ১৭ জন	দে	বিষ্ণুপুর	১৩ ঘর	৮ ঘর
রামকান্ত ও ১৭ জন	দত্ত	বালিগড়ি	১৫ ,,	১০ ,,
নিধিরাম ও ৫ জন	চন্দ্র	চন্দ্রকোণা	৪ ,,	৩ ,,
শূরসেন ও ৪ জন	আঢ্য	মান্দারণ	২ ,,	৫ ,,
গঙ্গাধর ও ৫ জন	শীল	বিষ্ণুপুর	৬ ,,	০ ,,
মুনিরাম ও ৫ জন	সিংহ	বীরভূম	৬ ,,	০ ,,
রাধাকান্ত ও ৫ জন	ধর	ক্ষীরপাই	৪ ,,	৩ ,,
গঙ্গাধর ও ৫ জন	বড়াল	ঐ	৬ ,,	০ ,,
দীনবন্ধু ও ৫ জন	পাল	কাশীজোড়া	৬ ,,	০ ,,
হরি ও ৪ জন	নাথ	চন্দ্রকোণা	৩ ,,	৩ ,,
রামরাম ও ২ জন	মল্লিক	রাধানগর	২ ,,	৩ ,,
বিজয় ও ৮ জন	নন্দী	কৃষ্ণপুর	৬ ,,	৪ ,,
গোলোক ও ৫ জন	বর্দ্ধন	চন্দ্রকোণা	৪ ,,	৫ ,,
রামকান্ত ও ৫ জন	দাস	মুর্দিপুর	৬ ,,	০ ,,
গোলোক ও ৩ জন	লাহা	শক্তিপুর	৪ ,,	০ ,,
রামচন্দ্র ও ৩ জন	সেন	বর্দ্ধমান	৪ ,,	০ ,,
		সমষ্টি	৯১ ঘর	৪৪ ঘর

সমুচ্চয় তালিকা।

শ্রেণী।	কর্জ্জনায়	ক্রুড়মনে
কুলীন	১৬ ঘর	৫৮ ঘর
রাঢ়ী	৮ "	২২ "
বংশজ	৩৫ "	৮২
গৌণ বংশজ	৩৬ "	১৭ "
মৌলিক	৪৩৮ "	১০০ "
কষ্ট মৌলিক	১৪৬ "	৭৯ "
অতিকষ্ট মৌলিক	৯১ "	৪৪ "
সংগ্রহ করণের ভ্রম জন্য অনুল্লিখিত	২২ "	"
সর্ব্ব সমষ্টি	৭৯১ ঘর	৪০২ ঘর

রামগড় হইতে সমাগত ১৬ ঘর বণিকের বংশ।

দেয়ো দত্ত শ্চন্দ্র আঢ্যঃ শীলঃ সিংহো ধর স্তথা।
বড়ালঃ পাল-নাথৌ চ মল্লিকো নন্দি-বর্দ্ধনৌ।
দাসো লাহা তথা সেনঃ ষোড়শঃ খ্যাতয়ঃ স্মৃতাঃ॥

৭। ব্যবস্থাপত্র-স্বাক্ষরকারী বিক্রমপুর নিবাসী অধ্যাপকদ্বয়ের পরিচয় অবশেষে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রথম, তারিণীপ্রসাদ তর্কবাচস্পতি। ইনি কলিকাতাস্থ মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের ভূতপূর্ব্ব সভাপণ্ডিত পরলোকগত দুর্গাচরণ তর্করত্নের অধ্যাপক, ইছাপুরা গ্রাম নিবাসী, ন্যায় ও স্মৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। দ্বিতীয়, চন্দ্রমোহন ন্যায়ালঙ্কার। ইনিও ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রের বিখ্যাত অধ্যাপক এবং তত্রত্য বজ্রযুগিনী গ্রাম নিবাসী ছিলেন।